সূচীপত্র

مجلة

شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৬ বর্ষ

সংখ্যা: ৪৩-৪৪

১১ আগস্ট ২০২৫

সোমবার

ঐতিহাসিক স্থাপত্য
ষাট গম্বুজ মসজিদ
বাগেরহাট

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

Arrow EXPRESS
We keep trust at any cost

আপনার ব্যবসার ডেলিভারি পার্টনার
(দ্রুত, নিরাপদ ও বিশ্বস্ত কুরিয়ার সার্ভিস)

আপনি কি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করেন?
তাহলে আপনার পণ্যের নিরাপদ ও দ্রুত ডেলিভারির দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিন!

Arrow Express : বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা জুড়ে সেম ডে/নেক্সট ডে ডেলিভারি সুবিধাসহ দিচ্ছে সহজ বুকিং, ট্র্যাকিং এবং বিশ্বস্ত সার্ভিস।

কেন Arrow Express?
- ক্যাশ অন ডেলিভারি (COD)
- সেম ডে / নেক্সট ডে ডেলিভারি
- দ্রুত বুকিং ও ট্র্যাকিং সুবিধা
- বড় অর্ডারে বিশেষ রেট

আজই যোগাযোগ করুন: ০১৫৩৭-১১৫৭৬১
www.arrowexpressbd.com

মجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

✱ বর্ষ : ৬৬
✱ সংখ্যা : ৪৩-৪৪
✱ বার : সোমবার

◈ ১১ আগস্ট-২০২৫ ঈসায়ী
◈ ২৭ শ্রাবণ-১৪৩২ বাংলা
◈ ১৬ সফর-১৪৪৭ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ড. মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ
সাপ্তাহিক আরাফাত
জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-২২৪৪৫৮৫৫১

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فـاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير: أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় ০৩
- আল কোরআনুল হাকীম :
  - ❖ মহাবিপর্যয় তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে
    আবু আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন- ০৪
- হাদীসে রাসূল (ﷺ) :
  - ❖ আল্লাহর ৯৯টি নাম মুখস্থকারীর মর্যাদা
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৮
- প্রবন্ধ :
  - ❖ গাজাবাসীর আর্তনাদ যেন সভ্যতার ভ্রূকুটি
    আবূ সা‘দ ড. মো. ওসমান গনী- ১৩
  - ❖ চিকিৎসাশাস্ত্র ও চিকিৎসকের মর্যাদা
    আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী- ১৫
  - ❖ ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর জন্ম আল্লাহর অপরিসীম ক্ষমতার একটি বহিঃপ্রকাশ
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ১৭
  - ❖ কথা বলার আদব অথবা জিহ্বার ব্যবহার প্রসঙ্গ
    হোসাইন মঈন- ২১
- নিবন্ধ :
  - ❖ জাতীয় স্বার্থ বনাম ব্যক্তি স্বার্থ
    শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী- ২৫
- সাহাবা চরিত :
  - ❖ ইসলামের নিবেদিত কবি : হাসান ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)
    রবিউল ইসলাম- ২৭
- কাসাসুল কোরআন :
  - ❖ সূরা আল কাহ্ফ-এ বর্ণিত বাগানের মালিক দুই ব্যক্তির ঘটনা
    আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৯
- বিশেষ মাসায়িল :
  - ❖ আমরা কীভাবে নাফসে মুতমাইন্নার গুণে গুণান্বিত হব?
    আরাফাত ডেস্ক- ৩১
- মহিলা জগৎ :
  - ❖ আল্লাহর প্রিয় নারীদের গুণাবলি
    মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম- ৩২
- আত্মগঠন :
  - ❖ ভদ্রতার স্বরূপ সন্ধানে
    মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম- ৩৫
- নিভৃত ভাবনা :
  - ❖ ওয়াসীয়াত
    জান্নাতুল মহল- ৩৬
- কিশোর ভুবন :
  - ❖ পিঁপড়াদের উপত্যকায় সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)
    ইবনে এস. এ বাকী- ৩৮
- বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ৩৯
- জমঈয়ত সংবাদ ৪০
- শুব্বান সংবাদ ৪০
- স্বাস্থ্য সচেতনতা ৪২
- ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৪৩
- প্রচ্ছদ রচনা ৪৬

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

সম্পাদকীয়

শুব্বানের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশন : নতুন নেতৃত্ব, নতুন আলোর পথে

কোনো আবেগের উচ্ছ্বাস নেই, নেই ক্ষমতার মোহ; তবুও ছিল এক নির্মল আনন্দের স্রোত–সেই আনন্দ দায়িত্বের, যোগ্যতার, নৈতিকতার। ১ আগস্টের এক শুভ সায়াহ্নে যখন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের ১১তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশনে নতুন নেতৃত্বের ফলক উন্মোচিত হলো, তখন ইতিহাস যেন আরেকটি সুন্দর অধ্যায়ের পৃষ্ঠা উল্টাল।

সালেহ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে, গোপন ব্যালটের শুদ্ধ প্রক্রিয়ায়, সালাফী ‘আক্বীদাহ্ ও মানহাযের অগ্রনায়ক এই যুবকাফেলায় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন আব্দুল্লাহিল হাদী, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তানযীল আহমদ। যুগল নেতৃত্বের এই ঘোষণা ছিল যেন আস্থা ও বিশ্বাসের সুরভি মাখা প্রভাতবেলার সূচনা, যেখানে আলো ফোটে আশার কুসুমে।

কঠোর অধ্যবসায় ও আত্মনিবেদনের অনুশীলন পেরিয়ে, তিনটি সাংগঠনিক ধাপ অতিক্রম করে যারা সালেহ পদে পৌঁছেছেন, তারাই হয়েছেন এই নির্বাচনমঞ্চের গর্বিত কাউন্সিলর। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ দীপ্ত সৎ সংকল্পে, জ্যোতির্ময় দায়িত্ববোধে। এখানে নেই প্রভাবের ছায়া, নেই নেতৃত্বের লালসা, নেই অর্থের ঝলক; আছে কেবল মহামহিম রবের সন্তুষ্টি লাভের মমতাময় প্রত্যাশা, আছে দীনদারিতার অনুপম সৌন্দর্য। সেই আলোয় আলোকিত হয়েছে নির্বাচনের প্রতিটি ক্ষণ। দায়িত্বশীলতার যে মহিমা এ প্রক্রিয়া দেখিয়েছে, তা আজকের সমাজে এক অনন্য দৃশ্যপট।

“নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন অভিভাবক সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর শুব্বানবিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী, সাংগঠনিক সম্পাদক শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন, ভারপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ জনাব আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, আধুনিক শুব্বানের রূপকার অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদের সদস্য শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন। এই পাঁচজন প্রজ্ঞাবান, দূরদর্শী সংগঠকের হাতে ছিল নেতৃত্ব নির্বাচনের দায়িত্ব। তাদের মেধা, নিষ্ঠা ও অকৃত্রিম সংগঠনপ্রেম নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এনেছে সৌন্দর্যের পূর্ণতা। তাঁদের সুনিপুণ তত্ত্বাবধানের ছায়ায় নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে নীরব মর্যাদায়– যেন পূর্ণিমার আলোয় প্রশান্ত পানির স্রোতধারা, যেখানে নেই কোলাহল, আছে শুধু শান্ত সৌন্দর্যের মধুময়তা।”

পরদিন ঢাকার জোনাকি কনভেনশন হলে নবনির্বাচিত নেতৃত্বের অভিষেক যেন রূপ নিয়েছিল মহিমান্বিত উৎসবে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সুধীজনের উপস্থিতি দিনটিকে করেছে ঐতিহাসিক। সেখানে উচ্চারিত প্রতিটি আশাবাদী বাণী যেন নতুন সূর্যের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছিল।

এখন প্রশ্ন একটাই –এই নির্বাচিত নেতৃত্বের কাছে আমাদের প্রত্যাশা কী?

প্রত্যাশা এই যে, তারা হবে তাওহীদ ও সুন্নাহর অতন্দ্র প্রহরী, মেধা ও নৈতিকতার দীপ্ত আলোকবর্তিকা, তারুণ্যের প্রেরণাদায়ী দিশারী এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের অগ্রনায়ক।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তারাও তাদের পূর্বসূরীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আধুনিকতার মোহ উপেক্ষা করবে; ধর্মীয় মূল্যবোধের আলো হাতে নিয়ে এগিয়ে যাবে; তরুণদের অন্তরে জাগিয়ে তুলবে ঈমানের উজ্জ্বলতা, চিন্তার শুদ্ধতা এবং কর্মের সৌন্দর্য।

আমরা বিশ্বাস করি –এই যোগ্য যুগল নেতৃত্বাধীন আলোকিত তারুণ্যের দীপ্ত পদচারণা জমঈয়ত শুব্বানকে শুধু সংগঠন হিসেবে নয়; বরং একটি আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। তাদের হাত ধরে আসবে শৃঙ্খলার সুবাস, নৈতিকতার শ্যামলিমা, ইসলামী চেতনার আলোকিত প্রভা।

হে নতুন নেতৃত্ব, তোমাদের পদক্ষেপ হোক সৎকর্মের মশাল, তোমাদের প্রজ্ঞা হোক নবীনদের জন্য পথের প্রদীপ। প্রত্যাশা– তোমাদের সাফল্যে সমুজ্জ্বল হবে ভবিষ্যৎকাল। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

আল কোরআনুল হাকীম

মহাবিপর্যয় তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে

–আবু আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন[*]

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوْا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ○ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ﴾

বাংলা অনুবাদ

“হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের পিতৃদেরকে ও ভ্রাতাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমানের মুকাবিলায় কুফ্রকে প্রিয় মনে করে; আর তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে, বস্তুত ঐ সব লোকই হচ্ছে বড় অত্যাচারী। হে নবী (ﷺ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও! যদি তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐসব ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করছ আর ঐ ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়বার আশঙ্কা করছ এবং ঐ গৃহসমূহ যা তোমরা পছন্দ করছ, (যদি এসব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও তার রাসূলের চেয়ে এবং তার পথে জিহাদ করার চেয়ে তাহলে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাকো এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন, (অর্থাৎ- ‘আযাব) আর আল্লাহ ফাসিক্ব সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।”[১]

[*]সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্লে হাদীস।

[১] সূরা আত্ তাওবাহ্ : ২৩ ও ২৪।

আলোচ্য বিষয়

বক্ষমান দারসে সূরা আত্-তাওবাহ্'র দু'টি আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে ঈমান মূখ্য; আত্মীয়তা বা দুনিয়াবী স্বার্থ নয়। কাজেই যারা স্বজন হয়েও কাফিরদের সাথে সখ্য গড়ে তুলবে, তারা তাদের শ্রেণিভুক্ত বলে গণ্য হবে। প্রকৃতপক্ষে তারাই জালিম। আর দ্বিতীয় আয়াতে ঐসব ব্যক্তির অশুভ পরিণতির কথা বলা হয়েছে, যারা আত্মীয়-স্বজন, সহায়-সম্পত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে পশ্চাদপদ হয়েছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান ও মুহাব্বাতকে কোনোভাবে প্রাধান্য দিতে পারেনি। এমন ব্যক্তিবর্গের জন্য রয়েছে কিয়ামতের ভয়াবহ বিপর্যয়। যারা ঈমানের দাবিদার হয়েও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসতে পারেনি; বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমনদের সাথে সখ্য ও সুসম্পর্ক রেখে চলেছে, তারা যে ফাসিক্ব সে কথাই এ আয়াতে কারিমায় বিধৃত হয়েছে।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوْا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْمَانِ﴾

“হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের পিতৃদেরকে ও ভ্রাতাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমানের মুকাবিলায় কুফ্রকে প্রিয় মনে করে।”

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফির-মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও তারা বাপ-দাদা, ভাই-বোন ও নিকটাত্মীয় হয়। কেননা, তারা ঈমানের ওপর কুফ্রীকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।[২]

[২] আল মিসবাহুল মুনীর- ‘দারুস সালাম’, রিয়াদ/৫৫৯।

এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوْا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

"তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখিরাতের বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায়; যারা ভালোবাসে আল্লাহ ও তার রাসূল (ﷺ)-এর বিরুদ্ধাচারীদেরকে, হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ় করেছেন ঈমান এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তার পক্ষ হতে এক রূহ্ দ্বারা। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশ নদীসমূহ প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো যে, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।"[৩]

এ আয়াতখানা নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে ইমাম বায়হাক্বী একটি হাদীস উল্লেখ করেন যে, বদরের যুদ্ধে সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনুল জার্‌রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর মুশরিক পিতাকে হত্যা করেছিলেন। ঘটনা বিবরণে জানা যায়- যখন উভয়পক্ষের মাঝে তুমুল যুদ্ধ বাধে, তখন তাঁর অমুসলিম পিতা কাফিরদের পক্ষ হয়ে পুত্রকে ধাওয়া করেন, তখন ঈমানের তাগিদেই সাহাবী আবূ 'উবাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তরবারী চালান। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর ঈমানী দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। তাঁর এ ঘটনার প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা উপর্যুক্ত আয়াতখানা নাযিল করেন।[৪]

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ﴾

উপরোক্ত নির্দেশনা দেওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা কুফ্‌রীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অশুভ পরিণতির কথা বর্ণনা করেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর এবং জিহাদের ওপর আত্মীয়তার সম্পর্ক, সহায়সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাড়ি-ঘরকে প্রাধান্য দিয়ে কাফির-মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলবে অর্থাৎ- ঈমানের ওপর কুফ্‌রীকে অগ্রাধিকার দেবে, তাদেরকে রোজ কিয়ামতে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে –মর্মে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ এও জানিয়ে দেন যে, ফাসিক্ব সম্প্রদায় আল্লাহর হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভালোবাসা ও আমাদের করণীয় : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মুহাব্বাত করা উম্মাতের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি কোনো ইহসান করা এমনটি নয়; বরং ঈমান; যা ব্যতীত মু'মিন হওয়া যায় না। রাসূল (ﷺ)-কে মুহাব্বাত করা বলতে তাঁর প্রতি মু'মিনের হৃদয়ের টানকে বুঝায়– যেন তাঁর কাছে মহান আল্লাহর পর সকল কিছুর চেয়ে রাসূল (ﷺ)-এর মুহাব্বাত বেশি হয়। রাসূল (ﷺ)-এর মুহাব্বাত ঈমানের মৌলিক শাখা, যা ব্যতীত ঈমানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। রাসূল (ﷺ) বলেন :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ : «فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ».

"অতঃপর ঐ সত্তার কসম! তাঁর হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না- যতক্ষণ না আমি তাঁর কাছে তার পিতা ও তার সন্তানের চেয়ে অধিক মুহাব্বাতের হবো।"[৫]

ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীসখানা "রাসূল (ﷺ)-এর মুহাব্বাত ঈমানের অঙ্গ" অধ্যায় বর্ণনা করেছেন। তাতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুহাব্বাত ঈমানের নাম। উপরন্তু ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে "রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুহাব্বাত ফরয" শিরোনামে স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন। হাদীস জগতের মহামতি দুই ইমাম-এর অধ্যায় রচনা দ্বারা সহজেই অনুমেয় যে, তা ঈমানের আবশ্যকীয় একটি অঙ্গ।

ক. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুহাব্বাত সর্বোচ্চ : সকল সৃষ্টির চেয়ে রাসূলের মুহাব্বাত বেশি হওয়া আবশ্যক-যা ব্যতীত ঈমানের পূর্ণতা লাভ হবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ) বলেন :

---

[৩] *সূরা আল মুজা-দালাহ্ : ২২।*

[৪] *বায়হাক্বী- ৯/২৭, গৃহীত : আল মিসবাহুল মুনীর- 'দারুস সালাম', রিয়াদ/৫৫৯।*

[৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৪।*

قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ».

"তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক মুহাব্বাতের হবো।"[৬]

নিজ জীন বাঁচিয়ে নয়; বরং জীবন কুরবান করে রাসূল (ﷺ)-এর মুহাব্বাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে- নতুবা মু'মিন হওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে 'আব্দুল্লাহ ইবনু হিশাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা নবী (ﷺ) সাথে ছিলাম। তিনি (ﷺ) 'উমার ইবনু খাত্ত্বাবের হাত ধরে ছিলেন। ইত্যবসরে তাঁকে 'উমার বললেন : "হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই আপনি আমার জীবনের পর আমার নিকট সকলের চেয়ে অধিক প্রিয়।" তখন রাসূল (ﷺ) বললেন : "না, ঐ সত্ত্বার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন-যতক্ষণ না আমি তোমার জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয় হব।" অতঃপর 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন : "নিশ্চয়ই, এখন আল্লাহর কসম! আপনি আমার নিকট আমার জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয়।" তখন রাসূল (ﷺ) বললেন : অর্থাৎ- "এক্ষণে হে 'উমার!"[৭]

আল্লাহ তা'আলা বলেন : "মু'মিনদের নিকট তাদের জীবনের চেয়েও নবী সর্বোত্তম।"[৮]

এ প্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ) বলেন : "আমি সকল মু'মিনের জীবনের চেয়েও অধিক উত্তম।"[৯]

খ. মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ধমকী : আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুহাব্বাতের সাথে রাসূল (ﷺ)-এর শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ- মহান আল্লাহকে ভালোবাসলে তাঁর রাসূলকে ভালোবাসতেই হবে– নতুবা মহান আল্লাহর ভালোবাসা আদায় হবে না। উপরন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর ভালোবাসা বা মুহাব্বাত-এর ওপর অন্য কোনো কিছুর মুহাব্বাতকে অগ্রাধিকার দিলে অপরিণামদর্শিতার ধমকী দিয়েছেন।

"বলো! তোমাদের কাছে তোমাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-ব্রাদার স্ত্রীগণ, নিকটাত্মীয় ব্যক্তিবর্গ, আর্থিক সম্পদ, ব্যবসা –যা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করো এবং বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করো –তা যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল (ﷺ) ও তাঁর পক্ষে জিহাদ অপেক্ষা বেশি মুহাব্বাতের হয়, তাহলে তোমরা মহান আল্লাহর ফায়সালা আসার অপেক্ষা করো। আর আল্লাহ তা'আলা ফাসিক্ব সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুহাব্বাত যে ফরয এবং এর বিপরীত যে কঠিন শাস্তি অপেক্ষমান, তার প্রমাণে এ আয়াতখানা যথেষ্ট। বিবেকবান মু'মিনের জন্য একথা প্রমাণের উদ্দেশ্যে অন্য দলিল উপস্থাপনের আর কোনো প্রয়োজন নেই।

গ. ঈমানের স্বাদ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুহাব্বাত : ঈমানের স্বাদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর মুহাব্বাতের ওপর নির্ভরশীল। একথা সত্য যে, ঈমানের স্বাদ না পেলে আমলে কোনো প্রকার একাগ্রতা আসবে না। ফলে নাজাত লাভ করা কঠিন হয়ে পড়বে। প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন :

"ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ : مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ".

"যায় মাঝে ৩টি জিনিস থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে– **১.** তাঁর নিকট আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অধিক প্রিয় হবে, এতদুভয় ছাড়া অন্য সকল কিছুর চেয়ে। **২.** সে মহান আল্লাহর ওয়াস্তেই কেবল অপরকে ভালোবাসবে। **৩.** সে আগুনে ঝাঁপ দেয়ার ন্যায় কুফ্‌রীতে ফিরে যাওয়াকে অপছন্দ করবে।"[১০]

কোনো জিনিসের স্বাদ পাওয়া তখনই সম্ভব, যখন ঐ জিনিস পাওয়াটা তার মনের টান হয়। কাজেই কারোর নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর মুহাব্বাত হৃদয়ের টান হয়, তাহলে তাতেই সে আত্মতৃপ্তি লাভ করবে। আর এটাই ঈমানের স্বাদ বলে গণ্য হবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সম্মান ঈমানের অঙ্গ : সম্মান বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন মুহাব্বাতেরই অংশ। ঈমানী মুহাব্বাত শ্রদ্ধা মিশ্রিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুহাব্বাতের শ্রদ্ধা থাকা অপরিহার্য। কেননা, তিনি আদমের শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং

[৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫।*
[৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৬৩২।*
[৮] *সূরা আল আহ্‌যা-ব : ৬।*
[৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ৮৬৭।*
[১০] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪৩।*

মহান আল্লাহর প্রিয়তম বান্দাহ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবের সম্মানার্থে তাঁর (ﷺ) জীবনকালে শপথ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

"তোমার জীবনের কসম, নিশ্চয়ই তারা তাদের নেশায় অবশ্যই ঘুর্ণায়মান।"[১১]

আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নাম ও মর্যাদাকে সুউচ্চ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে– "আর আমি তোমার জন্য তোমার যিক্‌রকে উঁচু করেছি।"[১২]

আমরা যদি বাস্তবতার নিরিখে বিচার করি, তাহলে দেখতে পাব, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদা ও সম্মান সু-মহান। ঈমান আনতে হলে তাঁর নাম নিতে হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় প্রবেশের সাথে সাথে মুয়াজ্জিন মিনার চূড়ায় সু-উচ্চ কণ্ঠে মহান আল্লাহর তাওহীদের স্বীকৃতির পর মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নাম নেয় এবং তাঁর রিসালাতের স্বীকৃতি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অথবা তাঁর বিধানকে নিয়ে ঠাট্টা করার বিধান : রাসূল (ﷺ)-কে সম্মান না করা ঈমানহীনতা। কোনো মু'মিন কোনো অবস্থাতেই এহেন আচরণ গ্রহণ করতে পারে না। সম্মানের বিপরীত অবজ্ঞা, অবহেলা কিংবা বিদ্রুপ। আর তা কুফ্‌রী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের কর্মকে কুফ্‌রী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ○ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

"বলো, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর আয়াতের সাথে এবং তাঁর রাসূলের (ﷺ) সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছ (?) ওজর পেশ করো না, তোমরাতো ঈমান গ্রহণের পর কুফ্‌রী করেছ।"[১৩]

উপরন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে সম্মান করা আবশ্যক করে দিয়েছেন, যা ঈমানের অঙ্গ। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾

"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে স্বাক্ষী হিসাবে, সু-সংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনো এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান করো।"[১৪]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কষ্ট দেয়ার পরিণাম : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কষ্ট দেয়ার পরিণাম খুবই ভয়াবহ। যারা এহেন অন্যায় করবে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত হবে এবং কঠোরতম শাস্তির মুখোমুখি হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের প্রতি লানত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক 'আযাব।"[১৫]

শিক্ষাসমূহ

১. কাফির-মুশরিকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা। কেননা, তারা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দুশমন।

২. কাফিরদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোললে এবং তাদের অনুসরণ করলে কোনো ব্যক্তি ঈমানদার থাকতে পারবে না; বরং সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে।

৩. দুনিয়ার সবকিছুর ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর এটাই ঈমানের দাবি।

৪. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা কুফ্‌রী। কোনো মু'মিন এটি সমর্থন করতে পারে না।

৫. আল্লাহ ও তার রাসূল (ﷺ)-এর ওপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিলে এটার পরিণতি খুবই ভয়াবহ হবে এবং কিয়ামতে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

অতএব, আসুন! আমরা প্রাণ দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে ভালোবাসি। তাদের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মেনে চলি এবং তাদের পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সে তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

---

[১১] *সূরা আল হিজর : ৭২।*
[১২] *সূরা আলাম নাশরাহ্ : ৪।*
[১৩] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬৫ ও ৬৬।*
[১৪] *সূরা আল ফাত্হ : ৮ ও ৯।*
[১৫] *সূরা আল আহ্যাব : ৫৭।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

হাদীসে রাসূল (ﷺ)

আল্লাহ তা'আলার ৯৯টি নাম মুখস্থকারীর মর্যাদা

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (ﷺ) قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

সরল অনুবাদ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। তবে সত্তাগতভাবে তিনি একক। যারা তার নিরানব্বইট নাম মুখস্থ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৬]

রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নামের ব্যাপারে অনেক অভিমত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল 'আব্দুশ্ শামস বা আবদে 'উমার। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় 'আব্দুর রহমান। তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের সুলায়ম ইবনু ফাহাম বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সাখর এবং মাতার নাম উম্মিয়া বিনতু সফীহ মতান্তরে মায়মুনাহ্।

আবূ হুরাইরাহ্ নামে নামকরণ : একদিন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জামার আস্তিনের নিচে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হন। বিড়ালছানাটি হঠাৎ সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ল। এ অবস্থা দেখে রাসূল (ﷺ) তাঁকে রসিকতা করে– 'হে বিড়ালের পিতা'! বলে সম্বোধন করলেন। এরপর থেকে তিনি আবূ হুরাইরাহ্ নামে খ্যাতি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরির মুহর্‌রম মাসে খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছরের মতো।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : ইসলাম গ্রহণের পর হতে তিনি ইসলামের সকল যুদ্ধে রাসূল (ﷺ)-এ সাথে অংশ গ্রহণ করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান : সাহাবীদের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৫৩৭৪টি মতান্তরে ৫৩৭৫টি। ইমাম বুখারীর মতে, আট শতাধিক রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসহাবে সুফ্‌ফা-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু : তিনি ৫৭ মতান্তরে ৫৮/৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাকে বাক্বী'উল গারক্বাদ কবরস্থানে দাফন করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ৯৯টি মহান নাম, যা আসমাউল হুসনা নামে পরিচিত, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই নামগুলো কেবলমাত্র মহান আল্লাহর পরিচয় বহন করে না; বরং এগুলো আমাদের বিশ্বাস, আত্মশুদ্ধি এবং দু'আর গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আল-আসমাউল হুসনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এ নামগুলো তাঁর পরিচয় ও ক্ষমতার প্রকাশ ঘটায়। এ নামগুলোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তা'আলার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জানতে পারি। ফলে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করতে সহজ হয়। এ নামগুলোর দ্বারা আমরা আল্লাহ তা'আলাকে ডাকতে পারি। এসব নামে ডাকলে তিনি খুশি হন। এসব নাম ধরে আমরা মোনাজাত করতে পারি। তিনি স্বয়ং বলেছেন–

﴿وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَ ذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

অর্থ : "আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সে সকল নামেই ডাকবে, যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেয়া হবে।"[১৭]

আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহ আমাদের উত্তম চরিত্রবান হতে অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহ তা'আলার এসব গুণ অর্জনের জন্য মানুষ তার জীবনে চর্চা করলে সে সচ্চরিত্রবান হয়। সমাজে নৈতিক ও মানবিক

---

* *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[১৬] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*

[১৭] *সূরা আল আ'রাফ : ১৮০।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। নবী মুহাম্মদ (ﷺ) আলোচ্য হাদীসেই বলেছেন, যে মহান আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর নাম মুখস্থ করা এবং তা হৃদয়ে ধারণ করা শুধু ইহকালীন নয়; বরং পরকালীন সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি। আসুন, আমরা আল্লাহর ৯৯ নামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করি।

আসমাউল হুসনা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

আসমাউল হুসনার গুরুত্ব ইসলামী শিক্ষায় অপরিসীম। এটি শুধু নামের তালিকা নয়; বরং প্রতিটি নাম মহান আল্লাহর অনন্য বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন। মুসলমানরা যখন এই নামগুলো জানে, বিশ্বাস করে এবং সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করে, তখন তাদের ঈমান ও 'আমল পরিশুদ্ধ হয়। আসমাউল হুসনার গুরুত্ব কয়েকটি দিক থেকে বোঝা যায়,

মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে, প্রতিটি নাম মহান আল্লাহর গুণের পরিচায়ক। মহান আল্লাহর নামের মাধ্যমে আমরা তাঁকে ডাকতে পারি এবং আমাদের সমস্যার সমাধান চাইতে পারি।

আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র উন্নয়ন : মহান আল্লাহর নামগুলো জানার মাধ্যমে আমরা ন্যায়নিষ্ঠ হতে পারি, যেমন- আল-আদল (সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ) নামটি আমাদের ন্যায্যতা রক্ষার শিক্ষা দেয়।

দু'আ কবুলের মাধ্যম : যেমনটি আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি।

আল্লাহর নামগুলো অর্থসহ মুখস্থ করবে পূর্ণ ঈমান ও আনুগত্যের সাথে এবং আল্লাহর ওপর অটুট নির্ভরতার সাথে[১৮]। 'উসায়মীন বলেন, এর অর্থ হলো এগুলো মুখস্থ করা, মর্ম অনুধাবন করা, নামের উদ্দেশ্য বুঝে 'আমল করা এবং সে অনুযায়ী আল্লাহর নিকট দু'আ করা[১৯]।

মহান আল্লাহকে এমন নামে স্মরণ করতে হবে যা তাঁর উপযোগী। তাঁর মহান সত্তার সাথে এমন নাম সংযুক্ত না করা উচিত যা অর্থের দিক দিয়ে তাঁর অনুপযোগী এবং তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়। অথবা যে নামে তাঁর জন্য কোনো ত্রুটি, অমর্যাদা বা শির্কের চিহ্ন পাওয়া যায়। অথবা যাতে তাঁর সত্তা, গুণাবলী বা কার্যাবলী সম্পর্কে কোনো ভুল বিশ্বাস পাওয়া যায়। এজন্য কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিজের জন্য যেসব নাম ব্যবহার করেছেন অথবা অন্য ভাষায় এ নামগুলোর সঠিক অনুবাদ যে শব্দগুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো ব্যবহার করাই হবে সবচেয়ে বেশি সংরক্ষিত পদ্ধতি।

দুই. সৃষ্টির জন্য যেসব নাম নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো মহান আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা অথবা মহান আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত নামগুলো সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যাবে না। আর যদি এমন কিছু গুণবাচক নাম থাকে যেগুলো শুধু মহান আল্লাহর জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত না হয়ে থাকে; বরং বান্দার জন্যও সেগুলোর ব্যবহার বৈধ হয় যেমন রঊফ (পরম স্নেহশীল), রহীম (পরম করুণাময়), করীম (মেহেরবান), সামী (সবকিছু শ্রবণকারী), বাসীর (সর্বদ্রষ্টা) ইত্যাদি, তাহলে এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ- মহান আল্লাহর জন্য এ শব্দগুলো যেভাবে ব্যবহার করা হয় বান্দার জন্য ঠিক সেভাবে ব্যবহার করা যাবে না।

তিন. পরম শ্রদ্ধা ভক্তি ও মর্যাদাসহকারে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে। এমন কোনো পদ্ধতিতে বা এমন কোনো অবস্থায় মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা যাবে না, যা তাঁর প্রতি মর্যাদাবোধের পরিপন্থী। যেমন- হাসি-ঠাট্টা করতে করতে, মলমূত্র ত্যাগকালে অথবা কোনো গুনাহ করার সময় তাঁর নাম উচ্চারণ করা। অথবা এমন লোকদের সামনে তাঁর নাম উচ্চারণ করা যারা তা শুনে বেয়াদবি করতে থাকবে।

মহান আল্লাহর নাম কি ৯৯-এর মাঝে সীমাবদ্ধ?

এখন প্রশ্ন হলো যে, মহান আল্লাহর নাম কি ৯৯-এর মাঝেই সীমাবদ্ধ? এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম বাদরুদ্দীন আইনী (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেন :

মুহাল্লাব বলেন, এ দলের মত হলো– এ ৯৯টি নাম ছাড়া আল্লাহর আর কোনো নাম নেই। যদি থাকত, তাহলে ৯৯-এর মাঝে সীমাবদ্ধ করার কোনো অর্থ থাকে না।

আবার কারো মতে বৃদ্ধি করা জায়িয আছে। মহান আল্লাহর নাম সীমাবদ্ধ করা অসম্ভব। কারণ, মহান আল্লাহর প্রশংসা এবং মর্যাদার শেষ নেই।

কারো মতে, এ হাদীস ৯৯-এর মাঝে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। আর হাদীসের মর্ম এটা নয় যে, এ ৯৯ নাম ছাড়া মহান আল্লাহর আর কোনো নাম নেই। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো– যে এ নামগুলো মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ

---

[১৮] *ফাৎহুল বারী।*

[১৯] *মাজমূ' ফাতাওয়া- শায়খ সালেহ আল 'উসায়মীন, ১/১২৩।*

করবে। এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো– এগুলো মুখস্থ করার দ্বারা জান্নাতে যাওয়ার সংবাদ প্রদান করা। এগুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধ, এটি বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।

কারো মতে মহান আল্লাহর নাম যদিও ৯৯-এর বেশি, কিন্তু সবগুলোর মর্ম ৯৯-এর মাঝে চলে এসেছে। এজন্য ৯৯-এর মাঝে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।[২০]

মহান আল্লাহর নাম ৯৯-এর মাঝে সীমাবদ্ধ কি-না? এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি (রাহিমাহুল্লাহ) দু'টি মত উল্লেখ করেছেন। কারো মতে সীমাবদ্ধ হলেও অধিকাংশ ইমামদের মতে এ সংখ্যার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। ইবনু হাজার বলেন,

নামের সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে, নাম এ সংখ্যার মাঝে সীমাবদ্ধ না-কি এর চেয়ে বেশি? অধিকাংশ ইমামের মত হলো– ৯৯-এর মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। ইমাম নব্বী (রাহিমাহুল্লাহ) এ ব্যাপারে ইমামদের ঐকমত্য নকল করেছেন। তিনি বলেন,

এ হাদীসে মহান আল্লাহর নাম ৯৯-এর মাঝে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। এ হাদীসের এ অর্থ নয় যে ৯৯ নাম ছাড়া মহান আল্লাহর আর কোনো নাম নেই। এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো– যারা এগুলো মুখস্থ করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ হাদীসে উদ্দেশ্য হলো– এ কথা জানানো যে, এগুলো মুখস্থ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ৯৯-এর মাঝে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। এরপর তিনি এর পক্ষে ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।[২১]

আল-কুরআনে বর্ণিত মহান আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ– মহান আল্লাহর সু-উচ্চ সিফাতসমূহ সম্বলিত তাঁর 'আসমাউল হুসনা' বা সুন্দর নামগুলো আল-কুরআনে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। যার কিছু মহান আল্লাহর জাত সংক্রান্ত নাম, কিছু তার সৃষ্টির গুণনির্দেশক, কিছু কৃপা গুণনির্দেশক, কিছু তাঁর কুদরত ও যাবতীয় বিষয় পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ নির্দেশক।[২২] এভাবে আল-কুরআনে মহান আল্লাহর ৮১টি সুন্দর ও সুমহান নাম সন্নিবেশিত আছে। বাকি ১৮টি নাম সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। নিচে আল-কুরআনে বর্ণিত 'আসমাউল হুসনা' বা সুন্দর নামসমূহের অর্থ ও বাংলা উচ্চারণসহ তালিকা পেশ করা হলো–[২৩]

১. 'আল্লাহ' (اَللّٰهُ) আল্লাহ, এটা তাঁর জাতি নাম।

২. 'আল-আহাদ' (اَلْاَحَدُ) একক।

৩. 'আল-আলা' (اَلْاَعْلٰى) সুউচ্চ।

৪. 'আল-আকরাম, (اَلْاَكْرَمُ) অতি সম্মানিত।

৫. 'আল-ইলাহ' (اَلْاِلٰهُ) একমাত্র উপাস্য।

৬. 'আল-আউয়ালু' (اَلْاَوَّلُ) আদি।

৭. 'আল-আখিরু' (اَلْاٰخِرُ) অন্ত।

৮. 'আজ জাহিরু' (اَلظَّاهِرُ) প্রকাশমান।

৯. 'আল-বাতিনু' (اَلْبَاطِنُ) অপ্রকাশমান।

১০. 'আল-বারিউ' (اَلْبَارِئُ) উদ্ভাবক।

১১. 'আল-বাররু' (اَلْبَرُّ) কল্যাণকারী।

১২. 'আল-বাসীরু' (اَلْبَصِيْرُ) সর্বদ্রষ্টা।

১৩. 'আত্-তাওয়াবু (اَلتَّوَّابُ) তাওবাহ্ কবুলকারী।

১৪. 'আল জাব্বারু (اَلْجَبَّارُ) বাধ্যকারী।

১৫. 'আল-হাফিজু' (اَلْحَافِظُ) সংরক্ষণকারী।

১৬. 'আল-হাসীবু' (اَلْحَسِيْبُ) অধিক হিসাব গ্রহণকারী।

১৭. 'আল-হাফীজু' (اَلْحَفِيْظُ) অধিক রক্ষাকারী।

১৮. 'আল-হাফিয়্যু' (اَلْحَفِيُّ) অতীব দয়াশীল, এ নামটি সংযুক্তির বেলায় কিছুটা সন্দেহ রয়েছে। কেননা, এটা শুধুমাত্র ইব্রা-হীম (আলায়হিস সালাম)-এর জবানিতে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন।[২৪]

১৯. 'আল-হাক্কু' (اَلْحَقُّ) সত্য।

২০. 'আল-মুবীনু' (اَلْمُبِيْنُ) স্পষ্ট ব্যক্তকারী।

[২০] *উমদাতুল ক্বারী- ৩৩/১৬৮।*

[২১] *ফাতহুল বারী- ১১/২২০।*

[২২] *আস-সায়েদ সাবেক্ব (اَلْعَقِيْدَةُ الْاِسْلَامِيَّةُ) দারুল ফিকর বাইরুত/৩০।*

[২৩] *এই সুন্দর নামসমূহ শায়খ মুহাম্মদ আস-সালেহ আল-উসাইমীন প্রণীত (اَلْقَوَاعِدُ الْمُثْلٰى) গ্রন্থ অবলম্বনের সজ্জিত।*

[২৪] *দেখুন, সূরা মারইয়াম : ৪৭।*

২১. 'আল-হাকীমু' (اَلْحَكِيْمُ) বিজ্ঞ।

২২. 'আল-হালীমু' (اَلْحَلِيْمُ) অতি ধৈর্যসহিষ্ণু।

২৩. 'আল-হামীদু' (اَلْحَمِيْدُ) চির প্রশংসিত।

২৪. 'আল-হাইয়্যু' (اَلْحَيُّ) চিরঞ্জীব।

২৫. 'আল-কাইয়্যূম' (اَلْقَيُّوْمُ) সবকিছুর ধারক।

২৬. 'আল খাবীর' (اَلْخَبِيْرُ) সর্বজ্ঞ।

২৭. 'আল-খালিকু' (اَلْخَالِقُ) সৃষ্টিকর্তা।

২৮. 'আল-খাল্লাকু' (اَلْخَلَّاقُ) একক স্রষ্টা।

২৯. 'আর-রাঊফু' (اَلرَّؤُوْفُ) দয়াবান।

৩০. 'আর-রাহমানু' (اَلرَّحْمٰنُ) পরম করুণাময়।

৩১. 'আর-রাহীমু' (اَلرَّحِيْمُ) পরম দয়ালু।

৩২. 'আর-রাজ্জাকু' (اَلرَّزَّاقُ) অধিক রিয্কদাতা।

৩৩. 'আর-রাক্বীবু' (اَلرَّقِيْبُ) অধিক পর্যবেক্ষণকারী।

৩৪. 'আস-সালামু' (اَلسَّلَامُ) শান্তি।

৩৫. 'আস-সামী'উ' (اَلسَّمِيْعُ) সর্বশ্রোতা।

৩৬. 'আশ-শা-কিরু' (اَلشَّاكِرُ) প্রতিদানদাতা।

৩৭. 'আশ্-শাকূরু' (اَلشَّكُوْرُ) অধিক প্রতিদানদাতা।

৩৮. 'আশ-শাহীদু' (اَلشَّهِيْدُ) সবকিছু প্রত্যক্ষকারী।

৩৯. 'আস-সমাদু' (اَلصَّمَدُ) অমুখাপেক্ষী।

৪০. 'আল-আলীমু' (اَلْعَلِيْمُ) জ্ঞানী।

৪১. 'আল-আজীজ' (اَلْعَزِيْزُ) পরাক্রমশালী।

৪২. 'আল-আজীমু' (اَلْعَظِيْمُ) মহান।

৪৩. 'আল-আফুয়্যু' (اَلْعَفُوُّ) ক্ষমাকারী।

৪৪. 'আল-আলীমু' (اَلْعَلِيْمُ) সর্বজ্ঞ।

৪৫. 'আল-আলিয়্যু' (اَلْعَلِيُّ) সর্বোচ্চ।

৪৬. 'আল-গাফফারু' (اَلْغَفَّارُ) বারবার ক্ষমাকারী।

৪৭. 'আল-গাফূরু' (اَلْغَفُوْرُ) অধিক ক্ষমাশীল।

৪৮. 'আল-গানিয়্যু' (اَلْغَنِيُّ) ধনী।

৪৯. 'আল-ফাত্তাহু' (اَلْفَتَّاحُ) উন্মুক্তকারী।

৫০. 'আল-কাদিরু' (اَلْقَادِرُ) ক্ষমতাশীল।

৫১. 'আল-কাহিরু' (اَلْقَاهِرُ) প্রতাপান্বিত।

৫২. 'আল-কুদ্দূস' (اَلْقُدُّوْسُ) পবিত্র।

৫৩. 'আল-কাদীরু' (اَلْقَدِيْرُ) অধিক ক্ষমতাশীল।

৫৪. 'আল-ক্বারীবু' (اَلْقَرِيْبُ) অধিক নিকটবর্তী।

৫৫. 'আল-কাভিয়্যু' (اَلْقَوِيُّ) শক্তিশালী।

৫৬. 'আল-কাহহারু' (اَلْقَهَّارُ) অধিক প্রতাপান্বিত।

৫৭. 'আল-কাবীরু' (اَلْكَبِيْرُ) বিশাল।

৫৮. 'আল-কারিমু' (اَلْكَرِيْمُ) দয়ালু।

৫৯. 'আল-লাতীফু' (اَللَّطِيْفُ) সূক্ষ্মদ্রষ্টা।

৬০. 'আল-মু'মিনু' (اَلْمُؤْمِنُ) নিরাপত্তা দানকারী।

৬১. 'আল-মুতা'আলী' (اَلْمُتَعَالِيْ) সর্বোচ্চ।

৬২. 'আল-মুতাকাব্বীরু' (اَلْمُتَكَبِّرُ) গর্বকারী।

৬৩. 'আল-মাতীনু' (اَلْمَتِيْنُ) মজবুত।

৬৪. 'আল-মুজীবু' (اَلْمُجِيْبُ) প্রার্থনা শ্রবণকারী।

৬৫. 'আল-মাজীদু' (اَلْمَجِيْدُ) মর্যাদাশীল।

৬৬. 'আল-মুহীতু (اَلْمُحِيْطُ) বেষ্টনকারী।

৬৭. 'আল-মুসাওভিরু' (اَلْمُصَوِّرُ) আকৃতিদানকারী।

৬৮. 'আল-মুক্বতাদিরু' (اَلْمُقْتَدِرُ) বিজয়ী।

৬৯. 'আল-মুক্বীতু (اَلْمُقِيْطُ) প্রতাপশালী।

৭০. 'আল-মুলকু' (اَلْمُلْكُ) মালিক বা প্রভু।

৭১. 'আল-মালীকু' (اَلْمَلِيْكُ) রাজাধিরাজ।

৭২. 'আল-মাওলা' (اَلْمَوْلٰى) অভিভাবক।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

৭৩. ‘আল-মুহাইমিনু’ (اَلْمُهَيْمِنُ) প্রভাব বিস্তারকারী।

৭৪. ‘আন নাসীরু’ (اَلنَّصِيْرُ) অধিক সাহায্যকারী।

৭৫. ‘আল-ওয়াহিদু’ (اَلْوَاحِدُ) একক।

৭৬. ‘আল-ওয়ারিসু’ (اَلْوَارِثُ) উত্তরাধিকার দানকারী।

৭৭. ‘আল-ওয়াসিউ’ (اَلْوَاسِعُ) প্রশস্ত।

৭৮. ‘আল-ওয়াদূদু’ (اَلْوَدُوْدُ) পরম বন্ধু।

৭৯. ‘আল-ওয়াকীলু’ (اَلْوَكِيْلُ) তত্ত্বাবধায়ক।

৮০. ‘আল-ওয়ালিয়্যু’ (اَلْوَلِيُّ) অভিভাবক।

৮১. ‘আল-ওয়াহহাবু’ (اَلْوَهَّابُ) অধিক দানকারী।

হাদীসে বর্ণিত মহান আল্লাহর নামসমূহ– মহান আল্লাহর বাকি ১৮টি গুণবাচক নাম বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে। নিচে এর তালিকা দেয়া হলো–

৮২. ‘আল-জামীলু’ (اَلْجَمِيْلُ) সুন্দর।[২৫]

৮৩. ‘আল-জাওয়াদু’ (اَلْجَوَّادُ) অধিক বদান্য।[২৬]

৮৪. ‘আল-হাকামু’ (اَلْحَكَمُ) বিজ্ঞ।[২৭]

(এ নামসমূহ নির্ধারণে ‘আলিমগণের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। বিস্তারিত জানতে হলে হাফিয ইবনু হাজার প্রণীত ‘ফাতহুল বারী’ ১১/২১৮-২২৮ পৃ. দেখুন)

৮৫. ‘আল-হাইয়্যু’ (اَلْحَيُّ) চিরঞ্জীব।[২৮]

৮৬. ‘আর-রাব্বু’ (اَلرَّبُّ) প্রতিপালক।[২৯]

৮৭. ‘আর-রাফীকু’ (اَلرَّفِيْقُ) কোমলকারী।[৩০]

৮৮. ‘আস-সুব্বূহু’ (اَلسُّبُّوْحُ) সকল দোষমুক্ত।[৩১]

৮৯. ‘আস-সাইয়্যিদু’ (اَلسَّيِّدُ) একচ্ছত্র বুযুর্গ বা মর্যাদাবান।[৩২]

৯০. ‘আশ-শাফিয়্যু’ (اَلشَّافِيُّ) শেফা বা রোগ মুক্তিদানকারী।[৩৩]

৯১. ‘আত্ব-তায়্যিবু’ (اَلطَّيِّبُ) পবিত্র।[৩৪]

৯২. ‘আল-কাবিজু’ (اَلْقَابِضُ) সংকোচনকারী।[৩৫]

৯৩. ‘আল-বাসিতু’ (اَلْبَاسِطُ) প্রসারকারী।[৩৬]

৯৪. ‘আল-মুকাদ্দিমু’ (اَلْمُقَدِّمُ) অগ্রসরকারী।[৩৭]

৯৫. ‘আল-মুআখখিরু’ (اَلْمُؤَخِّرُ) পশ্চাতকারী।[৩৮]

৯৬. ‘আল-মুহসিনু’ (اَلْمُحْسِنُ) ইহসান বা বদলাদানকারী।[৩৯]

৯৭. ‘আল-মুতি’ (اَلْمُعْطِيْ) দানকারী।[৪০]

৯৮. ‘আল-মান্নানু’ (اَلْمَنَّانُ) অধিক দাতা।[৪১]

৯৯. ‘আল-বিতরু’ (اَلْوِتْرُ) বেজোড়-একক।[৪২]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, যে যদি কেউ আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীনের এই ৯৯টি নাম মুখস্থ রাখে এবং এর তাৎপর্য অনুধাবন করে সে জান্নাতে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে এ নামগুলো মুখস্থ করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

---

২৫ *সহীহ মুসলিম (كِتَابُ الْاِيْمَانِ)- হা. ৯১।*
২৬ *ইবনু আসাকির, সহীহুল জামে‘আ লিল আলবানী- ১৭৯৬।*
২৭ *আবূ দাঊদ; আন্ নাসায়ী; বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদ (সহীহ) ইরওয়াউল গালিল লিল আলবানী : হা. ১৭৫৩।*
২৮ *সুনান আবূ দাঊদ; জামে‘ আত্ তিরমিযী; সুনান ইবনু মাজাহ্; হাকিম; সহীহুল জামে‘ আ লিল আলবানী : হা. ২৬১৫।*
২৯ *জামে‘ আত্ তিরমিযী : হা. ৩৫৭৯ হাকিম একে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। মুসলিমের অপর বর্ণনায়ও এ নাম রয়েছে। সহীহ মুসলিম- হা. ২০৭ (৪৭৯)।*
৩০ *মুসলিম- দয়া বা কোমলতার ফজিলত অনুচ্ছেদ : ৭৭/২৫৯৩।*
৩১ *মুসলিম রুকূ‘ ও সিজদায় যা বলা হবে-অনুচ্ছেদ : ২২৩/৪৮৭।*
৩২ *মুসনাদে আহমাদ; সুনান আবূ দাঊদ; সহীহুল জামে‘আ লিল-আলবানী’ : হা. ৩৫৯৪।*
৩৩ *বুখারী- নবীর ঝাড়ফুঁক অনুচ্ছেদ : ৫৭৪২, সহীহ মুসলিম- রোগীকে ফুঁক দেয়া মুস্তাহাব অনুচ্ছেদ : ৪৬ (২১৯১)।*
৩৪ *সহীহ মুসলিম- হা. ৬৫ (১০১৫)।*
৩৫ *সুনান আবূ দাঊদ; জামে‘ আত্ তিরমিযী; সুনান ইবনু মাজাহ্; আদ্ দারেমি; মুসনাদ আহমাদ- ৩/১৫৬।*
৩৬ *প্রাগুক্ত (اَلْقَابِضُ وَالْبَاسِطُ) -নামদ্বয় একই হাদীসে বর্ণিত।*
৩৭ *মুসলিম- রাতের সালাত ও ক্বিয়ামের দু‘আ অনুচ্ছেদ : ২০১ (৭৭১) সহীহুল বুখারী, ফাতহুল বারি, ৩য় খণ্ড : ১১২০।*
৩৮ *প্রাগুক্ত (اَلْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ) নামদ্বয় একই হাদীসে বর্ণিত।*
৩৯ *ত্বাবারানি, মুসান্নাফ, আব্দুর রাজ্জাক, আল-কামেল, লি ইবনে আদি, সহীহুল জামেআ আস-সাগীর লিল, আলবানী : ১৮১৯।*
৪০ *সহীহুল বুখারী- ফাতহুল বারী, ৬/২৫০-২৫১ : ৩১১৬।*
৪১ *আত্ তিরমিযী; সুনান ইবনু মাজাহ্; সুনান আন্ নাসায়ী; হাকিম; সুনান আবূ দাঊদ (দু‘আ অধ্যায়) হা. ১৪৯২।*
৪২ *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪১০; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৭৭।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

প্রবন্ধ

গাজাবাসীর আর্তনাদ যেন সভ্যতার ভ্রূকুটি

-আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

আধুনিক সমাজে সভ্যতা একটা বহুল পরিচিত শব্দবিশেষ। বেঁচে থাকা বা বিকশিত হওয়ার চমৎকার মাধ্যম। সৃষ্টি ও বিতরণের মাঝেই কিন্তু সভ্যতার মাহাত্ম্য নিহিত। ওইসব ভাবনার আলোকে সভ্যতার বিস্তারিত সংজ্ঞা হলো- কোনো জটিল সমাজব্যবস্থা যা নগরায়ণ, সামাজিক স্তরবিন্যাস, প্রতীকী যোগাযোগ প্রণালী, উপলব্ধ স্বতন্ত্র পরিচয় এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণের মতো গুণাবলী বিশেষ। সভ্যতা সম্পর্কে এই যদি পণ্ডিতদের অভিমত হয়- তাহলে আমরা কোথায় আছি?

মাত্র ৩২০ বর্গকিলোমিটারের গাজা আজ যেন সভ্য দুনিয়ার ভ্রূকুটি। ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত স্বশাসিত এই ফিলিস্তিন অঞ্চলটি আজ করুণদশায় নিপতিত। আটটি শরণার্থী শিবির ও এগারোটি গ্রাম নিয়ে গাজা। এ যাবৎকালের নির্মম নিপীড়নের আকরভূমি যেন গাজা। বিশ্वবিবেক আজ বাকরুদ্ধ! কেন? বহমান সভ্যতার দাবিদার মানুষ কি এর জবাব দিতে পারবে?

সবচেয়ে পুরাতন ও বহুলপঠিত ও প্রচারিত ডন পত্রিকা সূত্রে জানা যায়- ক্ষুধার্থ শিশু-কিশোরেরা লাইন ধরে ত্রাণসামগ্রী নেয়ার সময় গুলিতে প্রাণ হারায়। সে সংখ্যা শিহরণ জাগানো। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এমনিভাবে লাইন করে গুলি করা হতো। সম্প্রতি পত্রিকাসূত্রে অবগত হয়েছি যে, ভারত সরকার রোহিঙ্গাদের আন্দামান সাগরে নিক্ষেপ করেছে। সভ্যতার যুগে এমনিতরো মর্মন্তুদ ও হৃদয়বিদারক ঘটনার সাক্ষী হতে হচ্ছে।

সভ্যতার নিহিতার্থ উদ্ঘাটনে আমরা কতিপয় পরিভাষা (terminology) লক্ষ্য করছি। তন্মধ্যে দু'টো হলো অতীব প্রণিধানযোগ্য। তা হলো সামাজিক স্তরবিন্যাস ও স্বতন্ত্র পরিচয়। শব্দ দু'টি ঘটমান বিষয়সমূহের সাথে দারুণভাবে সাংঘর্ষিক। তাতে ঠাহর করা সুকঠিন যে, আমরা কি আদৌ সভ্য! রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এ যেন পুতিন-জেলোনস্কির লুকোচুরি খেলা (hide and seekgame) নিজ রাষ্ট্রে নিরাপত্তা কিংবা কল্যাণের স্বার্থে যে কোনো রাষ্ট্র যে কোনো রাষ্ট্র কিংবা জোটের স্বার্থে সঙ্গ দিতেই পারে। জোটবদ্ধ হয়ে অধিকতর শক্তি সঞ্চিত হলে আক্রান্ত হতে পারে- এই পূর্বধারণা অমূলক। মহান শান্তির ধর্ম ইসলাম বলছে- 'তোমরা অনুমানমূলক ধারণা করো না'।

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! 'বিচার করলে করো, কিন্তু তালগাছটা আমার' -এই ধারণায় হাবুডুবু খাচ্ছে তথাকথিত সভ্যতার ধ্বজাধারী রাষ্ট্রসমূহ। ছোট একটা দেশ, অনুমতি নিয়ে বসবাস যে জাতির; আজ তারাই মালিক-মোখতার। পশ্চিমা বিশ্বের নগ্ন হস্তক্ষেপ ও সহযোগিতায় বেড়ে ওঠা সভ্যতার কলঙ্ক ইস্‌রা-ঈল তো পারমাণবিক বোমার অধিকারী। ইস্‌রা-ঈলের স্টকপাইল পত্রিকার হিসাব মতে, দেশটির হাতে ৮০ থেকে ৪০০টি পারমাণবিক বিস্ফোরক মুখ (ওয়ারহেড) রয়েছে।

একটি গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইস্‌রা-ঈল পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের ইতিহাসে বিশ্বের ষষ্ঠ দেশ। ইস্‌রা-ঈল পারমাণবিক অস্ত্র অপসারণ (এনপিটি) চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক চাপকে উপেক্ষা করে চলেছে এবং বলছে যে, 'এটি তাদের জাতীয় সুরক্ষা স্বার্থের পরিপন্থী'। তাহলে ইরানের কেন নয়? প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক পারস্য সভ্যতা যুগযুগ ধরে পৃথিবীর কল্যাণে কাজ করে আসছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় তাদের 'বায়তুল হিকমা' সমকালীন বিশ্বকে তাক লাগিয়েছে। বায়তুল হিকমা বিশ্বে জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণিবিদ্যা, ভূগোল ও মানচিত্রঙ্কন বিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানচর্চার অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থান হয়ে উঠে।

পর্বতসম জ্ঞানভাণ্ডারের স্রষ্টা ও রচয়িতাগণ তাদের নিজ দেশের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবেন না?

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। **পরিচালক,** এশিয়ান ইন্সটিটিউট। **ভাইস প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দি স্টাডি অব কালচার এন্ড রিলিজিয়ন।

মধ্যপ্রাচ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও বিশ্বের ১৭তম বৃহত্তম দেশ ইরান তো মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। সম্প্রতি ইস্রা-ঈল-ইরান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তো একটা অন্যায় সমর হিসেবে অভিহিত করা যায়; আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে কালক্ষেপণ চরম বিশ্বাসঘাতকতা। বিশ্ব বেহায়া ট্রাম্প ভাবনা-চিন্তার আড়ালে ইস্রা-ঈলকে প্রস্তুতির সুযোগ দেয়। ইরানের যুদ্ধ কৌশলের কাছে হার মানে ও ইস্রা-ঈল মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। অগত্যায় যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা দেয়, যা ছিল অনভিপ্রেত। খালিদ ইবনু ওয়ালিদের সেনাপতি যখন পিরেনিজ পর্বতমালা অতিক্রম করতে চলেছে তখন ফিরে আসার হুকুম অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে যুদ্ধবিরতি না হলে আমাদের ধারণা অত্যল্প সময়ের মধ্যে ইস্রা-ঈল উচিৎ শিক্ষার মুখোমুখি হতো।

কুরআনুল কারীমে পাওয়া যায়, বিধর্মী তোমাদের বন্ধু হতে পারে না। তাদেরকে বিশ্বাস করা কিংবা সখ্যতা অর্জনসমূহ ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। পৌত্তলিক অধ্যুষিত ভারতের সাথে ইরানের মাখামাখি একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়েছে। ইরানের জেনারেলদের হত্যাযজ্ঞ নানা বিপর্যয়ের কারণ ছিল গোপনীয়তা সুরক্ষিত না হওয়া। ইরানে বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত ভারতীয়রা ইস্রা-ঈলের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তিতে জড়িত ছিল। এটি প্রমাণিত হওয়ায় অনেককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

আমরা ইতঃপূর্বে বলেছি, মুশরিকরা কখনো মুসলমানের মিত্র হতে পারে না। ইরানকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে ব্যস্ত রেখে ইস্রা-ঈল ভোররাতে ইরানের সামরিক ও পারমাণবিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায়। পুরানো বন্ধু হয়ে ভারত চানক্যনীতি অনুসরণ করে প্রকারান্তে ইস্রা-ঈল ও ট্রাম্পের পক্ষভুক্ত হয়ে পড়ে। একটি সংবাদ সূত্রে জানা যায় যে, ওই আক্রমণের ঘটনায় গ্লোবাল সাউথের বড়দেশগুলো ইস্রা-ঈলের নিন্দা জানালেও ভারত তা থেকে বিরত থেকেছে। তারা সরাসরি ইস্রা-ঈলের নিন্দাটুকু জানাতে রাজি নয়। গাজায় নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি নিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এক প্রস্তাবে ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকে ভারত। নরেন্দ্র মোদি সরকার যেভাবে ইস্রা-ঈলের সমর্থন জানাচ্ছেন তাতে বুঝা যায়– এক সময় ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থক ভারত আর বিজেপির ভারত সম্পূর্ণ আলাদা।

অধুনা নেতানিয়াহু ও মোদির বন্ধুত্বের রসায়ন বড়ই মধুর। মুসলিম নিধন ও নির্যাতনের রোডম্যাপ যেন দারুণভাবে সমন্বিত। ভারতে মুসলমানদের সহস্রাধিক স্থাপনা গুঁড়িয়েছে ভারত। আবার শত শত বাংলাভাষী মুসলিমকে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছে ভারত। কোনো প্রকার আইনী প্রক্রিয়া ছাড়াই বাংলাদেশে পুশ-ইন মানবতাবিরোধী অপরাধের শামিল। পুশ-ইন হওয়া ব্যক্তিদের অনেকেই ভারতীয় নাগরিক। ধর্ম আর ভাষা যদি নির্যাতনের সূত্র হয় তবে সভ্যতা কোথায় গেল? নিউইয়র্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর প্রতিবেদনে ওই সকল তথ্য পাওয়া যায়। ওয়াকফ আইন চাপিয়ে দিয়ে কলমের খোঁচাতে সাইফ খান পরিবারের ১৫ হাজার কোটি টাকা লুটে নিয়েছে মোদিজী। ঐতিহ্যবাহী পতৌদি পরিবারের উত্তরপুরুষ সাইফ খানের মা শার্মিলা ঠাকুর। স্ত্রী কারিনা কাপুর খাঁন। সেও হিন্দু। তাতে কী? নাম যে সাইফ, মানে তরবারি। তারা কোনোভাবেই ইসলাম মানতে পারছে না। ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধও নেই। নজরুল ইসলাম বলেছেন, যারা ধর্ম নিয়ে কলহ করে তারা ধর্মের মর্মই বুঝে না। দিগম্বর পন্থার হিন্দু যোগীরা বুঝবেন বা কেমন করে?

সভ্যতা বিধ্বংসী অমানবিক আচরণ ভুলবার নয়। ২০২৩ সালে ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় নির্বিচার হামলায় বিশ্ববিবেক হতবাক। ৬৬২ দিনে নিহত হয়েছে ৬০ হাজার ৩৪ জন। সে হিসাবে প্রতিদিন ৯০ জনকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। আহত হয়েছে প্রায় দেড় লাখ। খাবার অভাবে অনাহারে মৃত্যু হয়েছে ১৪৭ জন। এর মধ্যে ৮৮ জনই শিশু। গাজার ২১ লাখ জনসংখ্যার মাঝে এত বিপুলসংখ্যক লোকের প্রাণহানি হৃদয়বিদারক ঘটনা।

গাজায় খাবার সংকটের সবচাইতে ভুক্তভোগী শিশুরা। উপত্যকাটির জনসংযোগ কার্যালয় হতে জানানো হয়েছে যে, আসন্ন মৃত্যুর ঝুঁকিতে আছে দুই বছরের কম বয়সী ১০ লাখের বেশি শিশু। চরম দুর্দশায় রয়েছেন গাজার মায়েরাও। অপুষ্টির কারণে শিশুদের বুকের দুধ খাওয়াতে পারছেন না তাঁরা। গত ২৯ জুলাই প্রথম আলোয় পাওয়া যায়– জনৈক জয়নবের দুঃখগাঁথা। তিনি বলেন, এই অনাহারের মধ্যেই আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ি। যখন সন্তানের জন্ম দিই, তখনও অনাহারে ছিলাম। গত ৯ মাসে একটি ডিমও খেয়েছি কি-না, মনে পড়ে না...। ক্ষুধার জ্বালায় গাজাবাসী অস্থির। সভ্যতার ধ্বজাধারী রাষ্ট্র ও মানুষ দেখুক, সভ্যতার ভ্রুকুটি! যা চরম অসম্মানজনক অধ্যায়ের অবতারণা। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

চিকিৎসাশাস্ত্র ও চিকিৎসকের মর্যাদা

–আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী★

চিকিৎসাশাস্ত্র মানবকল্যাণের একটি শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ শাখা। মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। এই বিদ্যা শুধু জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমন্বয়ে গঠিত নয়; বরং এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক বিশেষ রহমত। এজন্যই ইসলামী সভ্যতায় চিকিৎসা বিদ্যা ও চিকিৎসক –উভয়েরই রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও বিশেষ আসন।

চিকিৎসাশাস্ত্রের ইসলামী গুরুত্ব

ইমাম শাফি‘য়ী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ : عِلْمُ الدِّيْنِ وَعِلْمُ الطِّبِّ.

“বিদ্যা দু’টি– একটি হলো দ্বীনের জ্ঞান, অপরটি চিকিৎসা বিদ্যা।”[৪৩]

তিনি আরো বলেন : “হালাল ও হারাম পরবর্তী সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান চিকিৎসা বিদ্যা।”

এটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম শুধু আখিরাত নয়; বরং দুনিয়ার কল্যাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষাতেও অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে।

আল-কুরআনে চিকিৎসা ও আরোগ্য

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ﴾

“আমি অসুস্থ হলে তিনিই (আল্লাহ) আমাকে আরোগ্য দান করেন।”[৪৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾

“এর (মধুর) মধ্যে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য।”[৪৫]

অর্থাৎ- চিকিৎসা ও আরোগ্যের উৎস মহান আল্লাহরই পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর চিকিৎসক হলেন এক মহান দায়িত্বশীল মাধ্যম।

হাদীসে চিকিৎসা বিদ্যার মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْهَرَمَ.

“হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো, কারণ আল্লাহ কোনো রোগ দেননি যার জন্য তিনি চিকিৎসা নির্ধারণ করেননি, ব্যতিক্রম শুধু বার্ধক্য।”[৪৬]

এ হাদীস চিকিৎসা গ্রহণকে একটি নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে তুলে ধরে।

চিকিৎসকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

একজন চিকিৎসক শুধু পেশাজীবী নন, তিনি একজন মানবসেবীও। রোগীর প্রতি তার উচিত–

- কোমলতা ও সহানুভূতি;
- ধৈর্য ও সহনশীলতা;
- গোপনীয়তা রক্ষা;
- সাহস দেওয়া ও আশাবাদী করে তোলা;
- আরোগ্য নিয়ে অতিরিক্ত ভীতি না দেখানো।

রাসূল (ﷺ) বলেন :

مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ.

“যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হবে না।”[৪৭]

তাই একজন প্রকৃত চিকিৎসক রোগীকে মানসিক সান্ত্বনা দেন, যেন তার চিকিৎসা দ্রুত সুফল বয়ে আনে।

ভুয়া ডাক্তার ও অনৈতিক চিকিৎসা সম্পর্কে সতর্কতা

রাসূল (ﷺ) বলেন,

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْرَفُ مِنْهُ الطِّبَّ فَهُوَ ضَامِنٌ.

“যে ব্যক্তি চিকিৎসা শুরু করল অথচ সে চিকিৎসক নয়, তাহলে (ক্ষতি হলে) সে দায়ী থাকবে।”[৪৮]

★ সভাপতি, উত্তরা এলাকা জঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা।

[৪৩] *সিয়ারু ‘আলামীন নুবালা- ১০/৫২।*

[৪৪] *সূরা আশ্ শু‘আরা : ৮০।*

[৪৫] *সূরা আন্ নাহ্‌ল : ৬৯।*

[৪৬] *আত্ তিরমিযী- হা. ২০৩৮; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩৮৫৫।*

[৪৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৩১৯।*

[৪৮] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৫৮৬।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

ইমাম খাত্তাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : "এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, ভুয়া চিকিৎসকের দ্বারা মৃত্যু হলে সে দায়ী হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।"

অতএব, অজ্ঞ ও অপেশাদারদের দ্বারা চিকিৎসা করানো হারাম এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

চিকিৎসায় ব্যবসায়িক মনোভাবের নিষিদ্ধতা

হাদীসে এসেছে– مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

"যে আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৪৯]

☜ সস্তা ও কার্যকর ঔষধ থাকার পরেও রোগীকে দামি ঔষধ দেওয়া,

☜ অপ্রয়োজনীয় টেস্ট ও চেকআপ নির্ধারণ করা,

☜ কোম্পানির কমিশনের আশায় প্রেসক্রিপশন দেওয়া –সবই এক ধরনের প্রতারণা।

এগুলো রোগীর সঙ্গে অন্যায় এবং মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির কারণ হবে।

কবিরাজ, তাবিজওয়ালা ও গণকদের প্রতারণা

রাসূল (ﷺ) বলেন,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

"যে গণক বা জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে তার কথায় বিশ্বাস করে, সে যেন মুহাম্মদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তা অস্বীকার করল।"[৫০]

এ কারণে মুসলমানদের উচিত–

☜ ভুয়া তাবিজ-কবচে বিশ্বাস না করা,

☜ অনলাইনভিত্তিক অজ্ঞ প্রেসক্রিপশন থেকে দূরে থাকা,

☜ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া।

চিকিৎসকের আন্তরিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি

একজন প্রকৃত চিকিৎসকের উচিত–

☜ রোগীর সম্মান ও গোপনীয়তা রক্ষা করা;

☜ তাড়াহুড়া না করে যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া;

☜ সন্দেহভাজন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করা;

☜ রোগীর উপকারে যা প্রয়োজন তাই নির্ধারণ করা।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন : "রাসূল (ﷺ) এক রোগীকে দেখতে গিয়েছিলেন, যিনি দুঃখে আল্লাহর কাছে দুনিয়ার 'আযাব চেয়ে বসেছিলেন। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন : 'তুমি কেন এই দু'আ করো না'–

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.[৫১]

এই দু'আ একজন রোগীর জন্য সর্বোত্তম আবেদন।

উপসংহার

চিকিৎসাশাস্ত্র হলো মানুষের জান রক্ষা ও কল্যাণের এক মহৎ মাধ্যম। চিকিৎসকদের প্রতি সম্মান জানানো, তাদের পরিশ্রমের স্বীকৃতি দেওয়া এবং এই মহান পেশাকে অপব্যবহার থেকে রক্ষা করা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব।

আমাদের উচিত শরীয়তসম্মত চিকিৎসা গ্রহণ করা, ভুয়া ও প্রতারকদের চিহ্নিত করে সতর্ক থাকা এবং সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা। ☒

আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল শহীদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মাসআলা কুরআন ও হাদীস থেকে সাব্যস্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান কোনো মুজতাহিদ বা ইমামের অনুসরণ করতে পারে, কিন্তু তাকে (এ অবস্থায়) প্রকৃত সমাধান লাভের প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে, তাকলীদের ওপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে বসে থাকলে চলবে না। অতঃপর যদি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সে মাসআলায় মুজতাহিদ বা ইমামের অভিমতবিরোধী সাব্যস্ত হয় তবে তাকলীদ করা হারাম হবে এবং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী 'আমল করা ফরয হয়ে পড়বে। আর তাকলীদ হলো কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই কারো কথা মেনে নেয়া এবং এই কথার পেছনে যুক্তি ও দলিল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করা। *[তাকভিয়াতুল ঈমান]*

[৪৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ১০১।*

[৫০] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ৯৭৫২; হাকিম- সহীহ।*

[৫১] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৮৮।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

‘ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর জন্ম আল্লাহর অপরিসীম ক্ষমতার একটি বহিঃপ্রকাশ

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

‘ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) ছিলেন বানী ইস্‌রা-ঈল বংশের সর্বশেষ নবী ও কিতাবপ্রাপ্ত রাসূল। তাঁর ওপরই “ইঞ্জীল” কিতাব নাযিল হয়েছিল। তারপর থেকে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত আর কোনো নবী আগমন করেননি। তাই এই সময়টাকে “নবী-রাসূল আগমনের বিরতিকাল” বলা হয়। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কিছুকাল পূর্বে ‘ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) মহান আল্লাহর হুকুমে পুনরায় এ পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং বিশ্বনবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর শরীয়ত অনুসরণে ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সমগ্র বিশ্বে শান্তির রাজ্য কায়েম করবেন। উল্লেখ্য যে, মূসা (আলায়হিস্ সালাম) অনুসারী হওয়ার দাবিদার ইয়াহূদীরা তাঁকে নবী বলেই স্বীকার করেননি। অন্যদিকে ‘ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর ভক্ত ও অনুসারী হওয়ার দাবিদার খ্রিষ্টানরা বেশি বাড়াবাড়ি করে তাঁকে “মহান আল্লাহর পুত্র”ও বলেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ أَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ﴾

“ইয়াহূদীরা বলে– উযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে– মাসীহ্ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা মাত্র (বাস্তবে তা কিছুই নয়), তারা তো তাদের মতোই কথা বলছে যারা তাদের পূর্বে কাফির হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! তারা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে!”[৫২]

আবার ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টানরা তাঁকে সরাসরি “আল্লাহ” সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا إِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا إِلٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾

“নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে– ‘আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ- তিন মা‘বূদের) এক’, অথচ ‘ইবাদত পাবার যোগ্য এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই নেই; আর যদি তারা স্বীয় উক্তিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয় তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফ্‌রীতে অটল থাকবে তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।”[৫৩]

অবশ্য এসব ধারণা পোষণকারীদের আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনুল মাজিদ-এ সরাসরি ‘কাফির’ বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন-

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَ قَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّاۤ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَ اِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾

“নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়েছে যারা বলে– মসীহ ইবনু মারইয়ামই আল্লাহ। অথচ মসীহ্ নিজেই বলেছিল– হে বানী ইস্‌রা-ঈল! তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদত করো! যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রাব্ব; নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশী স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম এবং এরূপ অত্যাচারীদের জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে– ‘আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ- তিন মা‘বূদের) এক’, অথচ ‘ইবাদত পাবার যোগ্য এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই নেই; আর যদি তারা স্বীয় উক্তিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয় তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফ্‌রীতে অটল থাকবে তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।”[৫৪]

****সহকারী অধ্যাপক**, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও **খতীব**, মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

[৫২] সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৩০।

[৫৩] সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৭৩।

[৫৪] সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৭২-৭৩।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

পবিত্র কুরআনুল মাজিদ-এ ‘ঈসা (আলায়হিস সালাম) সম্পর্কে মোট **১৫**টি সূরায় **৯৮**টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তাঁর জন্ম এবং নবুওয়াত লাভ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

‘ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর মা এবং নানী : ‘ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর সম্পর্কে কোনো কিছু আলোচনা করতে গেলেই প্রথমেই তাঁর মা এবং নানীর আলোচনা আগেই করতে হবে। কারণ তাঁদের ঘটনাবলীর সাথে ‘ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর জীবনের সাথে গভীর যোগসূত্র রয়েছে। ‘ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর মায়ের নাম- মারইয়াম (আলায়হিস সালাম)। নানার নাম ‘ইমরান, নানীর নাম হান্না বিনতু ফাকুজ। দেখুন : পূর্ববর্তী নবীদের শরিয়তে সন্তান উৎসর্গ করার রিওয়াজ চালু ছিল এবং এ উৎসর্গকৃত সন্তান পার্থিব কোনো কাজ-কর্মে নিযুক্ত করা হত না। সে জন্য এ প্রথা অনুযায়ী ‘ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর নানী হান্না বিনতু ফাকুজ নিজের গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে মানত করেছিলেন যে, তাকে আল্লাহর ঘর বায়তুল মাকাদিসের খিদমতে নিয়োজিত করবেন। হান্না আল্লাহর নিকট দু‘আ করেছিলেন–

﴿وَاِنِّیۡۤ اُعِیۡذُهَا بِکَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ﴾

“আমি তাকে ও তার সন্তানগণকে বিতাড়িত শয়তান হতে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করলাম।”[৫৫]

আল্লাহ তা‘আলা তার এ দু‘আ কবুল করেছিলেন। ফলে মারইয়ামকে জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

يَقُوْلُ مَا مِنْ بَنِيْ آدَمَ مَوْلُوْدٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﴿وَإِنِّيْ أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ﴾.

এমন কোনো আদম সন্তান নেই, যাকে জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। জন্মের সময় শয়তানের স্পর্শের কারণেই সে চিৎকার করে কাঁদে। তবে মারইয়াম এবং তাঁর ছেলে (‘ঈসা) (আলায়হিস সালাম)-এর ব্যতিক্রম। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ্ বলেন, “হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের জন্য বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি”।[৫৬]

[৫৫] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৩৬।*

হান্না মানত অনুযায়ী ভেবেছিলেন পুত্র সন্তান হবে। কিন্তু যখন তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন তখন আক্ষেপ করে মহান আল্লাহর নিকট বললেন,

﴿رَبِّ اِنِّیۡ وَضَعۡتُهَاۤ اُنۡثٰی﴾

“হে আমার রব! আমিতো কন্যা প্রসব করেছি।”[৫৭]

অর্থাৎ- একে দিয়ে তো মানত পূর্ণ হবে না। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তিনি তো সবই জানতেন। মূলত এ কন্যা সন্তানই মারইয়াম (আলায়হিস সালাম)। রাসূল (ﷺ) যাকে জান্নাতের শ্রেষ্ঠ চারজন মহিলার অন্যতম হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যেমন- তিনি বলেন, “জান্নাতবাসী মহিলাগণের মধ্যে সেরা হলেন চারজন। যথা- **১.** খাদীজাহ্ বিনতু খুওয়ালিদ, **২.** ফাতিমাহ্ বিনতু মুহাম্মদ (ﷺ), **৩.** মারইয়াম বিনতু ‘ইমরান এবং **৪.** ‘আসিয়াহ্ বিনতু মুযাহিম, যিনি ফিরআউনের স্ত্রী।”[৫৮]

‘ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর মা মারইয়ামের জন্ম ও লালন পালন : মূলত মারইয়াম-এর জন্ম এবং তাঁর লালন পালনের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাই ঠিক করেছিলেন। যেমন- আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানা যায়–

﴿اِذۡ قَالَتِ امۡرَاَتُ عِمۡرٰنَ رَبِّ اِنِّیۡ نَذَرۡتُ لَکَ مَا فِیۡ بَطۡنِیۡ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلۡ مِنِّیۡ ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ ○ فَلَمَّا وَضَعَتۡهَا قَالَتۡ رَبِّ اِنِّیۡ وَضَعۡتُهَاۤ اُنۡثٰی ؕ وَ اللّٰهُ اَعۡلَمُ بِمَا وَضَعَتۡ ؕ وَ لَیۡسَ الذَّکَرُ کَالۡاُنۡثٰی ۚ وَ اِنِّیۡ سَمَّیۡتُهَا مَرۡیَمَ وَ اِنِّیۡۤ اُعِیۡذُهَا بِکَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ○ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوۡلٍ حَسَنٍ وَّ اَنۡۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّ کَفَّلَهَا زَکَرِیَّا ۚؕ کُلَّمَا دَخَلَ عَلَیۡهَا زَکَرِیَّا الۡمِحۡرَابَ ۙ وَجَدَ عِنۡدَهَا رِزۡقًا ۚ قَالَ یٰمَرۡیَمُ اَنّٰی لَکِ هٰذَا ؕ قَالَتۡ هُوَ مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ یَرۡزُقُ مَنۡ یَّشَآءُ بِغَیۡرِ حِسَابٍ﴾

[৫৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৩১।*
[৫৭] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৩৬।*
[৫৮] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ২৬৬৮, সনদ সহীহ।*

“যখন ‘ইমরান-পত্নী নিবেদন করল, হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমার গর্ভে যা রয়েছে তা আমি মুক্ত করে আপনার উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম, সুতরাং আপনি আমা হতে তা গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। অনন্তর যখন সে তা প্রসব করল তখন বলল : হে আমার রব! আমি তো কন্যা প্রসব করেছি এবং সে যা প্রসব করেছে তা আল্লাহ সম্যক অবগত আছেন এবং কোনো পুত্র এই কন্যার সমকক্ষ নয়! আর আমি কন্যার নাম রাখলাম ‘মারইয়াম’ এবং আমি তাকে ও তার সন্তানগণকে বিতাড়িত শয়তান হতে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করলাম। অনন্তর তার রব তাকে উত্তমরূপে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তম প্রবৃদ্ধি দান করলেন এবং যাকারিয়াকে তার ভারার্পণ করলেন; যখনই যাকারিয়া তার নিকট উক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করত তখন তার নিকট খাদ্য সম্ভার দেখতে পেত; সে বলত : হে মারইয়াম! এটা কোথা হতে প্রাপ্ত হলে? সে বলত : এটা আল্লাহর নিকট হতে, নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।”[৫৯]

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, হান্না যখন তাঁর মানত মোতাবেক সন্তানকে বায়তুল মাকদিসে নিয়ে সকলকে তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন, তখন শুরু হলো প্রতিযোগিতা। কারণ মানতকৃত সন্তানকে লালন-পালন করা সে সময় বড় একটা পূণ্যের কাজ বলে তারা মনে করতেন। ফলে লটারীর ব্যবস্থা করা হলো। এ পর্যায়ে প্রতিযোগীরা সকলেই জর্ডান নদীতে গিয়ে তাদের কলমগুলো নিক্ষেপ করলো। বিধান ছিল, যার কলম স্রোতে ভেসে যাবে না, স্থির থাকবে সেই মারইয়ামের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। সকলেই তাদের কলমগুলো নিক্ষেপ করার পর দেখা গেল যাকারিয়ার কলমটি স্থির হয়ে আছে। ফলে তিনিই মারইয়ামের লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। অবশ্য তিনি মারইয়ামের খালু ছিলেন।[৬০]

মারইয়াম (আলায়হিস সালাম)-এর গর্ভে ‘ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর জন্মগ্রহণ : দিন যায়, বছর যায় মারইয়াম তাঁর খালু যাকারিয়াহ্ (আলায়হিস সালাম)-এর তত্ত্বাবধানে বড় হয়ে ওঠেন এবং যৌবনে পদার্পণ করেন। অতঃপর আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মারইয়াম (আলায়হিস সালাম) গর্ভে তাঁর একজন অন্যতম প্রসিদ্ধ বান্দা ও রাসূল-এর জন্মলাভ করাবেন। তাই আল্লাহ তা‘আলা মারইয়াম (আলায়হিস সালাম)-এর গর্ভে ‘ঈসা (আলায়হিস সালাম)-কে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন।

মারইয়াম বাইতুল মাকদিস হতে পূর্বদিকে গমন করেন। যখন মারইয়াম (আলায়হিস সালাম) জনগণ হতে পৃথক হয়ে দূরে চলে যান এবং তাদের থেকে আড়াল হয়ে যান, তখন আল্লাহ তা‘আলা মারইয়াম (আলায়হিস সালাম)-এর কাছে জিব্‌রা-ঈল ফেরেশ্‌তাকে প্রেরণ করেন। তিনি পূর্ণ মানুষের রূপ ধারণ করে তাঁর সামনে আসেন।[৬১]

মারইয়াম (আলায়হিস সালাম) জিব্‌রা-ঈল (আলায়হিস সালাম)-কে দেখে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি মনে মনে এই ভয় পেলেন যে, এই লোকটি তাঁর সাথে কু-কর্ম করার জন্য উপস্থিত হয়েছে কি-না? তাই তিনি তাকে বললেন,

﴿قَالَتْ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا﴾

“মারইয়াম বলল : তুমি যদি (আল্লাহকে) ভয় করো তাহলে আমি তোমা হতে দয়াময়ের কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।”[৬২]

মূলত মারইয়াম (আলায়হিস সালাম) ঐ মানুষটিকে দেখে ভয় পাওয়ায় তাকে আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীনের কথা স্মরণ করিয়ে সাবধান করে দিলেন যে, যে কোনো অবৈধ কাজের ব্যাপারে প্রত্যেককে মহান আল্লাহর ভয় করা উচিৎ। জিব্‌রা-ঈল (আলায়হিস সালাম) ফেরেশ্‌তা মারইয়াম (আলায়হিস সালাম)-এর এহেন ভয়-ভীতি দূর করার জন্য তাঁকে বললেন, আপনি অন্য কোনো ধারণা করবেন না। আমি আল্লাহ তা‘আলার প্রেরিত একজন ফেরেশ্‌তা। আল্লাহ তা‘আলা আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করবেন বলে।[৬৩]

জিব্‌রা-ঈল ফেরেশ্‌তার এ কথা শুনে মারইয়াম (আলায়হিস সালাম) আরো বেশি আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমার সন্তান হওয়া কী করে সম্ভব? আমার তো বিয়েই হয়নি এবং কখনও কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। তাছাড়া কখনো

[৫৯] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৩৫-৩৭।*
[৬০] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৪৪; তাফসীর তাবারী- হা. ৬৯০৯।*
[৬১] *সূরা মারইয়াম : ১৬-১৭।*
[৬২] *সূরা মারইয়াম : ১৮।*
[৬৩] *সূরা মারইয়াম : ১৯।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

কোনো খারাপ খেয়ালও আমার মনে জাগেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই। সুতরাং আমার সন্তান হবে এ কেমন কথা। জিব্‌রা-ঈল ফেরেশ্‌তা তার ভয়, চিন্তা এবং বিস্ময় দূর করার জন্য বললেন, এরূপই হবে, তোমার প্রতিপালক বলেছেন এটা তাঁর জন্য সহজসাধ্য বিষয়।[৬৪]

অতঃপর যখন মারইয়াম (আলায়হিস্ সালাম) মহান আল্লাহর নির্দেশ শোনেন এবং তাঁর আদেশ মেনে নেন তখন জিব্‌রা-ঈল (আলায়হিস্ সালাম) তাঁর জামার কলারের মধ্যে ফুঁক দেন, ফলে মহান আল্লাহর হুকুমে তিনি গর্ভবতী হয়ে যান। যখন তিনি গর্ভবতী হলেন ঐ অবস্থায় তিনি এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। অতঃপর প্রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর গাছের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলো। এ সময় মারইয়াম (আলায়হিস্ সালাম) মৃত্যু কামনা করতে লাগলেন।[৬৫]

কেননা এই অবস্থায় তাঁকে কেউ সত্যবাদিনী বলবে না এবং তাঁর বর্ণিত ঘটনাকে সকলেই মনগড়া এবং মিথ্যা মনে করবে। পূর্বে যারা তাঁকে একনিষ্ঠ ‘ইবাদতকারিণী বলতো তারাই তাঁকে অপরাধী এবং ব্যাভিচারিণী বলে তিরস্কার করতে থাকবে। তাই তিনি মনের কষ্টে নিজেই বলতে লাগলেন, হায়! এর পূর্বে যদি আমি মরে যেতাম, আমি যদি মানুষের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে পারতাম তাহলে আমার এ সকল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত না।

প্রকৃতপক্ষে লজ্জা-শরম তাঁকে এমনভাবে পরিবেষ্টন করে ফেললো যে, তিনি এ কষ্টের ওপর মৃত্যুকেই প্রাধান্য দিলেন। এমতাবস্থায় জিব্‌রা-ঈল ফেরেশ্‌তা তাঁর নিম্নপার্শ্ব হতে ডাক দিয়ে বললেন, মারইয়াম (আলায়হিস্ সালাম) তুমি দুঃখ করো না, তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক নহর সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তুমি খেজুর গাছের ডাল ধরে তোমার দিকে ঝাঁকুনি দাও তাহলে গাছ থেকে পাকা পাকা খেজুর তোমার কাছে ঝরে পড়বে। সেই খেজুর এবং পানি তুমি পান করো এবং তোমার সন্তানের দিকে তাকিয়ে দু’চোখ জুড়িয়ে নাও।[৬৬]

[৬৪] সূরা মারইয়াম : ২০-২১।
[৬৫] সূরা মারইয়াম : ২২-২৩।
[৬৬] সূরা মারইয়াম : ২৪-২৬।

এরপর মারইয়াম (আলায়হিস্ সালাম)-কে বলা হলো, যদি কোনো মানুষ তোমাকে দেখে এবং কথা বলতে চায় তখন তুমি তাকে বলবে, আমি দয়াময় আল্লাহর উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোনো মানুষের সাথে কথা বলবো না। অর্থাৎ- আমি কথা বলা থেকেই সিয়াম পালন করছি। আমাকে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।[৬৭]

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! পরিশেষে বলতে চাই, দেখুন : ‘ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর জন্ম গ্রহণের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অলৌকিক, তাই স্বভাবিক নিয়ম-নীতি এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়নি। যেমন তাঁর ভূমিষ্ট হওয়া ও তাঁর মায়ের পবিত্রতা লাভ ১০ মাস গর্ভধারণ সবই নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঘটেছে। এ সকল ব্যাপারে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। কারণ আল্লাহ তা‘আলা তো যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা আরো পরিষ্কার করে বলেছেন,

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۞ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ‘ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন হও, ফলত তাতেই হয়ে গেল। এই বাস্তব ঘটনা তোমার রবের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।”[৬৮]

অর্থাৎ- আদম (আলায়হিস্ সালাম)-কে যেমন পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়েছে, ‘ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-কেও তেমনি পিতা ছাড়াই শুধু মায়ের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এটাই যে সত্য এবং এর বাইরে যাবতীয় জল্পনা-কল্পনা যে মিথ্যা, সে কথাও তিনি কুরআনুল কারীম-এ দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দিয়েছেন।[৬৯] আর এভাবে ‘ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-কে সৃষ্টি করে তিনি যে অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী তার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত পৃথিবীবাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন মাত্র। ☒

[৬৭] সূরা সূরা মারইয়াম : ২৬।
[৬৮] সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৫৯-৬০।
[৬৯] সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৬০।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

কথা বলার আদব অথবা জিহ্বার ব্যবহার প্রসঙ্গ

-হোসাইন মঈন★

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে তাই একে-অন্যের মধ্যে সামাজিকতা বজায় রেখে চলতে হয়। আর সেটা বজায় রাখার জন্য নিজের ভাব ও চিন্তার সম্পদকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, প্রয়োজন পড়ে পারস্পরিক যোগাযোগের। আর সেই যোগাযোগ ও একে-অন্যের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় যেহেতু কথার মাধ্যমে; আমাদের যাবতীয় ভাবনা-চিন্তা, কল্পনা, আবেগ-অনুভূতি, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা প্রকাশ হয়ে ওঠে যেহেতু কথার দ্বারা; আমাদের প্রয়োজন প্রকাশের উদ্দেশ্য সাধিত হয় যেহেতু কথা বিনিময় দ্বারা, তাই মানুষ কথা বলবে এটাই স্বাভাবিক। স্রষ্টা মানুষকে বাকসামর্থ্য দিয়েছেন কথা বলার জন্যই। কিন্তু কথা বলার সামর্থ্য দেওয়া হয়েছে বলে আমরা শুধু গড়গড় করে কথা বলে যেতে থাকব, নিজের জিহ্বাকে অবাধ, বেপরোয়া ও যাচ্ছেতাইভাবে ব্যবহার করে যেতে থাকব, এমন অবারিত সুযোগও তিনি কাউকে দেননি। একবার এক মজলিসে সাহাবীগণ রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ), মানুষ সবচেয়ে বেশি কোন কারণে জাহান্নামে যাবে?' রাসূলে কারীম (ﷺ) বললেন, 'বেশিরভাগ মানুষ জাহান্নামে যাবে জিহ্বার কারণে। জিহ্বা এমন এক জিনিস, জবান এমন এক জিনিস, এটা যদি কেউ সংরক্ষণ ও সংরক্ষিত না করে যথেচ্ছা ব্যবহার করে তাহলে সে জাহান্নামে চলে যাবে। তোমাদের যাবতীয় 'ইবাদত তথা নামায কায়েম করা, সিয়াম সাধনা করা, হজ্জ পালন করা, যাকাত দেওয়া, দান-সাদাক্বাহ্ করা, গভীর রজনীতে উঠে মহান আল্লাহর দরবারে সিজদায় অবনত হওয়া ইত্যাদি ফর্য, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল, যা কিছু 'ইবাদত-ই তোমরা করো না কেন, এর সবই এক মুহূর্তে বরবাদ হয়ে যেতে পারে জিহ্বার কারণে। জিহ্বা এমন এক জিনিস, যা তোমাকে মুহূর্তেই জাহান্নামের অতল গহ্বরে পৌঁছে দেবে।' অর্থাৎ- আমরা যদি আমাদের জিহ্বাকে লাগামহীনভাবে ব্যবহার করি তবে তা আমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হবে; জাহান্নামে পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম সিঁড়ি হবে। শুধু তাই নয়, মানুষ কখনো কখনো লজ্জিত-লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়, নানা অসুখ-বিসুখে জর্জরিত হয়, নিজের সম্পর্কে অন্যকে বিরক্ত করে তোলে, নিজের ব্যাপারে অন্যের মনে ঘৃণাবোধ জাগ্রত করে এবং নিজের ওপর অভিশাপের পাহাড় নামিয়ে আনে শুধু জিহ্বার ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে। জিহ্বাকে তাই নিয়ন্ত্রণ করে চলা খুব জরুরি।

প্রথম করণীয় হচ্ছে মৌন থাকা বা কথা কম বলা। কুরআন, হাদীস, দর্শন ও বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন আঙ্গিক থেকেই প্রমাণিত যে, কম কথা বলা সব সময়ই ভালো এবং সেটা জ্ঞানীদের জন্য অলংকার, সাধারণের জন্য নিরাপত্তা। ইসলাম তাই দুনিয়া ও আখিরাতে প্রভূত কল্যাণ লাভের জন্য মানুষকে চুপ থাকতে, কম কথা বলতে উৎসাহিত করেছে। সোলায়মান (আলাইহিস সালাম) বলেছেন, 'কথা বলাটা যদি রূপা সমতুল্য হয়, তবে মৌন বা চুপ থাকাটা হচ্ছে সোনা সমতুল্য।'

জামে' আত্-তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, মুসলমানের বা ইসলামের সৌন্দর্যগুলোর মধ্যে অন্যতম সৌন্দর্য হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কথা পরিহার করা অর্থাৎ- কম কথা বলা; এটি মানুষের উত্তম গুণাবলির মধ্যে অন্যতমও বটে; আর স্বল্পভাষী মানুষও সর্বোত্তম। কথা বেশি বলা সব সময়ই বিপজ্জনক। যত বেশি কথা বলা হয়, তত বেশি বিপদে পড়া, তত বেশি বিপদ ডেকে আনা। বেশি কথা পরিবার ও সমাজে অশান্তি-হানাহানি-মারামারি ও হিংসা-বিদ্বেষের অন্যতম কারণ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে বেশি কথা বলাটা স্বাস্থ্যগত (মানসিক ও শারীরিক) দিক থেকেও ক্ষতির কারণ।

মহানবী (ﷺ) বলেছেন, 'চারটি জিনিস আমাদের শরীরকে অসুস্থ করে তোলে, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে খুব বেশি কথা বলা।'

কথা বেশি বলার কারণে অনেক জ্ঞানী-গুণী লোকও সমাজে অন্যের কাছে কম মূল্যায়িত হন। পক্ষান্তরে নীরবতা বা চুপ থাকাটা অধিক উত্তম ও উপকারী এবং এটি একটি পরিশ্রমবিহীন নফল 'ইবাদত। 'তোমরা বেশি সময় নীরব থাকবে, কম কথা বলবে। এটা শয়তানকে তাড়ানোর হাতিয়ার হবে এবং তোমাদের

★ *আদি টাঙ্গাইল (ছাপড়া মসজিদ রোড), টাঙ্গাইল।*

দ্বীনের কাজেরও সহায়ক হবে। চুপ থাকার মাধ্যমে পাওয়া যায় ইহ ও পরকালীন মুক্তি। ভালো কথা বলা যেমন ‘ইবাদত, তেমনি চুপ থাকাটাও ‘ইবাদত।’ ‘যে চুপ থাকে, সে নাজাত পায়।’[৭০] ‘যে নিরাপদ থাকতে চায়, তার চুপ থাকাটা আবশ্যক।’[৭১] ‘উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, ‘আমি চুপ করে থাকার কারণে কখনো লজ্জিত হইনি। কিন্তু কথা বলার কারণে লজ্জিত হয়েছি বহুবার।’ গ্রিক দার্শনিক ও গণিতবিদ পিথাগোরাস বলেছেন, ‘একজন বোকার পরিচয় বোঝা যায় তার কথার দ্বারা, আর একজন জ্ঞানীর পরিচয় হয়ে থাকে তার নীরবতায়।’ আর প্রকৃত কথা হচ্ছে, একজন ঈমানদার মানুষ কখনোই অনর্থক, অযথা, মিথ্যা ও প্রতারণামূলক কথা বলে না। কাজেই কথা যত কম বলা যায়, তা ততই কল্যাণকর; জীবনের সিংহভাগ পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার অন্যতম উপায়ও বটে।

কথা বলতে হয় ধীরস্থিরভাবে সুস্পষ্ট করে, খুব সতর্কতার সঙ্গে ভেবেচিন্তে, কথার পরিণতি ও ফলাফল বিবেচনা করে। কেননা পা ফসকানোর চেয়ে জবান ফসকানো অনেক বেশি বিপজ্জনক, অনেক বেশি ভয়ংকর। মনীষীগণ বলেন, ‘আমরা নিজেদেরকে সমাজে যেভাবে উপস্থাপন করি, লোকজনও আমাদেরকে সেভাবেই কল্পনা করে, অর্থাৎ- একজন মানুষকে ওজন কিংবা পরিমাপ করা হয় তার কথার দ্বারা।’ ভেবেচিন্তে কথা বলার কী যে গুরুত্ব, তা বলে বোঝানো যাবে না। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘মানুষ চিন্তাভাবনা না করে এমন কথাবার্তা বলে, যার দ্বারা তার পদস্খলন ঘটে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্ব থেকে বেশি দূরত্ব দোজখে গিয়ে পতিত হয়।’[৭২]

সেক্ষেত্রে ভেবেচিন্তে কথা বললে পদস্খলন অনেকাংশেই কমে যায়। শেখ সাদী বলেছেন, ‘হয় মানুষের মতো হুঁশ করে কথা বলুন, নয়তো গবাদি পশুর মতো চুপ করে থাকুন। কথা বলে পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর করার চেয়ে কথা না বলাই শ্রেয়।’ মনে রাখা জরুরি যে, মানুষের উচ্চারিত প্রতিটি কথাই মহান আল্লাহর দরবারে রেকর্ড হয়। প্রতিনিয়ত সে যা কিছু উচ্চারণ করে, পরিদর্শক ফেরেশ্‌তারা তা সাথে সাথে লিপিবদ্ধ করে নেন। এরপর প্রতি বৃহস্পতিবারে পরিদর্শক ফেরেশ্‌তারা ঐ লিখিত বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করে যে কথাগুলো সওয়াবের তা সওয়াবের ঘরে এবং যে কথাগুলো শাস্তির তা তদনুযায়ী চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ করেন।[৭৩]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “আমি তার ঘাড়ের রগ থেকেও অনেক কাছে। এছাড়াও মানুষ যে কথা উচ্চারণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী একজন তার ডানে আরেকজন তার বামে বসে তার প্রতিটি তৎপরতা সংরক্ষণ করার কাজে নিয়োজিত আছে।”[৭৪]

দার্শনিক টমাস ফুলার ও মিচেল ব্রুস বলেছেন, ‘এমন কথা বলা উচিত যাতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।’

চাণক্য আচার্য বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি এটা বুঝে যাবে যে, কখন কোথায় কী কতটুকু বলতে হবে, সে ব্যক্তিকে সফল হওয়া থেকে কেউ আটকাতে পারবে না। আমাদের বলা প্রতিটি শব্দ যেমন আমাদের শক্তি হতে পারে, তেমনি তা হতে পারে বিপদের কারণও।’

তাই কোথাও কথা বলার আগে বিষয় নির্বাচন করাটাও জরুরি। শুধু তাই-ই নয়, বিষয় নির্বাচনে পর্যাপ্ত সময়ও নিতে হবে, যাতে তা পরিপক্ব হয়। মনীষীদের মতে, মানুষের কথাগুলো হলো ফলের মতো, সেগুলো পরিপক্ব হতে পর্যাপ্ত সময় প্রয়োজন। কোনো বিষয়ে মন্তব্য করার আগে অন্তত ভালো করে চিন্তা করে দেখতে হবে এই কথাটা না বললে আমার কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি না? বলাটা কি অতি আবশ্যকীয়? যদি আবশ্যকীয় না হয়, তাহলে বলার দরকার নেই। কথা বলতে হবে হাসিমুখে কোমল, মধুর, সুন্দর, শোভন, মার্জিত ও ন্যায়সঙ্গতভাবে গুছিয়ে। সর্বদা সঠিক ও উত্তম কথা বলতে হবে, যেন শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়। কথা বলতে হবে সুপরামর্শ বা উপদেশমূলক। দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন, ‘ভালো কথা একজন খারাপ লোকেও যদি বলে মানুষ সেটা গ্রহণ করে। বিশ্বস্ত কথার রয়েছে শোক নিরাময়ের গুণ।’ শুধু ভালো কথা বললেই হবে না, তা বলতে হবে মার্জিতভাবে। মার্জিতভাবে কথা বলার এমনই গুণ যে, তা অপ্রিয় হলেও মানুষের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। একটি সুন্দর চেহারার মানুষও অন্যের কাছে অপ্রিয়

[৭০] *জামে‘ আত্‌ তিরমিযী- হা. ২৪৮৫।*
[৭১] *মুসনাদে আবি ইয়ালা।*
[৭২] *ছহীহুল বুখারী- হা. ৬৪৭৭; ছহীহ মুসলিম- হা. ৭৬৭২।*
[৭৩] *মারিফুল কুরআন।*
[৭৪] *সূরা ক্বা-ফ : ১৬-১৭।*

হয়ে ওঠে তার কুৎসিত কথা ও আচরণের কারণে। আবার একটি কুৎসিত মুখের মানুষ অন্যের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে তার সুন্দর-শোভন-মার্জিত-মধুর কথা ও ব্যবহারের কারণে। বলা হয়ে থাকে যে, সুন্দর করে কথা বলা একটা আর্ট বা একটা শিল্প। এই আর্ট আয়ত্বে থাকলে খুব সহজেই মানুষকে আপন করে নেয়া যায়। যে সুন্দর করে কথা বলতে জানে তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হয়। মিষ্টি-মার্জিত কথা ঠাণ্ডা বরফের চেয়ে বেশি মানুষের মনকে শীতল করে।' পাক কুরআনেও বলা হয়েছে,

"মানুষের সঙ্গে সুন্দর ও উত্তমরূপে কথা বলবে।"[৭৫]

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে।'[৭৬]

থাকা যাবে না ঠোঁটকাটা স্বভাব। আমাদের চারপাশে যারা ঠোঁটকাটা স্বভাবের বা স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড হিসেবে পরিচিত, তাদের যথাশিগগির সম্ভব পাল্টে ফেলা উচিত নিজেকে। ইসলামের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় 'লুমাযাহ'। যারা যখন যা মনে আসে সরাসরি মানুষের মুখের ওপর বলে ফেলেন, কাউকে সরাসরি লাঞ্ছিত ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, কারো প্রতি তাচ্ছিল্য ভরে নির্দেশ করে, কারো অবস্থান নিয়ে তাকে ঠাট্টা-ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে, কারো বংশের নিন্দা করে, কাউকে হেয় করে কথা বলে, অপমান করে, কারো মুখের ওপর তার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য ও বদনাম করে, সরাসরি বাজে কথা দিয়ে আঘাত করে, একজনের মনে আরেকজনের সম্পর্কে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেয়, একে-অন্যের সম্পর্ককে বিষিয়ে তোলার মধ্যে দিয়ে সম্পর্কের দূরত্ব তৈরি করে দেয়। জিভের বিষাক্ত ছোবলে মানুষের সুখের সংসারে মুহূর্তে অশান্তির আগুন ধরিয়ে দেয়, এর কথা ওর কাছে লাগায়, এর-ওর নামে নানা গুজব ছড়ায়, গীবত করে, অপবাদ দেয়– আল্লাহ তা'আলা এ জাতীয় লোকদের পরিবর্তন হতে বলেছেন, এ জাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন; নয়তো তাদের জন্য রয়েছে অনিবার্য ধ্বংসের সতর্কতাবাণী। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"যাতে কাউকেও বলতে না হয়, হায় আফসোস! আমি তো ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।"[৭৭]

[৭৫] *সূরা আল আহ্‌যা-ব : ৩২।*
[৭৬] *সহীহুল বুখারী।*
[৭৭] *সূরা আয্ যুমার : ৫৬।*

"দুর্ভোগ রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে সামনে ও পেছনে মানুষের নিন্দা করে।"[৭৮]

রাসূল (ﷺ)-ও অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার অভ্যাসকে মন্দ লোক চেনার মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করে বলেন, 'কোনো ব্যক্তির মন্দ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে।'[৭৯]

কুরআন ও হাদীসের আরেকটি নির্দেশনা হচ্ছে কর্কশকণ্ঠী, অশ্রাব্য-কটু/অশ্লীলভাষী ও গালাগালকারী না হওয়া। অথচ আজকাল স্বাচ্ছন্দ্যবোধের অপর নাম হচ্ছে অন্যকে গালিগালাজ করা; এটি এখন সামাজিক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এ ফ্যাশনটি সামাজিক মজ্জার এতই গভীরে পৌঁছে গেছে যে, কাছের বন্ধুকে, বিশ্বস্ত কর্মচারীকে এ ধরনের গালি দেওয়া ছাড়া কথাই বলতে পারে না অনেকে। বিশেষ করে সমাজে এমন কিছু পেশা রয়েছে, যেগুলোতে গালি দেওয়াকে জরুরি বলে মনে করা হয়। সে পেশার মহাজন বা কর্তারা মনে করেন যে, গালাগালি ছাড়া অধীনস্থদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা যায় না। কলহ বা ঝগড়া-বিবাদেই শুধু নয়, দুষ্টুমির ছলেও একে অন্যকে গালি দিয়ে কথা বলে অনেকে। তাদের পরিভাষায় এটা নাকি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, যারা গালিগালাজ করেন, তারা বেশিরভাগ সময়ই অন্যের মা-বাবা তুলে গালিগালাজ করেন। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

'অন্যকে তার বাবা-মা তুলে গালি দেওয়া মানে নিজের মা-বাবাকে অভিশাপ করা। আর নানাবিধ কবিরা গুনাহের মধ্যে একটি গুনাহ হচ্ছে নিজের বাবা-মাকে অভিশাপ করা।' তিনি আরো বলেছেন, 'এক মুসলিম আরেক মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকি, তার সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া করা কুফ্‌রী, যা কিনা মানুষের ঈমানকে কলুষিত করে।' 'তোমরা কি জানো, দরিদ্র কে? আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে কিয়ামতের দিন অনেক নামায, রোযা, যাকাত নিয়ে হাজির হবে ঠিকই, কিন্তু এর সাথে সাথে সে কাউকে গালি দিয়ে থাকবে, কাউকে অপবাদ দিয়ে থাকবে।' 'মু'মিন কখনো উচ্চ বা

[৭৮] *সূরা আল-হুমাযাহ্ : ১।*
[৭৯] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪২১৩।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

কর্কশকণ্ঠী, খোঁটাদানকারী, দোষারোপকারী, অভিশাপদাতা, অশ্লীলভাষী ও গালাগালকারী হয় না।'[৮০]

মু'মিন কখনো কথায় কথায় অহংকারও প্রকাশ করে না, আত্মপ্রচার বা আত্মপ্রশংসাও করে না, গীবত করে না, অন্যকে অপবাদ দেয় না, মিথ্যা বলে না বা মিথ্যাচার করে না। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, মুনাফিক্বের অন্যতম আলামত হলো যখন সে কথা বলে, তখন মিথ্যা কথা বলে।'[৮১] তিনি আরো বলেছেন, 'তোমরা অশ্লীলভাষী হয়ো না, কথায় কথায় কাউকে খোঁটা দিও না। আমি যাদেরকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি এবং যারা কিয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করবে, তারা হলো সেই সব লোক, যারা অনর্থক কথা বলে এবং যারা অন্যকে ছোট ও হেয় প্রতিপন্ন করে কথা বলে এবং যারা কথা বলার সময় নিজেদের (পাণ্ডিত্য) জাহির করে।' 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, 'নীচ লোকের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে অশ্লীল বাক্য।' তিনি আরো বলেন, 'মানুষের সঙ্গে তাদের বুদ্ধি পরিমাণ কথা বলো। কাউকে কটু কথা বলবে না। কারণ, সেও কটু প্রত্যুত্তর দিতে পারে। উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় তোমার জন্যও কষ্টদায়ক হবে। দণ্ডের প্রতিদণ্ড তোমাকেও স্পর্শ করবে।' জনৈক দার্শনিক বলেছেন, 'যখন তুমি কথায় কথায় উগ্রতা দেখাও তখন তা তোমার অদক্ষতা ও অযোগ্যতা ও নীচত্বকে প্রমাণ করে।' আজকাল সমাজের মানুষে মানুষে যে অনাকাঙ্ক্ষিত সমীকরণ এর সবকিছু হচ্ছে শুধু ঝগড়াটে মনোভাবের কারণে। অথচ ঝগড়াটে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকট অধিক ক্রোধের পাত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো, কেননা আওয়াজসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট আওয়াজ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।"[৮২] "আল্লাহর বান্দা তো হচ্ছে তারা, যারা জমিনে বিনম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন জাহেল ব্যক্তির অশালীন ভাষার বিপরীতে প্রশান্তভাবে জবাব দেয়।"[৮৩]

রাসূল (ﷺ) বলেন, 'হেদায়েত প্রাপ্তির পর ওই ক্বওমই গোমরাহ হয়, যারা ঝগড়াটে।' 'আমি সে ব্যক্তির জন্য জান্নাতের ছায়ায় একটি ঘরের জিম্মাদার, যে তর্ক পরিহার করেছে অথচ হক্ব ও সত্যের ওপর ছিল।' চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলেন, 'ঝগড়া করা বা তর্কে লিপ্ত হওয়া বা চিল্লাচিল্লি করা যেহেতু ভোকাল কর্ডে মাইক্রোহেমোরেজ, গলার পেশিতে স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি, গ্যাস্ট্রিক রিফ্লাক্স, মাথা বা গলার ক্যান্সার, স্নায়ুর সমস্যা, রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বেড়ে যাওয়া, গলায় ব্যথা, হাইপারটেনশন বৃদ্ধি, ব্রেইন স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, বাইপোলার ডিজঅর্ডার ইত্যাদি মহাবিপদের কারণ। তাই চিৎকার-চেঁচামেচি থেকে বিরত থাকাটা আবশ্যক।

সর্বোপরি নম্রতা অবলম্বন করাটা খুব জরুরি, এতে মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। দুনিয়ার বুকে তারাই সেরা নিয়ামত পেয়ে গেছে, যারা বিনয়ী বা নম্রতার অধিকারী। বলা হয়েছে,

'যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে ও শান্তি লাভ করে, সে-ই সর্বোত্তম মুসলিম।'[৮৪]

আর সর্বোত্তম মুসলিমগণই জান্নাতে চির প্রশান্তিময় জীবন লাভ করবে; সর্বোত্তম মুসলিমের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নম্রতা। আর বিনয় ও নম্রতা অর্জনের অন্যতম উপায় যেহেতু জিহ্বার সংযত ব্যবহার, তাই নিয়মিত চেষ্টার দ্বারা এই উত্তম নিয়ামত লাভের জন্য আমাদের মরিয়া হয়ে ওঠা উচিত। ☒

পরিবেশ দূষণ আমার, আপনার সবার জন্যই ক্ষতিকর। আজকের শিশুরা পরিবেশ দূষণের কারণে নানারকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই আসুন! নতুন প্রজন্মকে একটি সুস্থ, সুন্দর, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ উপহার দিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সোচ্চার হই।

[৮০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৭৩ ও ৬০৪৫; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২০৪৩।*
[৮১] *সহীহুল বুখারী।*
[৮২] *সূরা লুক্বমা-ন : ১৯।*
[৮৩] *সূরা আল ফুরক্বা-ন : ৬৩।*
[৮৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৯; সহীহ মুসলিম- হা. ১৬১।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

নিবন্ধ

জাতীয় স্বার্থ বনাম ব্যক্তি স্বার্থ

-শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী*

ইসলামী শরীয়তের সকল বিধি-বিধান মানবতার কল্যাণ ও স্বার্থকে সামনে রেখেই আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন। ব্যক্তি ও জনগণের স্বার্থের প্রতি গুরুত্ব দিয়েই সকল ইসলামী আইন-কানুন তৈরি করা হয়েছে। এতে ব্যক্তি, সমাজ ও জনগণের জন্য অকল্যাণ ও ক্ষতিকর কিছুই নেই। সুতরাং যেখানে মানুষের কল্যাণ ও উপকার রয়েছে, সেখানেই রয়েছে ইসলাম। সাহাবীগণ এই মূল সত্যটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এর উপর ভিত্তি করেই তারা তাদের মিশন পরিচালনা করেছিলেন।

প্রখ্যাত সাহাবী রিবঈ ইবনু 'আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র উক্তি থেকে এ কথাটিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন রিবঈকে পারস্য সেনাপতি রুস্তমের সাথে আলোচনা করার জন্য পাঠালেন, তখন রুস্তম তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কী কারণে আমাদের অঞ্চলে আগমন করেছ? রিবঈ তখন ইসলামী শরীয়তের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যটি রুস্তমের সামনে নির্ভয়ে তুলে ধরলেন। তিনি বললেন,

نحن قوم بعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.

"আমরা এমন এক জাতি, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছেন, মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে মানুষের প্রভুর দাস তার প্রতি আহ্বান করার জন্য। তাদেরকে সমস্ত বাতিল মতবাদের যুল্ম থেকে উদ্ধার করে ইসলামের ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং পার্থিব জীবনের সংকীর্ণতা থেকে মানবতাকে স্বাধীন করে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশস্ত কল্যাণের দিকে নিয়ে আসার জন্য।"

তাই ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ এবং জাতীয় স্বার্থ যখন পরস্পর বিরোধী হবে, তখন ইসলাম জাতীয় ও বৃহৎ স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার প্রতি উৎসাহ দেয়।

আপনি যদি ইসলামী শরীয়তের জিহাদ, যাকাত, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধসহ অন্যান্য বিধানের প্রতি লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখবেন এগুলোর সবই জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণার্থেই নির্ধারণ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে বের হয়, সে তার সকল ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছেড়ে দেয়। সে নিজ ঘর-বাড়ী, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী, স্ত্রী-পরিবার এবং অন্য সব বস্তু পরিত্যাগ করে। সে বের হয়ে যায়, কখনও সে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, যাতে মহান আল্লাহর রাস্তায় তাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। জাতির ব্যাপক কল্যাণে অংশগ্রহণ করা ও বৃহৎ স্বার্থ বাস্তবায়ন করাই একমাত্র লক্ষ্য থাকে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) যখন ক্ষমতাসীনদের নির্যাতনের শিকার হলেন তখন তার কাছে ইমাম শা'বী এসে বললেন : হে আহমাদ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যুল্ম থেকে বাঁচার জন্য অন্যায় কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾

"যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহর অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি।"[৮৫]

সুতরাং আপনি সেই অনুমতি গ্রহণ করুন। একথা শুনে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) বললেন, হে শা'বী! এই দরজার পিছনে তাকিয়ে দেখো। শা'বী তাকিয়ে দেখলেন, হাজার হাজার ছাত্র দোয়াত-কলম ও খাতা-কাগজ নিয়ে অপেক্ষা করছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল কী বলেন, তা শুনার জন্য এবং লিখে রাখার জন্য। তিনি যদি বলেন, কুরআন অন্যান্য সৃষ্টির মতোই একটি সৃষ্টি। তা আল্লাহর সিফাত ও কালাম নয়– সুতরাং বাকী সকল সৃষ্টির মতোই এটিও ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি যদি এটি বলেন, তাহলে হাজার হাজার ছাত্র তাঁর মুখের এই কথা লিখে ফেলবে। পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু ইমাম আহমাদ মজবুত পাহাড়ের ন্যায় অটল থাকলেন। তিনি নির্যাতন সহ্য করতে থাকলেন। জল্লাদরা তাকে সকাল বিকাল চাবুক মারতে থাকল। শুধু তার মুখ থেকে একটি কথা বের করার জন্য। নির্যাতনকারীরা বলতে থাকল, হে ইমাম আহমাদ! আপনি শুধু একবার বলুন, কুরআন মহান

---

* *ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[৮৫] *সূরা আন্ নাহ্ল : ১০৬।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

আল্লাহর ক্বালাম নয়; তা সৃষ্টি। অন্যসব বস্তুর মতই এটি ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি একবার যদি সেই কথা মুখে উচ্চারণ করতেন, তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হত। তিনি আনন্দে, সুখ স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করতেন। কিন্তু তিনি সেই সুবিধা ও ব্যক্তি স্বার্থ বর্জন করে দীনী স্বার্থকেই প্রাধান্য দিলেন এবং যুল্ম নির্যাতন সহ্য করাকেই বেছে নিলেন।

এই তো ইমাম মুহাম্মাদ বিন সিরীন। তিনি ব্যবসা করতেন। তিনি একবার জনৈক ব্যবসায়ীর নিকট থেকে বাকীতে ৪০ হাজার দিনার মূল্যের তৈল ক্রয় করলেন। তৈলের প্রথম কলসীর মুখ খুলেই দেখলেন, তাতে একটি মৃত ইঁদুর রয়েছে। তিনি ভাবলেন, আমি যদি তৈলের এই চালানটি মালিকের নিকট ফেরত দেই, তাহলে সে হয়তবা অন্যান্য মানুষের কাছে তা দ্বিতীয়বার বিক্রয় করবে। এতে লোকেরা বহু ক্ষতির সম্মুখীন হবে। ঐ দিকে এই তৈল বিক্রয় করাও আমার জন্য জায়িয নয়। কারণ সমস্ত তৈলের সাথেই মৃত ইঁদুরের নির্যাস মিশে গেছে। সুতরাং মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি সমস্ত তৈল যমীনে ঢেলে দিয়ে নিজেই প্রচুর ক্ষতির শিকার হলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে যখন তিনি তৈলের মূল্য পরিশোধ করতে পারলেন না, তখন ব্যবসায়ী ক্ষমতাসীনদের নিকট মামলা পেশ করল। মামলায় ইমাম ইবনে সিরীনের জেল হলো। তিনি জেল খাটা শুরু করলেন। জেলখানায় তার করুণ অবস্থা দেখে জেল গেইটের দারোয়ানের হৃদয়ে দয়ার উদয় হলো। দারোয়ান একবার বলল, হে সম্মানিত ইমাম! আমি চাচ্ছি, আপনি প্রতিদিন রাতের অন্ধকারে জেলখানা থেকে বের হয়ে যাবেন এবং স্বীয় পরিবারের সাথে রাত্রি যাপন করে ভোর হওয়ার পূর্বেই আবার চলে আসবেন। আপনি ইচ্ছা করলে এভাবেই আপনার শাস্তির মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেন। ইবনু সিরীন তখন বললেন, এটি হচ্ছে শাসকের খিয়ানত। আমি তোমাকে এই কাজে সহযোগিতা করতে পারব না। তাই ইমাম ইবনু সিরীন রাষ্ট্রের আইন-শৃংখলার প্রতি সম্মান দেখিয়ে এবং বৃহৎ স্বার্থে স্বীয় আরাম আয়েশ ত্যাগ করলেন।

সুতরাং ক্ষুদ্র ও ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর বৃহৎ ও জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া ছিল এই উম্মাতের সাহাবী, তাবে'ঈ এবং উলামাদের চারিত্রিক ভূষণ। এই উম্মতের আলেমগণ যদি জাতির স্বার্থে ও কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত না করতেন, রাত জেগে বিশাল বিশাল কিতাবগুলো না লিখতেন, মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে তাদের জীবনকে উৎসর্গ না করতেন, ইসলামের দা'ওয়াত, মূল্যবোধ এবং উত্তম চরিত্র প্রচার না করতেন, তাহলে তাদের অধিকাংশের মৃত্যু নিজ দেশের বাইরে হত না। স্বীয় জন্মভূমির সীমানার বাইরে তাদের ক্ববর হত না। স্ত্রী-পরিবার ও সন্তান সন্ততি রেখে তারা পরদেশে জীবন কাটাতেন না। এই সবগুলোই তারা করেছিলেন জাতির স্বার্থে, জাতির কল্যাণে এবং মহান আল্লাহর রাস্তায়।

ইসলামী আইন ও শরীয়ত শুধু ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনের জন্যই। এছাড়া অন্য কিছুই নয়। ব্যক্তি স্বার্থ যখন জাতীয় ও বৃহৎ স্বার্থের পরিপন্থী হয় তখন জাতীয় ও বৃহৎ স্বার্থকেই প্রাধান্য দিতে হবে। তাই প্রতিটি মুসলিমের উচিৎ বৃহৎ স্বার্থ রক্ষার প্রতি যত্নবান হওয়া। তার প্রতিটি কাজই হওয়া উচিৎ আম জনগণের স্বার্থে। তবে ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও স্বার্থের প্রতি যেন কখনও অবহেলা না করা হয়। যদি না তা বৃহৎ স্বার্থের পরিপন্থী হয়। ব্যক্তি স্বার্থ যখন জনস্বার্থের পরিপন্থী হয় তখন ব্যক্তি স্বার্থকে জনস্বার্থের অধীনস্ত করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মাদ্‌রাসা, স্কুল বা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্বশীলের উচিৎ শিক্ষার্থীদের উন্নতি ও অগ্রতির স্বার্থে কাজ করা এবং তাকে প্রথম স্থানে রাখা। সুতরাং সফল মানুষ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে তার সকল কাজে-কর্মে এ বিষয়টিকেই প্রাধান্য দেয় এবং এটিরই চর্চা করে। সেই সাথে তার সহকর্মীদেরকে এজন্য উৎসাহ দেয়। যে ব্যক্তি কোম্পানী বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করে, তার উচিৎ অফিস চলাকালে ব্যক্তিগত কাজে মন না দেয়া। কারণ তাতে বৃহৎ স্বার্থ রক্ষা না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অফিস সময়ের বাইরে ব্যক্তিগত কাজ করার একান্ত আগ্রহ ও ইচ্ছা বৃহৎ স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ারই অন্তর্ভুক্ত। সকল সংস্থার কর্মচারীর ক্ষেত্রেই একই কথা। একজন সফল পরিচালক বৃহৎ স্বার্থ সামনে রেখে একই সাথে উভয় স্বার্থের মধ্যে এভাবেই সামঞ্জস্য করতে পারেন। একজন মানুষ জাতির বৃহৎ স্বার্থে ইখলাসের সাথে কাজ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারেন এবং নিজের ও সহকর্মীদের স্বার্থেও কাজ করতে পারেন। তবে বৃহৎ স্বার্থের সাথে নিজ স্বার্থ ও বন্ধুদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব হলে মূল উদ্দেশ্যকেই প্রাধান্য দিতে হবে। ⊠

আসুন সচেতন হই

আপনি কি সুস্থ-সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে আগ্রহী?

তাহলে নিজ দায়িত্বে আপনার চারপাশ পরিষ্কার রাখুন। যেখানে-সেখানেময়লা-আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে বা ডাস্টবিনে ফেলুন। আপনার-আমার সদিচ্ছাতেই গড়ে উঠতে পারে– একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, একটি পরিচ্ছন্ন নগর বা শহর। আসুন! আমরা সচেতন হই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : **পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ**

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

ইসলামের নিবেদিত কবি : হাসান ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)

–রবিউল ইসলাম★

ভূমিকা

ইসলামের ইতিহাসে যারা কলমের মাধ্যমে ধর্মকে রক্ষা করেছেন, হাসান ইবন সাবিত (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবী এবং বিশেষভাবে রাসূল (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপাত্মক কবিতার জবাবদাতা একজন শক্তিমান কবি।

জন্ম ও পারিবারিক পরিচয়

হাসান ইবন সাবিত (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) জন্মগ্রহণ করেন হিজরতের প্রায় ৬০ বছর পূর্বে, মদীনাবাসী খাযরাজ গোত্রের 'বনু নাজ্জার' শাখায়। উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মাতার বংশও এই গোত্রেই ছিল। অর্থাৎ- বংশগতভাবে হাসান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ছিলেন রাসূল (ﷺ)-এর আত্মীয়।

পিতার নাম : সাবিত ইবনু মুনযির ইবনে হারাম।

মাতার নাম : ফুরাইহাহ্ বিনতু খালেদ ইবনু খুনাইস।

নাম ও উপাধি : কবির আসল নাম হাসান, তবে তিনি বিভিন্ন উপনামে পরিচিত ছিলেন, যেমন-

➤ আবূ ওয়ালিদ, ➤ আবূ আব্দির রহমান, ➤ আবুল মিযবার, ➤ আবুল হুসাম, ➤ ইবনুল ফারিয়াহ।

তবে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি ছিল "শা'ইরুর রাসূল" অর্থাৎ- "রাসূলের কবি"।

সাহিত্যিক উত্তরাধিকার

হাসান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন যেখানে সাহিত্য ছিল রক্তে মিশে। তাঁর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, পুত্র 'আব্দুর রহমান, পৌত্র সা'ঈদ এবং কন্যা লায়লা –সকলেই কবি ছিলেন। এটি ছিল প্রকৃত 'কবি বংশ'।

★অফিস সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। সাবেক সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় শুব্বানে আহলে হাদীস।

সংসার জীবন

হাসান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাঁর জীবনে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে নাম জানা যায়–

➤ শাশা (মুযাআহ গোত্রের),

➤ 'উমরাহ্ বিনতু সামিত,

➤ বিশিষ্ট কবি কাইম ইবনু খাতিমের বোন লায়লা।

তাঁর সন্তানদের সম্পর্কে ইবনু কুত্বাইবাহ্ বলেন, "হাসানের সন্তান-সন্ততি নিঃশেষ হয়ে গেছে; তাঁর কোনো উত্তরসূরি জীবিত ছিলেন না।"[৮৬]

রাসূল (ﷺ)-এর সভাকবি হিসেবে

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় কুরাইশের কবিরা বিদ্রুপ ও ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা করত। এর জবাবে রাসূল (ﷺ) বলেন :

"তোমরা মহান আল্লাহর রাসূলকে অস্ত্র দিয়ে যেমন রক্ষা করো, তেমনিভাবে আজ তোমাদের জিহ্বা দিয়েও তাঁকে রক্ষা করতে হবে।"[৮৭]

তখন সাহাবীদের মধ্য থেকে হাসান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন :

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি প্রস্তুত। আমার এই জিভ যদি চুলের ওপর রাখা হয়, চুল কেটে যাবে। আর যদি পাথরের ওপর রাখা হয়, পাথরও ফেটে যাবে।"

এমন প্রতিক্রিয়ায় রাসূল (ﷺ) তাকে দায়িত্ব দিলেন এবং বলেন :

"হে আল্লাহ! রুহুল কুদ্দুস (জিব্রা-ঈল [আলাইহিস সালাম])-এর মাধ্যমে হাসানকে সাহায্য করো।"[৮৮]

আবূ বকরের জন্য হাসানের কবিতা

একবার রাসূল (ﷺ) হাসান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলেন :

"তুমি কি আবূ বক্‌রের সম্পর্কে কোনো কবিতা লিখেছ?"

হাসান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন : "জি, লিখেছি।"

[৮৬] *তাহযিবুল আসমা'- ইবনু কুত্বাইবাহ্।*
[৮৭] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৩৪৫৬।*
[৮৮] *মুসলিম- হা. ২৪৮৫; সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৩৮৪৬।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

তিনি আবৃত্তি করলেন :

"সাওর গুহার সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি তিনিই,
রক্তলোলুপ শৃগালেরা শুঁকে শুঁকে শিখরে এলো।
নবীর পেছনে ছায়ার মতো ছিলেন তিনি–
সবাই জানে, নবীর পর তিনিই শ্রেষ্ঠ।"

এ কবিতা শুনে রাসূল (ﷺ) আনন্দে হেসে বলেন : "তুমি ঠিক বলেছ হাসান! যা বলেছো, তিনি তাই-ই।"[৮৯]

কবিতায় ইসলামী চেতনা

হাসান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর কবিতা কেবল প্রতিক্রিয়া ছিল না, ছিল একপ্রকার ঈমানী ঘোষণা। তিনি এক স্থানে বলেন,

"নবী এসেছেন এক আলোকবর্তিকা হয়ে–
অন্ধকারে পথ দেখাতে।
তিনি ঝলমলে স্বচ্ছ তরবারির মতো–
জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতের পথ দেখান।
তাই আমরা মহান আল্লাহর প্রশংসা করি,
যিনি আমাদের এ নবী দিয়েছেন।"[৯০]

মহানবী (ﷺ)-এর ভালোবাসা

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বর্ণনা করেন : "রাসূল (ﷺ) মসজিদে হাসান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর জন্য মিম্বার স্থাপন করেন। তিনি মিম্বারে উঠে মহানবী (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে কাফিরদের কবিতার জবাব দিতেন। আর রাসূল (ﷺ) বলতেন : 'রূহুল কুদ্দুস তোমাকে সাহায্য করছে, যতক্ষণ তুমি আমাদের পক্ষ হয়ে সত্য বলছ'।"[৯১]

রাসূল (ﷺ)-এর মৃত্যু ও তার প্রতিক্রিয়া

রাসূল (ﷺ)-এর ইন্তেকালের পর হাসান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর হৃদয় ব্যথায় কাঁপছিল। তিনি বলে উঠেছিলেন :

"হায়! আমি যদি তাঁর আগেই মারা যেতাম।
যে ব্যক্তি ছিল আলোকবর্তিকা,
সে চলে গেছে, আমি অন্ধকারে।
ওরে হাসান! চোখে ঘুম নাই কেন?
আর কি ফিরে পাবি সেই প্রভাত?"

---

[৮৯] *আল-ইস্তীআব- ইবনু 'আব্দুল বার।*
[৯০] *দিওয়ানে হাসান- অংশ- ৩।*
[৯১] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৮৫।*

হাদীস বর্ণনায় ভূমিকা

হাসান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) নিজেও কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন :

→ বারা ইবনু 'আযিব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু),
→ সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব (রহিমাহুল্লা-হ),
→ 'উরওয়াহ্ ইবনু যুবাইর (রহিমাহুল্লা-হ),
→ খারিজাহ্ ইবনু যায়েদ (রহিমাহুল্লা-হ)।

ইন্তেকাল

হাসান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ১২০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মতান্তরে তিনি হিজরি ৪৫ সনে মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)'র খিলাফতকালে অথবা 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)'র মৃত্যুর চল্লিশ দিন আগে ইন্তেকাল করেন।

উপসংহার

হাসান ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ছিলেন ইসলাম ও নবীপ্রেমের এক উজ্জ্বল প্রতীক। তিনি কলম দিয়ে জিহাদ করেছেন, যা তরবারির চেয়েও কার্যকর ছিল। তাঁর কবিতা মুসলমানদের আত্মমর্যাদা রক্ষা করেছিল এবং কাফিরদের আত্মতৃপ্তিকে চূর্ণ করেছিল।

হে আল্লাহ! তুমি এই মহান সাহাবির প্রতি দয়ার দৃষ্টি দান করো। তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করো –আমীন। ☒

আল্লামা মোহাম্মদ 'আব্দুল্লাহিল ক্বাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

দা'ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলিল ব্যতীত দা'ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলিল অকার্যকর। সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা।

আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোনো দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এটার উত্থান হয়েছে।

[আহলে হাদীস পরিচিতি]

সূরা আল কাহ্ফ-এ বর্ণিত বাগানের মালিক দুই ব্যক্তির ঘটনা

-আবু তাহসীন মুহাম্মদ

অতীতে কোনো এককালে দু'জন ব্যক্তির মধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছিল। আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে সে ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কুরআন কারীমে ঘটনাটির বর্ণনা এভাবে করা হয়েছে–

﴿وَ اضۡرِبۡ لَهُمۡ مَّثَلًا رَّجُلَیۡنِ جَعَلۡنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَیۡنِ مِنۡ اَعۡنَابٍ وَّ حَفَفۡنٰهُمَا بِنَخۡلٍ وَّ جَعَلۡنَا بَیۡنَهُمَا زَرۡعًا ۝ کِلۡتَا الۡجَنَّتَیۡنِ اٰتَتۡ اُکُلَهَا وَ لَمۡ تَظۡلِمۡ مِّنۡهُ شَیۡئًا ۙ وَّ فَجَّرۡنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ۝ وَّ کَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَ هُوَ یُحَاوِرُهٗۤ اَنَا اَکۡثَرُ مِنۡکَ مَالًا وَّ اَعَزُّ نَفَرًا ۝ وَ دَخَلَ جَنَّتَهٗ وَ هُوَ ظَالِمٌ لِّنَفۡسِهٖ ۚ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنۡ تَبِیۡدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا ۝ وَّ مَاۤ اَظُنُّ السَّاعَۃَ قَآئِمَۃً ۙ وَّ لَئِنۡ رُّدِدۡتُّ اِلٰی رَبِّیۡ لَاَجِدَنَّ خَیۡرًا مِّنۡهَا مُنۡقَلَبًا ۝ قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَ هُوَ یُحَاوِرُهٗۤ اَکَفَرۡتَ بِالَّذِیۡ خَلَقَکَ مِنۡ تُرَابٍ ثُمَّ مِنۡ نُّطۡفَۃٍ ثُمَّ سَوّٰىکَ رَجُلًا ۝ لٰکِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّیۡ وَ لَاۤ اُشۡرِکُ بِرَبِّیۡۤ اَحَدًا ۝ وَ لَوۡ لَاۤ اِذۡ دَخَلۡتَ جَنَّتَکَ قُلۡتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنۡ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنۡکَ مَالًا وَّ وَلَدًا ۝ فَعَسٰی رَبِّیۡۤ اَنۡ یُّؤۡتِیَنِ خَیۡرًا مِّنۡ جَنَّتِکَ وَ یُرۡسِلَ عَلَیۡهَا حُسۡبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصۡبِحَ صَعِیۡدًا زَلَقًا ۝ اَوۡ یُصۡبِحَ مَآؤُهَا غَوۡرًا فَلَنۡ تَسۡتَطِیۡعَ لَهٗ طَلَبًا ۝ وَ اُحِیۡطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصۡبَحَ یُقَلِّبُ کَفَّیۡهِ عَلٰی مَاۤ اَنۡفَقَ فِیۡهَا وَ هِیَ خَاوِیَۃٌ عَلٰی عُرُوۡشِهَا وَ یَقُوۡلُ یٰلَیۡتَنِیۡ لَمۡ اُشۡرِکۡ بِرَبِّیۡۤ اَحَدًا ۝ وَ لَمۡ تَکُنۡ لَّهٗ فِئَۃٌ یَّنۡصُرُوۡنَهٗ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَ مَا کَانَ مُنۡتَصِرًا ۝ هُنَالِکَ الۡوَلَایَۃُ لِلّٰهِ الۡحَقِّ ؕ هُوَ خَیۡرٌ ثَوَابًا وَّ خَیۡرٌ عُقۡبًا﴾

"তুমি তাদের নিকট পেশ করো ঐ দু' ব্যক্তির উপমা : যাদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম দু'টি আঙ্গুর-উদ্যান এবং এ দু'টিকে আমি খেজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র। উভয় উদ্যানই ফলদান করত এবং এতে কোনো ত্রুটি করত না আর উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলল, 'ধন-সম্পদে আমি তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমার অপেক্ষা শক্তিশালী।' এভাবে নিজের প্রতি যুল্ম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল। সে বলল, 'আমি মনে করি না যে, এটা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে; 'আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তবে আমি তো নিশ্চয়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।' তদুত্তরে তার বন্ধু তাকে বলল, 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হতে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে?' 'কিন্তু তিনিই আল্লাহ, আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করি না।' 'তুমি যখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললে না, 'আল্লাহ যা চান তাই হয়, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো শক্তি নেই?' তুমি যদি ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে করো– 'তবে হয়তো আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ হতে নির্ধারিত বিপর্যয় প্রেরণ করবেন, যার ফলে সেটা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত হবে। 'অথবা সেটার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনো সেটা সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না।' তার ফল-সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য আক্ষেপ করতে লাগল যখন সেটা মাচানসহ ভূমিসাৎ হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, 'হায়, আমি যদি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক না করতাম!' আর আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোনো লোকজন ছিল না এবং সে

নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হলো না। এ ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব আল্লাহরই, যিনি সত্য। পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।"[৯২]

আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী সময়ে দুই ব্যক্তির একজনকে আঙ্গুরের দু'টি বাগান দিয়েছিলেন। বাগান দু'টির চারপাশে ছিল খেজুর গাছের সারি আর মাঝখানে শস্যক্ষেত্র। উভয় বাগানেই বিপুল পরিমাণ ফল ধরত এবং বাগান দু'টির মাঝখানে ছিল বহতা নদী। আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। একদিন সে তার বাগানে ঢোকার সময় অপর ব্যক্তিকে বলল, আমার অর্থ-বিত্তও তোমার চেয়ে বেশি এবং আমার জনবলও তোমার চেয়ে শক্তিশালী। সে আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হয়ে এ কথাও বলল যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি না। আমার ধারণা কিয়ামতও কখনো হবে না। আর আমাকে যদি আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতেও হয়, তাহলেও নিশ্চিত আমি সেখানে এর চেয়েও উত্তম কিছু পাব।

এই ব্যক্তি নিজের বিত্ত-বৈভব ও দলবল নিয়ে গর্ব করত ও অন্যদেরকে তুচ্ছ মনে করত। আখিরাত ভুলে পার্থিব ধন-সম্পদে বিভোর হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তার এই স্বভাব-চরিত্রকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, সে নিজের ওপর যুল্ম করছিল। তখন অপর ব্যক্তি বলল : তুমি কি সেই সত্তার সাথে কুফ্‌রী আচরণ করছ, যিনি তোমাকে মাটি ও তারপরে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং পরবর্তীতে একজন সুস্থ-সবল মানুষ বানিয়েছেন? আমি কিন্তু বিশ্বাস করি মহান আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং আমি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।

সে আরো বলল, আচ্ছা, তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করছিলে, তখন কেনো বললে না : আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই হয়। মহান আল্লাহর তাওফীক্ব ছাড়া কারো কোনো ক্ষমতা নেই। এরপরে সে বলল, তুমি যদি মনে করো আমার সম্পদ ও সন্তান তোমার চেয়ে কম, তাহলে মনে রেখ, আমার প্রতিপালকের পক্ষে অসম্ভব নয়, তিনি আমাকে তোমার বাগানের চেয়েও উৎকৃষ্ট জিনিস দান করবেন। আর কোনো আসমানী দুর্যোগ পাঠিয়ে তোমার বাগানকে মরু বিয়াবান বানিয়ে দেবেন। এতে যে নদী বয়ে যাচ্ছে, তার পানি ভূগর্ভে নেমে যাবে, তুমি তা খুঁজেও পাবে না।

যে ব্যক্তি নিজের আঙ্গুর বাগান ও অর্থ-সম্পদ নিয়ে গর্ব করেছিল এবং আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কুফ্‌রী করেছিল, তার ওপর মহান আল্লাহর 'আযাব নেমে আসল। এক সকালে দেখল, আঙ্গুর বাগান মাচানসহ ধসে গেছে। সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। সে কিছুই রক্ষা করতে পারল না। তখন আফসোস করা ছাড়া তার আর কিছুই করার থাকল না।

সে বলতে লাগল, হায়! আমি যদি আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক না করতাম! সে উপলব্ধি করতে পারল, আল্লাহ তা'আলাই উত্তম দাতা এবং কেবল তিনিই সাহায্য করতে পারেন। তিনি ছাড়া কারো সাহায্য করার ক্ষমতা নেই এবং তিনিই উত্তম প্রতিদান দান করেন।

শিক্ষণীয় বিষয়

এই দুই ব্যক্তির ঘটনা সকলের জন্যই অনেক শিক্ষণীয়। ধন-সম্পদ অনেক সময় মানুষকে এভাবেই বিপথগামী করে ফেলে। অহংকারী করে তোলে। সম্পদের মোহে পড়ে কেউ কেউ মহান আল্লাহকে ভুলে যায়, যিনি সম্পদ দান করেছেন। যেখানে তার বেশি বেশি শোকর আদায় করার কথা, এ নিয়ামতের যথাযথ হক্ব আদায় করার কথা, যেন আল্লাহ তা'আলা এ নিয়ামত বহাল রাখেন। অথচ সে শোকরগোজারী ভুলে আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করে। সে নিজের প্রতিও যুল্ম করে, অন্যদের প্রতিও যুল্ম করে। তার মনে থাকে না যে, আল্লাহ তা'আলা চাইলে মুহূর্তেই এ সম্পদ ধ্বংস করে দিতে পারেন। যেমন এ ঘটনায় এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটেছে। আবার বিত্তশালী কারূনও ধন-সম্পদ নিয়ে অহংকার প্রদর্শন করায় কীভাবে ধ্বংসের অতলে পতিত হয়েছিল, সে কথাও আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে উল্লেখ করেছেন। ☒

[92] সূরা আল কাহ্‌ফ : ৩২-৪৪।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

বিশেষ মাসায়িল

আমরা কীভাবে নাফসে মুতমাইন্নার গুণে গুণান্বিত হব?

আরাফাত ডেস্ক : ইসলামের বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ অনুযায়ী মানব আত্মা একটি পরিশোধনযোগ্য সত্তা। কুরআনুল করীমে আল্লাহ তা'আলা আত্মার বিভিন্ন অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থান হলো নফসে মুতমাইন্নাহ –সেই আত্মা যা প্রশান্ত, মহান আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্ট এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিবেদিত।

সালাফে সালেহীন (সাহাবি, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন) যে মানহায অনুসরণ করেছেন, তা হলো– কিতাব ও সহীহ সুন্নাহর প্রতি দৃঢ় আনুগত্য, তাওহীদে দৃঢ়তা এবং বিদ'আত ও শিরক থেকে মুক্তি। নফসে মুতমাইন্নাহ অর্জনের মূল শর্তও এ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করো সন্তুষ্ট হয়ে এবং সন্তুষ্টি নিয়ে। প্রবেশ করো আমার বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।"[৯৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "এটি সেই মু'মিনের আত্মা, যে মৃত্যুর মুহূর্তে জান্নাতের সুসংবাদ পাবে এবং কবর থেকে শুরু করে জান্নাত পর্যন্ত প্রশান্ত থাকবে।"[৯৪]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : "যখন মু'মিনের মৃত্যু আসে, তার কাছে রহমতের ফেরেশ্তারা আসে এবং বলে– 'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি বের হয়ে এস মহান আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে'।"[৯৫]

অন্য হাদীসে এসেছে, "তোমরা এমন 'আমল করো, যার মাধ্যমে তোমরা মৃত্যু আসার আগে জান্নাতের সুসংবাদ পাবে।"[৯৬]

নফসে মুতমাইন্নাহ'র বৈশিষ্ট্য : সালাফে সালেহীনদের দৃষ্টিতে নফসে মুতমাইন্নাহ মানে হলো–

→ **'আক্বীদাহ্র ক্ষেত্রে তাওহীদে দৃঢ়তা :** মহান আল্লাহর সাথে কোনো শির্ক না করা।[৯৭]

→ **'ইবাদতে সুন্নাহ অনুসরণ :** রাসূল (ﷺ)-এর বর্ণিত পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতি গ্রহণ না করা।[৯৮]

→ **বিদ'আত থেকে মুক্ত থাকা :** রাসূল (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ কাজে এমন কিছু যোগ করবে, যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।"[৯৯]

→ **গুনাহ থেকে বাঁচা ও তাওবাহ্ করা :** সালাফে সালেহীনরা সবসময় নিজেদের হিসাব নিতেন, যাতে মহান আল্লাহর সামনে পরিষ্কার হতে পারেন।

→ **সবর ও তাওয়াক্কুল :** সুখে-দুঃখে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়া।

আত্মার পরিশুদ্ধির প্রক্রিয়া (তাজকিয়া) সালাফী দৃষ্টিকোণ থেকে **কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে তাজকিয়া** হলো–

→ শির্ক, কুফ্র, বিদ'আত ও বড় গুনাহ থেকে মুক্তি।

→ ফরয 'ইবাদতে দৃঢ়তা ও সুন্নাহ 'আমলে আগ্রহী হওয়া।

→ হৃদয়কে রিয়াকারী, অহংকার ও হিংসা থেকে পরিষ্কার রাখা।

→ কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক জ্ঞান অন্বেষণ করা।

→ মহান আল্লাহর যিক্‌রে অন্তর প্রশান্ত করা।[১০০]

ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : "নফসে মুতমাইন্নাহ সেই আত্মা, যা মহান আল্লাহর প্রতি 'ইবাদতে দৃঢ় হয় এবং কিতাব ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।"[১০১]

কীভাবে অর্জন সম্ভব (সালাফী নির্দেশনা)?

১. 'আক্বীদাকে বিশুদ্ধ করা– শির্ক, কুফ্র ও বিদ'আতের সব রূপ থেকে মুক্ত হওয়া।

২. তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা– তাওহীদ উলুহিয়াহ, রুবুবিয়াহ ও আসমা-ওয়া-সিফাত দৃঢ়ভাবে মানা।

৩. কিতাব ও সহীহ সুন্নাহ মেনে চলা– কোনো মতবাদ, তরিকাহ বা মাযহাবকে সুন্নাহর ওপরে স্থান না দেয়া।

৪. তাওবাহ্ ও ইস্তেগফার করা– মহান আল্লাহর কাছে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা।

৫. সালাফে সালেহীনদের পথে চলা– সাহাবাদের পথ অনুসরণ করা।

৬. ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা– দুঃখে ধৈর্যশীল এবং সুখে শোকরিয়া আদায়।

পরিশেষে বলা যায়, নফসে মুতমাইন্নাহ অর্জন মানে হলো তাওহীদে দৃঢ়তা, সুন্নাহর অনুসরণ, বিদ'আত ও শিরক থেকে মুক্তি এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন পরিচালনা। এটি কেবল আধ্যাত্মিক প্রশান্তি নয়; বরং জান্নাতের সুসংবাদের প্রথম ধাপ। ☒

---

[৯৩] *সূরা আল-ফজর : ২৭-৩০।*
[৯৪] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*
[৯৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৮৭২।*
[৯৬] *সহীহুল বুখারী- কিতাবুর রিকাক।*
[৯৭] *সূরা আয্-যুমার : ৬৫।*
[৯৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৬৯৭।*
[৯৯] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।*
[১০০] *সূরা আর্ রা'দ : ২৮।*
[১০১] *মাজমু ফাতাওয়া।*

আল্লাহর প্রিয় নারীদের গুণাবলি

–মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম★

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যাদের ভালোবাসেন, তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান ও সাফল্য দান করেন।

পুরুষের মতো নারীর ক্ষেত্রেও কিছু নির্দিষ্ট গুণাবলি আছে যা তাকে মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দীর মর্যাদায় উন্নীত করে। একজন মু'মিন নারীর প্রধান পরিচয় হলো তার ঈমান, লজ্জাশীলতা, আনুগত্য এবং তার আত্মসংযমী জীবনধারা। আজকের সমাজে যখন নারীর ভূমিকাকে কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হচ্ছে, তখন কুরআন ও হাদীসের আলোকে নেককার নারীর গুণাবলি অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১. ঈমান ও তাক্বওয়া– মূল ভিত্তি : আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বারবার ঈমানদার নারী-পুরুষের প্রশংসা করেছেন,

﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ... أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

"নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী... আল্লাহ তাদের জন্য মাগফিরাত ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।"[১০২]

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি হলো এমন একটি গুণ, যা নারীর সমস্ত কর্ম ও চিন্তাকে আল্লাহভীতির আলোকে পরিচালিত করে। এই গুণ ছাড়া কোনো নারীর পবিত্র জীবনযাপন সম্ভব নয়।

২. নামায, রোযা ও 'ইবাদতের গুরুত্ব : মহান আল্লাহর প্রিয় নারীরা কখনো নামাযে অবহেলা করেন না। হাদীসে এসেছে–

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ.

"যে নারী তার পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমাযানের রোযা রাখে, যৌন অঙ্গের হেফাজত করে, স্বামীর আনুগত্য করে– তাকে বলা হবে– জান্নাতের যে দরজা দিয়ে চাও, প্রবেশ করো।"[১০৩]

নামায-রোযা নারীকে আখলাক ও আচরণে উন্নত করে, তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়।

৩. পবিত্রতা ও লজ্জাশীলতা : নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য তার লজ্জাশীলতায়। রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ.

"লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।"[১০৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِۦ مَرَضٌ﴾

"তোমরা কণ্ঠস্বর নরম করো না, যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা লালসা করে বসে।"[১০৫]

মহান আল্লাহর প্রিয় নারীরা তাদের কথা-বার্তা, পোশাক-আশাক ও আচরণে সর্বদা লজ্জাশীলা হন।

৪. স্বামীর আনুগত্য ও ঘরোয়া দায়িত্বে নিষ্ঠা : নবী (ﷺ) বলেন,

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ.

"সর্বোত্তম নারী সেই, যাকে দেখলে স্বামী খুশি হয়, আদেশ করলে মানে এবং নিজের ও স্বামীর সম্পদে তার অপছন্দনীয় কিছু করে না।"[১০৬]

আজকাল 'স্বামীর আনুগত্য' শব্দটিকে অপমানজনক করে তোলা হয়েছে। অথচ ইসলামে এটি একটি মহৎ গুণ, যা পরিবারকে টিকিয়ে রাখে।

★ *সহ-সাংগঠনিক সেক্রেটারি, কেন্দ্রীয় জমঈয়ত ও ব্যাংক কর্মকর্তা।*

[১০২] *সূরা আল আহ্যা-ব : ৩৫।*

[১০৩] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৬৬৪।*

[১০৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ৩৫।*

[১০৫] *সূরা আল আহ্যা-ব : ৩২।*

[১০৬] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৩২৩১।*

৫. সন্তান প্রতিপালনে মনোযোগী : মহান আল্লাহর প্রিয় নারীরা কেবল সন্তান জন্ম দেন না; বরং সন্তানের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেন, নেক বান্দা হিসেবে গড়ে তোলেন। হাদীসে এসেছে–

اَلْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا.

"নারী তার স্বামীর ঘরে অভিভাবক এবং সে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।"[১০৭]

৬. খারাপ গুণাবলি যা নারীর মর্যাদা নষ্ট করে : মহান আল্লাহর প্রিয় নারীরা কিছু গুণ থেকে নিজেদের দূরে রাখেন–

ক. তাবাররুজ বা প্রকাশ্য সাজসজ্জা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ﴾

"তোমরা পূর্বের জাহেলিয়াত যুগের মতো প্রকাশ্যে সাজসজ্জা করো না।"[১০৮]

খ. গীবত, অপবাদ ও কুৎসা রটানো : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না।"[১০৯]

গ. স্বামী-অবাধ্যতা ও সংসার জীবনে বিদ্রোহী মনোভাব : এ ধরনের আচরণ মহান আল্লাহর গজব ডেকে আনে।

৭. আজকের মুসলিম নারীদের মাঝে দেখা যায় যেসব অবহেলা : বর্তমান যুগে মুসলিম নারীদের মাঝে অনেক নেক গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও কিছু দুঃখজনক অবহেলা লক্ষ্য করা যায়, যা মহান আল্লাহর নিকটপ্রিয়তা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই অবহেলাগুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি।

ক. নামাযে অবহেলা : অনেক নারী নামায নিয়মিত আদায় করেন না বা দেরিতে পড়েন, যা ঈমানের দুর্বলতার প্রমাণ। অথচ নামায হচ্ছে ইসলাম ও কুফ্‌রের পার্থক্যকারী একটি প্রধান 'ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ○ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾

"অতএব ধ্বংস সেই নামাযীদের জন্য, যারা তাদের নামাযের প্রতি গাফেল।"[১১০]

খ. হিজাব ও পর্দার ব্যাপারে উদাসীনতা : ইসলাম নারীর জন্য পর্দা ফর্‌য করেছে, কিন্তু অনেক নারী আজ পশ্চিমা পোশাক সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়ে হিজাব পরেন না অথবা সাজ-সজ্জা করে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করেন। এমনকি অনেকেই হিজাবের আড়ালে ফ্যাশনকে প্রাধান্য দেন, যা প্রকৃত পর্দার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ﴾

"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মু'মিন নারীদের বলুন : তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়।"[১১১]

গ. সোশ্যাল মিডিয়ায় আত্মপ্রদর্শন ও আত্মপ্রচারণা : আজকাল অনেক নারী নিজেদের ছবি, সাজসজ্জা ও ব্যক্তিগত জীবনের বিষয় সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেন, যা গোপনীয়তা, লজ্জাশীলতা ও আত্মসম্মানের পরিপন্থী। এতে শুধু পাপ বৃদ্ধি পায় না; বরং অন্যদের ঈর্ষা, অহংকার এবং নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ডের পথ খুলে যায়। রাসূল (ﷺ) বলেন :

كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ.

"আমার উম্মতের সবাইকে ক্ষমা করা হবে, তবে যারা প্রকাশ্যে গুনাহ করে তারা ব্যতিক্রম।"[১১২]

এছাড়া রিয়া সম্পর্কে নবী (ﷺ) বলেছেন :

أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ.

---

[১০৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৮৯৩।*
[১০৮] *সূরা আল আহ্‌যা-ব : ৩৩।*
[১০৯] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১২।*
[১১০] *সূরা আল মাউন : ৪-৫।*
[১১১] *সূরা আল আহ্‌যা-ব : ৫৯।*
[১১২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০৬৯।*

“আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটি সম্পর্কে আশঙ্কা করি, তা হলো ছোট শির্ক (লোক দেখানো)।”[১১৩]

ঘ. পরিবারের প্রতি দায়িত্বে উদাসীনতা : অনেক নারী নিজেদের ক্যারিয়ার বা সোশ্যাল লাইফে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, স্বামী-সন্তান ও সংসারের দায়িত্ব পালনে গাফিল হন। ফলে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয় এবং সন্তানদের মাঝে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়। রাসূল (ﷺ) বলেন :

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا.

“নারী তার স্বামীর ঘরে অভিভাবক এবং সে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।”[১১৪]

ঙ. সময়ের অপচয় ও পরনিন্দায় জড়িয়ে পড়া : বিনোদন, গল্প, সিরিয়াল, ইউটিউব বা অপ্রয়োজনীয় আড্ডার মাধ্যমে মূল্যবান সময় নষ্ট করা, গীবত ও অপবাদে লিপ্ত হওয়া অনেক নারীর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অথচ এক মিনিট সময়েও মহান আল্লাহর যিক্র, কুরআন তিলাওয়াত বা সন্তানকে নেক পথে পরিচালনার কাজ করা সম্ভব।

চ. ইসলামী জ্ঞানের প্রতি উদাসীনতা : অনেক নারী নিজ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান যেমন- নামায, রোযা, পবিত্রতা, সন্তানের হক্ব, স্বামীর অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা পত্রিকা, টিভি বা ফ্যাশন সম্পর্কে জানে, কিন্তু ইসলামের আদর্শিক দিকগুলোকে অগ্রাহ্য করে।

৮. করণীয় ও উপসংহার : মহান আল্লাহর প্রিয় নারী হতে হলে মু’মিন নারীদের উচিত কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জীবন গঠন করা। পশ্চিমা সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্য ও স্বাধীনতার নামে ফাঁদে পা না দিয়ে, ইসলামের সরল ও পবিত্র জীবনব্যবস্থার মধ্যে ফিরে আসা জরুরি। নারীকে তার পরিবার, সমাজ ও জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হলে তাকে সর্বাগ্রে হতে হবে ঈমানদার, নেককার ও আত্মসংযমী। ☒

---

[১১৩] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ২৭৭৪২।*

[১১৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৮৯৩; সহীহ মুসলিম- হা. ১৮২৯।*

দু‘আর আবেদন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এই অবস্থায়, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর পক্ষ থেকে দেশবাসী ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর প্রতি বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে, আপনারা তাঁর দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য পরম করুণাময় মহান আল্লাহর দরবারে আন্তরিকভাবে দু‘আ করুন।

اَللّٰهُمَّ اشْفِهِ شِفَاءً عَاجِلًا كَامِلًا أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَهُ شِفَاءً عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ.

আল্লাহ তা‘আলা যেন তাঁকে দ্রুত ও সম্পূর্ণ সুস্থতা দান করেন –আমিন।

মৃত্যু সংবাদ

ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আব্দুস সাত্তার (রহিমাহুল্লাহ)’র জ্যেষ্ঠ সন্তান এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী’র বড় ভাই মাওলানা মোহাম্মদ আলী গত শুক্রবার (০১ আগস্ট ২০২৫) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

মরহুম দীর্ঘদিন যাবত ইসলামী শিক্ষা ও সমাজসেবায় নিয়োজিত ছিলেন। এলাকায় তিনি একজন সম্মানিত আলেম ও দ্বীনদার ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

মাইয়্যিতের জানাযায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, আলেম-ওলামা, আত্মীয়-স্বজন ও এলাকার শত শত মানুষ অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেল মরহুমের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনায় সকলের দু‘আ চাওয়া হয়েছে।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

ভদ্রতার স্বরূপ সন্ধানে

-মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম*

জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক যুগে সবাই প্রতিযোগী। সবদিক থেকে নিজেকে যোগ্য বলে পরিচয় দেওয়ার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আজকের তরুণ-তরুণী। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয়সহ যাবতীয় উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী আজকের তরুণ সমাজ। ফলে সবদিক থেকে অগ্রগতি হলেও আদবকেতার চরম সংকট আজকের তরুণ-তরুণীর।

যুগের ঝাঁঝালো রঙ্গিন চশমা পরে পাশ্চাত্যের আদব (ভদ্রতা) গ্রহণ করাটাই শ্রেয় মনে করছে আজকের আধুনিক তরুণ সমাজ। আধুনিক যুগে মানুষের অবস্থা উন্নতির দিকে ধাবিত হলেও মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক বন্ধন, সহমর্মিতা, পারিবারিক সুসম্পর্কসহ যাবতীয় বিষয়ে মারাত্মক অবনতি ঘটছে। আধুনিক সমাজে মানুষের শুধু পার্থিব ও মানসিক অগ্রগতি ঘটছে। যার ফলে আধুনিকতার দোহাই দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি উন্নত সভ্যতার বলিষ্ঠ চেতনার দিকে। গ্রহণ করছি রঙ্গিন পর্দার ভদ্রতার রেশমি রুমাল। কখনো কোনোদিন বিবেককে প্রশ্ন করি না। রঙ্গিন পর্দার ভদ্রতার রেশমি রুমাল আদৌ কতটুকু আমার আপনার জন্য গ্রহণযোগ্য?

আমি আপনি তো পরগাছা নই যে, অন্যের আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে! আমার নিজের ব্যক্তি স্বাধীনতা, কথা বলার স্বাধীনতা, নিজের স্বতন্ত্র সক্রিয়তা আছে। আছে নিজের গৌরবার্জন সোনালী ইতিহাস। আছে মহত্তম আদর্শের ভদ্রতার অজস্র মর্মস্পর্শী হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার ইতিহাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আজকের তরুণ-তরুণী পড়ে না, পড়ার চেষ্টাও করে না। বড়ই আফসোস হলো এ সকল তরুণ-তরুণীর জন্য যে, তাদের জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পিপাসা নেই শুধু কোনো রকম পরীক্ষায় পাশ করার জন্য কিংবা একাডেমিক পাঠ্যবই সীমাবদ্ধ থেকে ভালো রেজাল্ট করার আশায় দিনাতিপাত করা। আমরা ভালো ছাত্র হতে পারি বটে কিন্তু ভালো আদর্শবান ছাত্র হতে পারি না। আমরা ছাত্র জীবনে খুব মুখস্থ করি–

Morality, Truthfulness, Honesty, Value of time, Air pollution, Sound pollution, Environment pollution, Drug addiction, Terrorism.

ভাবসম্প্রসারণ– সবার ওপর মানুষ সত্য তাহার ওপর নাই, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, যেমন কর্ম তেমন ফল ইত্যাদি। কিন্তু ছাত্র জীবন শেষ হওয়ার আগেই আমাদের মধ্যে এই গৎবাধা বিষয়গুলোর ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত হয় না, বিবেকে উদয় হয় না পরিবেশকে দূষণমুক্ত হওয়ার চেতনা; বরং আমরাই বিভিন্ন মাধ্যমে হর্ণ, বাঁশি, ঢোল ইত্যাদি বাজিয়ে পরিবেশ দূষণ করছি। পরীক্ষার খাতায় এগুলো খুব সুন্দরভাবে লিখে স্যারের কাছ থেকে ১০০ মার্ক পেয়ে সবার কাছে বাহ্বা পাই বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের বাইরে এসে ঠিকই রাস্তার পাশে বসে মেয়েদের ইভটিজিং করি। এরকম গৎবাঁধা শিক্ষার আদৌ কোনো রকম উন্নতি সাধন হবে কি আজকের ছাত্র সমাজের? প্রয়োজন ছাত্র সমাজের রূহের তথা আত্মিক উন্নতি সাধন। প্রয়োজন ভদ্রতা শিক্ষার বিশেষ ক্লাস। কাকে, কোথায়, কিভাবে সম্মান করতে হবে এ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন ছাত্র সমাজ।

“ছোটদের স্নেহ বড়দের সম্মান করা” এই কথা বইয়ের পাতায় থেকে যায় কিন্তু কখনো বাস্তবায়ন করি না। সত্যি বলছি! আজকের ছাত্রসমাজ ভদ্রতার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ঝুলি বড় তিক্ত। আমার বন্ধুর কোচিংয়ে জেএসসি পরীক্ষার্থীর বিদায়ী অনুষ্ঠানে আমাকে নিমন্ত্রণ জানালে উপস্থিত হই। পরীক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেওয়ার পর হঠাৎ তারা আমার পায়ে কদমবুসি তথা পা ধরে সালাম করার জন্য আসা মাত্র আমি লাফ দিয়ে চেয়ারে উঠি এবং জোরালোভাবে বলি এরূপ করছো কেন? এটা কখনো সম্মান হতে পারে না। খবরদার! এরূপ করবা না। কেননা এটা ইসলামে নিষিদ্ধ। কেননা এর মাধ্যমে নিজেকে অন্যের জন্য সঁপে দোয়া হয়। নিজেকে তুচ্ছ এবং অন্যজনকে মহান হিসেবে গ্রহণ করা হয়। যা কখনো ইসলাম সাপোর্ট করে না। মানুষ কেবলমাত্র মাথা নোয়াবে সৃষ্টিকর্তার নিকট। *[পরবর্তী অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

**শিক্ষক, রাযিয়া হিফযুল কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক একাডেমী, সদর, দিনাজপুর।*

ওয়াসীয়াত

–জান্নাতুল মহল

একজন মুসলিমের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো–

১) দ্রুত ওয়াসীয়াতনামা লিখে রাখা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الۡمَوۡتُ اِنۡ تَرَكَ خَيۡرَا ۨ الۡوَصِيَّةُ لِلۡوَالِدَيۡنِ وَالۡاَقۡرَبِيۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ حَقًّا عَلَى الۡمُتَّقِيۡنَ﴾

"তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে, যখন তোমাদের কারো সামনে মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সেই ব্যক্তি কিছু সম্পত্তি ছেড়ে যায়, তবে সে ব্যক্তি যেন সঙ্গতভাবে ওয়াসীয়াত করে যায়, পিতা-মাতা ও নিকট সম্পর্কীয়দের জন্য, মুত্তাকীদের জন্য এটা একটা কর্তব্য।"[১১৫]

২) নিকট আত্মীয়ের জন্য ওয়াসীয়াত এবং দেনা-পাওনা বা ওয়াদা বা ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার জন্য ওয়ারিসদের ওয়াসীয়াত করে যাওয়া : জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

যখন উহুদ যুদ্ধের সময় উপস্থিত হলো, তখন রাতের বেলা আমার পিতা আমাকে বললেন, আমার মনে হয় যে, নবী (ﷺ)-এর সাহাবীগণের মধ্যে যারা প্রথম শহীদ হবেন, আমি তাদের মধ্যে একজন হব। আর আমি আমার (মৃত্যুর) পরে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ব্যতীত তার চেয়ে অধিকতর প্রিয় কাউকে রেখে যাচ্ছি না। আমার যিম্মায় করয (ঋণ) রয়েছে। তুমি তা পরিশোধ করবে। তোমার বোনদের ব্যাপারে সদুপদেশ গ্রহণ করবে। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, পরদিন সকাল হলে (আমরা দেখলাম যে, তিনিই প্রথম শহীদ)।[১১৬]

কেননা, অপরের সম্পদ আত্মসাতের বা ঋণের কারণে পরকালের ঐ ব্যক্তির গুনাহ আত্মসাৎকারীর ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে অথবা নিজের 'ইবাদত ঐ ব্যক্তি নিয়ে নেবে।[১১৭]

৩) ওয়াসীয়াতনামা লিখতে বিলম্ব না করা : ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

ওয়াসীয়াতযোগ্য সম্পদ কারো কাছে থাকলে, সে লোক যেন ওয়াসীয়াত লেখা ছাড়া দুই রাতও না কাটায়।[১১৮]

রাসূল (ﷺ) যেদিন বলেছেন যে, ওয়াসীয়তনামা না লিখে দুই রাতও অতিবাহিত করা ঠিক নয়– এরপর থেকে ওয়াসীয়তনামা প্রস্তুত না করে আমি এক রাতও যাপন করিনি।[১১৯]

৪) মৃত্যুর পর ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী গোসল, জানাযা, দাফন এবং মৃত্যুপরবর্তী দ্বীন ইসলামের ওপর নির্দেশিত জীবনের নির্দেশনায় ওয়াসীয়াত করে যাওয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে মৃত্যুর পর শরীয়াহ বহির্ভূত সে কর্মের গুনাহ তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

অতএব, জীবনের নির্ধারিত শেষ সময় আসার আগেই ওয়াসীয়াত লিখে রাখা আমাদের কর্তব্য। কিভাবে ওয়াসীয়াত লিখবো তার একটি নমুনা সংযুক্ত হলো। তবে ব্যক্তিগত কোনো ওয়াসীয়াত থাকলে তাও লিখে রাখা প্রয়োজন।

---

[১১৫] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮০।*

[১১৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৫১।*

[১১৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬৭১।*

[১১৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৭৩৮।*

[১১৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৭৩৮।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওয়াসীয়াতনামা

আমি .... একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল, মহান আল্লাহর কিতাব, মালাইকা, তাক্বদীর ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রেখে, জেনে, বুঝে ও সজ্ঞানে আমার স্বামী ও সন্তানদের (ওয়ারিসদের) এ মর্মে ওয়াসীয়াত করছি যে,

১. তোমরা সদা-সর্বদা দ্বীন ইসলামের ওপর অটল থাকবে এবং তোমাদের মৃত্যু যেন হয় ঈমানের সাথে মুসলিম হয়ে সেজন্য সচেষ্ট থাকবে, সদা-সর্বদা অন্তরে ও কর্মে মহান আল্লাহর প্রতি ভয় রেখে চলবে।

২. আল্লাহর সকল আদেশ ও নিষেধ মেনে চলবে। গুনাহকে সব সময় ভয় পাবে। তোমাদের সন্তানদেরকেও এ ব্যাপারে নির্দেশ দেবে। তোমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের কন্যাদের পূর্ণ হিজাব দেবে।

৩. তোমাদের সন্তান বা আমাদের বংশধরদের দ্বীন ইসলামের জ্ঞান, কুরআনের জ্ঞান অবশ্যই দান করবে। আর তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধানই যেন হয় একমাত্র বিধান।

৪. তোমরা ভাই-বোনেরা নিজেরা আর তোমাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মিলে-মিশে থাকবে। পরস্পর সুন্দর আচরণ করবে। আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্ক বজায় রেখে চলবে। আত্মীয় স্বজন ও আপনজনদেরকে দা'ওয়াত দেবে এবং তাদের দা'ওয়াত কবুল করবে। একজনের প্রয়োজনে অপরজন এগিয়ে আসবে। পরস্পর সহযোগিতা করবে। আল্লাহ তা'আলা না করুক, তোমাদের কারো অর্থনৈতিক সমস্যা বা যে কোনো সমস্যা দেখা দিলে অপরজনেরা তার পার্শ্বে সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল দান করুন।

৫. বাবা-মা ও প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণ করবে। তাদের হক্ব আদায় করবে।

৬. আমার প্রিয় দ্বীনের ভাই-বোনদের সাথে সুসম্পর্ক রাখবে। মাঝে-মধ্যে তাদেরকে গিফ্ট দেবে। **মৃত্যুর খবর তাদের কাছে পৌঁছে দেবে এবং তাদেরকে বলবে দু'আ করতে।**

৭. আমার মৃত্যুর পর আমার ভাই-বোনদের সাথে এবং আমার পছন্দের আত্মীয় বা বন্ধুদের খোঁজখবর নেবে। আর তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখবে।

৮. আমার মৃত্যুর পর কেউই বিলাপ করে কাঁদবে না। মহান আল্লাহকে দোষারোপ করবে না।

৯. গোসল, জানাযা ও কাফন-দাফনে ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী সুন্নাহ মোতাবেক সবকিছু সম্পন্ন করবে। মৃত্যুপরবর্তী সাতদিন বা চল্লিশ দিনে বা যে কোনো দিনে কোনো খানাপিনার আয়োজন করবে না। **বিদ'আত বা শরীয়ত বহির্ভূত কোনো কাজ করবে না।**

১০. আমার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে প্রথমে আমার ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করে দেবে। এরপর ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী ভাই-বোনদের মধ্যে বন্টন করে নেবে। এই বন্টনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করবে। মনে রেখো– ইয়াতীমের হক্ব আদায়ে দেরী করা মোটেই ঠিক নয়। সম্পদের চার ভাগের একভাগ অথবা প্রয়োজন থাকলে তা রেখে কিছু সম্পদ সাদাক্বাহ্ করবে– সহীহ মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও ইয়াতীমদের লালন-পালনে। প্রতিদিন সকালে সাধ্যমতো কিছু টাকা একটা খামে বাবা-মার জন্য সাদাক্বাহ্ করবে। মাস শেষে টাকাটা বিভিন্ন সহীহ মাদ্‌রাসা, মসজিদ এবং সহীহ বই প্রিন্টিং-এর জন্য দান করবে। মনে রেখো– সাদাক্বাহ্ কবরের উত্তাপকে ঠাণ্ডা করে।

১১. আমার রেখে যাওয়া মিরাস (যা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত) আল্লাহ ও তার রাসূলের যে কোনো নিষিদ্ধ কাজে ব্যবহার করবে না।

১২. প্রতিদিন প্রতি সালাতের শেষে সালাম ফিরাবার পূর্বে "রব্বিরহামহুমা কামা রব্বাইয়ানি সগীরা" দু'আটি বলবে। প্রতিদিন বাবা-মা, আত্মীয় স্বজনদের জন্য দু'আ করবে। আর তাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

আমার ওয়াসীয়াতনামায় কেউ কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না বা অমান্য করতে পারবে না। অমান্য করলে এর পাপের বোঝা তার ওপরই বর্তাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

"অতঃপর যে ব্যক্তি তা শুনে নেয়ার পর ওয়াসীয়াতের পরিবর্তন ঘটাবে, তবে তার গুনাহ সেই লোকদেরই প্রতি যারা তার পরিবর্তন ঘটাবে, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮১)*

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তোমাদের প্রতি রহমত ও বরকত বর্ষণ করুন।

"ওয়া সল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামা ওয়া বারাকা আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন।"

(আল্লাহ দরুদ ও সালাম এবং বরকত বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ) ও তার বংশধর ও সাহাবীগণের ওপর)

সাক্ষীর স্বাক্ষর :
১।
২।

ওয়াসীয়াতকারীর নাম- পরিচয়-
স্বাক্ষর-

(অসীয়াত-জাঃমঃ [নমুনা] /১৩.১২.২০২১ ইং) (সংশোধন-১৫.০২.২০২৩)

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

কিশোর ভুবন

পিঁপড়াদের উপত্যকায় সুলায়মান (আলায়হিস সালাম)

–ইবনে এস. এ বাকী

তোমরা নিশ্চয়ই নবী সুলাইমান (আলায়হিস সালাম)-এর কথা শুনেছ। তিনি ছিলেন মহান নবী এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাদশাহ। তিনি বিশ্বের সর্বকালের সব থেকে ক্ষমতাশালী শাসক হিসেবেও পরিচিত। আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন যে, তিনি মানুষ ও পশুপাখির ভাষা বুঝতে পারতেন। তার রাজ্যে অসংখ্য সৈন্য, জিন্ ও পাখি ছিল তার আজ্ঞাবাহী। ধনী ও প্রতাপশালী হলেও তিনি ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু শাসক ছিলেন, যিনি নিজের শক্তি ব্যবহার করতেন মানুষের কল্যাণে এবং সৃষ্ট জীবজন্তুর সঠিক বিচার করার জন্য। তার অসাধারণ বুদ্ধি ও নেতৃত্ব ছিল মহান আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত।

একবার মহানবাদশাহ সুলায়মান (আলায়হিস সালাম) তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে এক সুন্দর উপত্যকায় যাত্রা করছিলেন। সেই উপত্যকায় বাস করত অসংখ্য পিঁপড়া। ছোট এই প্রাণীগুলো মাটির নিচে গর্ত খুঁড়ে বাস করত আর দলবদ্ধভাবে পরিশ্রম করত। পিঁপড়ারা ছিল এতই পরিশ্রমী, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দায়িত্বশীল যে তাদের জীবনযাত্রা অনেক বড় বড় মানুষের জন্যও শিক্ষণীয়।

যখন সুলায়মান (আলায়হিস সালাম) তাদের কাছে পৌঁছালেন, পিঁপড়াদের মধ্যে হঠাৎ অস্থিরতা দেখা দিলো। কারণ, তারা বুঝতে পারল সুলায়মান ও তার সৈন্যরা হয়তো তাদেরকে পদদলিত করে মেরে ফেলতে পারে। তখন তাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান পিঁপড়া দ্রুত অন্য পিঁপড়াদের বলল, "হে পিঁপড়ারা! দ্রুত নিজের নিজের গর্তে ঢুকে যাও, না হলে সুলায়মান ও তার সৈন্যরা তোমাদের পদদলিত করে ফেলবে।"

যেই কথা সেই কাজ! পিঁপড়ারা একসঙ্গে পূর্ণ শৃঙ্খলা বজায় রেখে নিজেদের গর্তে প্রবেশ করল। তাদের একতা ও শৃঙ্খলার দৃষ্টান্তটা দেখে সুলায়মান (আলায়হিস সালাম) খুবই মুগ্ধ হলেন। তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, "হে আমার প্রভু! আমাকে এমন জ্ঞান দাও যাতে আমি তোমার সব নিয়ামতের সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি।"

এই ছোট্ট পিঁপড়াদের জীবন থেকে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারি। প্রথমত, পিঁপড়ারা খুব পরিশ্রমী। তারা সারাদিন খাবার খোঁজে, সংগ্রহ করে এবং নিজেদের গর্তে সঞ্চয় করে করে। কখনও অলস হয় না; বরং কঠোর পরিশ্রম করে জীবন নির্বাহ করে।

দ্বিতীয়ত, পিঁপড়াদের মধ্যে রয়েছে চমৎকার শৃঙ্খলা। প্রতিটি পিঁপড়া জানে তার কাজ কী, কবে কী করতে হবে। কেউ কাজ থেকে পলায়ন করে না, সবাই সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালন করে। এর ফলে তাদের সমাজে কোনো বিশৃঙ্খলা বা বিশৃঙ্খল কাজ হয় না।

তৃতীয়ত, পিঁপড়াদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণ রয়েছে। একজন পিঁপড়া যে মুহূর্তে বুঝতে পারে বিপদ আসছে, সে দ্রুত অন্যদের সতর্ক করে দেয়। অন্য পিঁপড়ারা তার কথা শোনে এবং ঠিকঠাক ব্যবস্থা নেয়। এতে করে সবাই নিরাপদ থাকে।

এছাড়া, পিঁপড়ারা একে অপরের প্রতি সহযোগিতা করে। কেউ দুর্বল হলে অন্যরা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। এভাবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং ভালোবাসার বন্ধন গড়ে ওঠে।

এই গুণাবলি ছোট হলেও পিঁপড়াদের জীবন আমাদের জন্য বড় শিক্ষার উৎস। আমরা দেখতে পাই, একতা, শৃঙ্খলা ও পরিশ্রম ছাড়া কোনো জাতি বা সমাজ অগ্রসর হতে পারে না। এই গুণগুলো মানবজীবনের জন্যও অত্যন্ত জরুরি।

মানুষও যদি পিঁপড়াদের মতো একত্রিত হয়, পরিশ্রম করে, শৃঙ্খলা মানে আর ভালো নেতৃত্বকে সম্মান দেয়, তবে তিনি জীবনে সাফল্য পেতে বাধ্য। বিপদ ও সমস্যার মুখে সতর্ক থাকে ও যুক্তিবুদ্ধির ব্যবহার করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা ছোট থেকে বড় সব জীবের মধ্যে অনন্য সৃষ্টি ও জ্ঞান রেখেছেন। ছোট পিঁপড়ার মধ্যেও রয়েছে বুদ্ধি, সতর্কতা ও নেতৃত্বের শক্তি। তাই কখনোই ছোট বা অল্প ক্ষমতা সম্পন্ন কাউকে অবহেলা করা উচিত নয়।

পিঁপড়াদের জীবন থেকে আমরা শিখি–

পরিশ্রম করো, একসাথে কাজ করো, শৃঙ্খলা মেনে চলো আর ভালো নেতাকে অনুসরণ করো। এই গুণাবলি মানলে আমরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সফল হবো।

সুতরাং, সূরা আন্ নামলের পিঁপড়াদের গল্প শুধু একটি প্রাণীর বর্ণনা নয়; বরং তা মানবজীবনের জন্য এক মূল্যবান শিক্ষার গল্প। আমাদের উচিত সেই শিক্ষাকে হৃদয়ে গ্রহণ করে জীবনে প্রয়োগ করা। তখনই আমরা মহান আল্লাহর সৃষ্টি থেকে প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি পেতে পারব। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ : বন্ধু না প্রতিদ্বন্দ্বী?

–আরাফাত ডেস্ক

একবিংশ শতাব্দীকে বলা হয় প্রযুক্তির শতাব্দী। এর সবচেয়ে আলোচিত উদ্ভাবন হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence বা AI)। মেশিনকে মানুষের মতো চিন্তাশক্তি প্রদান করার প্রয়াস থেকে এর জন্ম। আজ AI মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে– ব্যক্তিগত জীবন, ব্যবসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এমনকি সৃজনশীলতাতেও। তবে এই প্রযুক্তি কি মানবসভ্যতার বন্ধু হয়ে উন্নতির পথ প্রশস্ত করবে, না-কি ভবিষ্যতে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে মানুষের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাবে –এ প্রশ্ন এখন সর্বত্র আলোচিত।

বন্ধু হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাবনা

১. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিপ্লব : AI মানুষের তুলনায় কয়েকশ’ গুণ দ্রুত তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে যেমন IBM Watson ক্যানসারের চিকিৎসায় ডাক্তারদের সহায়তা করছে। AI-ভিত্তিক ডায়াগনস্টিক টুলের মাধ্যমে রোগ নির্ণয়ের নির্ভুলতা বেড়েছে। ভবিষ্যতে Predictive Healthcare রোগ হওয়ার আগেই সতর্কবার্তা দিতে সক্ষম হবে।

২. দৈনন্দিন জীবনকে সহজ করা : আমাদের স্মার্টফোনের ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট (যেমন- Siri, Google Assistant) থেকে শুরু করে Netflix-এর রিকমেন্ডেশন সিস্টেম –সবই AI-এর কাজ। ট্রাফিক জ্যাম কমাতে Google Maps-এর মতো AI সিস্টেম কাজ করছে। গৃহস্থালি রোবট ভবিষ্যতে সাধারণ হয়ে উঠবে।

৩. শিল্প বিপ্লবের নতুন অধ্যায় : AI-নির্ভর Industry ৪.০ ধারণা শিল্পকারখানায় উৎপাদনশীলতা বাড়াচ্ছে। Automation মানুষের শারীরিক পরিশ্রম কমিয়ে দিচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে ড্রোন ও AI-চালিত সেচ ব্যবস্থা খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে ভূমিকা রাখছে।

৪. জটিল সমস্যা সমাধানে সক্ষমতা : জলবায়ু পরিবর্তন, শক্তি সঙ্কট, মহাকাশ গবেষণা –এসব জটিল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় AI অপরিহার্য হয়ে উঠছে। NASA মহাকাশ মিশনে AI ব্যবহার করছে ডেটা বিশ্লেষণের জন্য।

প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার আশঙ্কা ও চ্যালেঞ্জ

১. কর্মসংস্থানের সংকট : AI যত উন্নত হচ্ছে, মানুষের শ্রমের প্রয়োজন তত কমছে। World Economic Forum অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে প্রায় ৮৫ মিলিয়ন চাকরি অটোমেশনে বিলুপ্ত হতে পারে, যদিও নতুন কিছু চাকরি তৈরি হবে। কিন্তু সাধারণ শ্রমিকদের জন্য নতুন দক্ষতা অর্জন কঠিন।

২. নিরাপত্তা ও নৈতিকতার সংকট : AI-এর সিদ্ধান্ত সবসময় মানবিক নীতি মেনে চলে না। স্বচালিত গাড়ি যদি দুর্ঘটনা এড়াতে দু’টি জীবনের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়, তখন কোন নীতি প্রয়োগ হবে? এ ধরনের মোরাল ডিলেমা এখনো সমাধান হয়নি।

৩. অস্ত্র ও যুদ্ধক্ষেত্রে AI-এর ব্যবহার : AI-নির্ভর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবস্থা (Autonomous Weapons) তৈরি হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে যুদ্ধকে আরো ভয়ঙ্কর করে তুলতে পারে। জাতিসংঘ ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে।

৪. ডিপফেক ও মিথ্যা তথ্যের বিস্তার : AI-ভিত্তিক Deepfake প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভুয়া ভিডিও ও অডিও তৈরি করা সম্ভব, যা রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

৫. নিয়ন্ত্রণহীন সুপার ইন্টেলিজেন্সের ভয় : ইলন মাস্ক, স্টিফেন হকিং প্রমুখ প্রযুক্তিবিদরা সতর্ক করেছেন– যদি একদিন AI মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে ছাড়িয়ে যায় (Superintelligence), তবে মানবজাতির অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়তে পারে।

ভবিষ্যতের করণীয়

কিভাবে AI-কে বন্ধু হিসেবে রাখা যায়?

⇉ **আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা :** জাতিসংঘ পর্যায়ে AI-এর জন্য গ্লোবাল এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করা প্রয়োজন।

⇉ **শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নয়ন :** মানুষকে নতুন কর্মক্ষেত্রের জন্য Reskilling & Upskilling করতে হবে।

⇉ **স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা :** AI সিস্টেমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় Explainable AI (XAI) ব্যবহার করা দরকার, যাতে বোঝা যায় AI কিভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

⇉ **ঝুঁকি মূল্যায়ন ও গবেষণা :** AI Alignment নিয়ে গবেষণা বাড়ানো দরকার, যাতে AI মানবিক মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, AI মানবজাতির সবচেয়ে শক্তিশালী প্রযুক্তি। সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে এটি হতে পারে অগ্রগতির সোপান, ভুলভাবে ব্যবহৃত হলে তা হতে পারে ধ্বংসের কারণ। তাই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে আমাদের হাতে– আমরা কি AI-কে দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করতে পারব? যদি পারি, তাহলে AI হবে আমাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু; না হলে, এটি ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে। ☒

জমঈয়ত সংবাদ

উত্তরখান এলাকা জমঈয়তের কমিটি গঠন

ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের অন্তর্ভুক্ত উত্তরখান সংগঠনিক এলাকা গঠন উপলক্ষে গত ৮ আগস্ট (শুক্রবার) বিকেলে ফৈজারবাড়ি আহলে হাদীস জামে মসজিদে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উত্তরখান এলাকার জমঈয়তের সেক্রেটারি মোহাম্মদ আনোয়ার খান। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তরা এলাকার জমঈয়তের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ মাশহুদুল বাসেত ও সেক্রেটারি মুহাম্মদ গোলাম রহমান।

সভায় সেক্রেটারি আনোয়ার খান জানান, উত্তরখানের মোট ৩২টি আহলে হাদীস জামে মসজিদকে ৮টি ইউনিটে বিভক্ত করা হয়েছে। এসব ইউনিটের প্রতিনিধিদের নিয়ে নতুনভাবে উত্তরখান এলাকা পুনর্গঠন করা হলে দা'ওয়াহ ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। নেতৃবৃন্দ উত্তরখানে জমঈয়তের কার্যক্রমের দীর্ঘস্থায়ী স্থবিরতার কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং উত্তরণের উপায় নির্ধারণ করেন। পরবর্তীতে আগামী তিন মাসের জন্য একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

আহ্বায়ক কমিটি : আহ্বায়ক- মুহাম্মদ আনোয়ার খান, যুগ্ম আহ্বায়ক- মুহা. ইমরান হোসেন সরকার, শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুন মাদানী ও মুহা. সিরাজুল ইসলাম, সদস্য সচিব- হাফেয শাইখ আব্দুল ওয়াদুদ ভূইয়া, যুগ্ম সদস্য সচিব- মুহাম্মদ কবীর হোসেন ভূঁইয়া।

সদস্য– মুহা. ফাইজুল ইসলাম, মুহা. আখতার হোসেন, মো. শহিদুল ইসলাম খান লিটন, মুহা. দেলোয়ার হোসেন ব্যাপারী, মুহা. শফিকুল ইসলাম খান, মুহা. আব্দুল মুজিদ ব্যাপারী, মো. শামসুল হক, মো. জাকির হোসেন খান, আবু বকর সিদ্দিক বাকীর, মুহা. সিদ্দিকুল আলম, মুহা. আমিনুল বাসেত, নাজমুল ইসলাম সিফাত, মোহা. শামীম ভূঁইয়া।

উপদেষ্টা পরিষদ : মুহা. সাইদুর রহমান সরকার, আলহাজ্জ মো. কফিল মোল্লা, মুহা. মাশহুদুল বাসেত।

পাতিরা-ডুমনি এলাকা জমঈয়ত গঠন

ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের অন্তর্ভুক্ত পাতিরা-ডুমনি এলাকা জমঈয়ত গঠন উপলক্ষে গত ৮ আগস্ট শুক্রবার পাতিরা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহাম্মদ আলাউদ্দীন। এ সভায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহা. রেজাউল ইসলাম, অফিস সেক্রেটারি শাইখ রবিউল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শুব্বানের স্যাবিদায়ী সভাপতি শাইখ মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক ও সাবেক সহ-সভাপতি শাইখ আনিসুর রহমান মাদানী।

এ সভায় নেতৃবৃন্দ বিগত দিনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন, এরপর একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির বিবরণ : আহ্বায়ক- মুহাম্মদ আলাউদ্দিন, যুগ্ম আহবায়ক- মুহাম্মদ কামাল হোসেন ও জানব আব্দুল মাজেদ, সদস্য সচিব- মুহাম্মদ মুখলেসুর রহমান।

সদস্যবৃন্দ– শাইখ মুহাম্ম আল আমিন, মুহাম্মদ কামাল হোসেন, ডাক্তার মুহাম্মদ মজিবুর রহমান, মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, আব্দুর রহিম, মুহাম্মদ তোতা মিয়া, ইঞ্জিনিয়ার বিল্লাল হোসেন, মুহাম্মদ নয়ন আলী, মুহাম্মদ রফিক হোসেন, মুহাম্মদ আতাউর রহমান, জহিরুল ইসলাম, মুহাম্মদ বিল্লাল হোসেন।

সাতক্ষীরা সদর এলাকা জমঈয়তের কমিটি পুনর্গঠন

গত ১৯ জুলাই, শনিবার সকাল ১১টায় সাতক্ষীরা সদর এলাকায় আহলে হাদীসের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভার সূচনা করেন হাফেজ নাজমুল হুসাইন। কাউন্সিলে সভাপতিত্ব করেন সদর শাখার বর্তমান সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন আহলে হাদীস সাতক্ষীরা জেলা শাখার সভাপতি উপাধ্যক্ষ এ.এস.এম ওবায়দুল্লাহ গযনফর। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সদর সেক্রেটারি শাইখ রবিউল ইসলাম।

কাউন্সিলে উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে মাওলানা আব্দুর রহমানকে সভাপতি এবং অধ্যক্ষ কাজী আব্দুল্লাহ শাহীনকে সেক্রেটারি নির্বাচিত করা হয়।

সভা শেষে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যের সহযোগিতা কামনা করে আনুষ্ঠানিকভাবে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

[পরবর্তী সংবাদ ৪২ পৃষ্ঠায় দেখুন]

শুব্বান সংবাদ

শুব্বানের ১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

২ আগস্ট ২০২৫, শনিবার রাজধানীর নয়াপল্টনের জোনাকী কনভেনশন হলে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হলো **জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর ১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন**।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক **অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক**।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক-এর সভাপতিত্বে সম্মেলন উদ্বোধন করেন

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

বিশিষ্ট শিল্পপতি, মাস্কো গ্রুপের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উপদেষ্টা **আলহাজ্জ এম. এ. সবুর**।

এছাড়াও সম্মেলনে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সহ-সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত সভাপতি) **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন**, বাংলাদেশ আহলে হাদীস জামা'আতের আমীর **প্রফেসর ড. মুসলেহ উদ্দীন,** আলহাজ্জ আহেদ আলী বিশ্বাস মানবকল্যাণ ট্রাস্ট-এর চেয়ারম্যান **এ্যাডভোকেট মো. শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস,** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর সাবেক সভাপতি **প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ**।

সম্মেলনের দাওয়াহ অধিবেশনে প্রাণবন্ত আলোচনা ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে নির্দেশনামূলক বক্তব্য পেশ করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় উপদেষ্টা ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া'র আল-কুরআন বিভাগের **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ লোকমান হোসেন,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সেক্রেটারি জেনারেল **শাইখ ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নির্বাহী সদস্য **অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম** এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী **অধ্যাপক ড. ইমাম হোসাইন**।

এই সম্মেলন ছিল বাংলাদেশের প্রাচীনতম তাওহীদী সংগঠন **বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস**-এর যুব সংগঠন **'জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ'**-এর অন্যতম বৃহৎ কেন্দ্রীয় সম্মেলন। এতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত জেলা, উপজেলা ও শাখার দায়িত্বশীল এবং আহলে হাদীস সমাজের সচেতন দ্বীনী সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে অতিথিবৃন্দ ও বক্তাগণ যুব সমাজকে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জীবন গঠনের আহ্বান জানান এবং আদর্শিক নেতৃত্ব বিকাশে সংগঠনের ভূমিকা তুলে ধরেন। শুব্বানের গতিশীল কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং নবনির্বাচিত দায়িত্বশীলবৃন্দকে সময়োপযোগী কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে শুব্বানের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

০১ আগস্ট শুক্রবার বাদ মাগরিব জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর ১১তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে সারাদেশ থেকে আগত মজলিসে আমের সদস্যদের প্রত্যক্ষ গোপন ভোটে দুই বছরের (২০২৫-২০২৭) জন্য সভাপতি হিসেবে **মোঃ আব্দুল্লাহিল হাদী** এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে **তানযীল আহমাদ** নির্বাচিত হন। মজলিসে কারারের অন্যান্য পদেও আম সদস্যগণ ভোট প্রদান করেন। তাদের ভোটের ভিত্তিতেই নির্বাচন কমিশন, নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং সদ্য বিদায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ বৈঠকে কেন্দ্রীয় মজলিসে কারারের ২৭ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। ঢাকার উত্তর যাত্রাবাড়িতে অবস্থিত জমঈয়ত ভবনের আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) অডিটোরিয়ামে এক ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে এ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় সম্মেলনে শুব্বানের ১১তম সেশনের কমিটি ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের শুব্বানবিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী।

২৭ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় পূর্ণ কমিটির বিবরণ– মো. আব্দুল্লাহীল হাদী (সভাপতি), হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ (সহ-সভাপতি), ইমাম হাসান মাদানী (সহ-সভাপতি), তানযীল আহমাদ (সাধারণ সম্পাদক), হাফেয হাবিবুর রহমান মাদানী (যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক), হেদায়েতুল্লাহ (কোষাধ্যক্ষ), হাফেয আব্দুল ওয়াদুদ গাজী (সাংগঠনিক সম্পাদক), হাফেয আশিক বিন আশরাফ (যুগ্ম-সাংগঠনিক সম্পাদক), তাওহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া (শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক), মো. ইয়াসিন (প্রচার- প্রকাশনা সম্পাদক), আবু লায়েছ ফাহিম (প্রেস ও মিডিয়া সম্পাদক), হাফেয মাহদী হাসান মাদানী (সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক), মো. নাজিবুল্লাহ (ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক), মো. রমজান মিয়া (সমাজকল্যাণ সম্পাদক), আবু বকর ইসহাক (প্রশিক্ষণ সম্পাদক), তাকী-উদ্দীন (যুগ্ম-প্রশিক্ষণ সম্পাদক), মো. আব্দুর রহমান মাদানী (তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক), মো. ইনামুল ইসলাম (আইন বিচারবিষয়ক সম্পাদক), মো. মাসউদ রেজা (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সম্পাদক), মো. সেলিম রেজা (আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক), মো. আশরাফুল ইসলাম (দফতর সম্পাদক), হাফেয আব্দুস সবুর (পাঠাগার সম্পাদক)। জমঈয়ত সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কারার সদস্য আব্দুর রহমান মাদানী, হাফেয আব্দুর রউফ, রাকিবুল ইসলাম। শুব্বান সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কারার সদস্য মো. মিজানুর রহমান, তরিকুল ইসলাম মাদানী।

১১তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল পরিচালনা করেন উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত **৫ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন**। এই কমিশনের প্রধান ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাংগঠনিক সেক্রেটারি **শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন**। কমিশনের অন্য সদস্যগণ হলেন, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের তথ্য-প্রযুক্তি ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সেক্রেটারি **জনাব আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর,** নির্বাহী সদস্য **অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম,** শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি **শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী,** নির্বাহী সদস্য **শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন**।

এছাড়াও সম্মেলনে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দকে এবং মজলিসে আম সদস্য পদ থেকে বিদায়গ্রহণকারীদেরকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়া দেশ ও বিদেশ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করায় সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি সমৃদ্ধ স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয় এবং রাগেব ও আরেফ সিলেবাস সহায়িকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

স্বাস্থ্য সচেতনতা

মাথাব্যথা : ধরন, কারণ ও করণীয়

মাথাব্যথা একটি বহুল প্রচলিত উপসর্গ, যা প্রায় সব বয়সী মানুষকে জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে ভোগায়। এটি কখনো স্বল্পমেয়াদি ও নিরীহ হতে পারে, আবার কখনো মারাত্মক শারীরিক সমস্যার পূর্বাভাসও হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্যমতে, প্রতি বছর পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠী কমপক্ষে একবার হলেও মাথাব্যথায় আক্রান্ত হন। একে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই; বরং মাথাব্যথার প্রকৃতি, কারণ ও প্রতিকারের উপায় জানা জরুরি। **মাথাব্যথার প্রধান ধরনসমূহ–**

১. টেনশন হেডেক (Tension Headache) : সবচেয়ে সাধারণ মাথাব্যথার ধরন এটি। দীর্ঘ সময় কাজ, মানসিক চাপ বা ঘুমের অভাবে এ ধরনের ব্যথা হয়। **লক্ষণ :** কপাল, ঘাড় ও মাথার পেছনের দিকে চাপ অনুভব হয়; অনেক সময় মাথায় ব্যান্ড পরা অনুভূতি তৈরি হয়।

২. মাইগ্রেন (Migraine) : তীব্র ও একপাক্ষিক মাথাব্যথা। এটি কয়েক ঘণ্টা থেকে শুরু করে কয়েকদিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। **লক্ষণ :** বমি বমি ভাব, আলো ও শব্দে অতিসংবেদনশীলতা, চোখে ঝাপসা দেখা ইত্যাদি।

৩. ক্লাস্টার হেডেক (Cluster Headache) : দুর্লভ কিন্তু অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক মাথাব্যথা। সাধারণত এক চোখের আশপাশে ঘন ঘন ব্যথা হয়। **লক্ষণ :** চোখ লাল হওয়া, পানি পড়া, নাক বন্ধ হওয়া বা সর্দির মতো অনুভূতি।

৪. সাইনাস হেডেক (Sinus Headache) : সাইনাস ক্যানালে প্রদাহ হলে এই ব্যথা হয়। ঠাণ্ডা, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা অ্যালার্জি থেকে এটি হতে পারে। **লক্ষণ :** গাল, কপাল বা চোখের চারপাশে ব্যথা; নাক বন্ধ বা সর্দি; কখনো মুখে ভারী অনুভূতি।

মাথাব্যথার সম্ভাব্য কারণসমূহ– ⇨ দীর্ঘ সময় অনিদ্রা বা ঘুমের ব্যাঘাত। ⇨ মানসিক চাপ ও উদ্বেগ। ⇨ অতিরিক্ত ক্যাফেইন বা চা-কফি গ্রহণ। ⇨ নির্দিষ্ট কিছু খাবার (যেমন- চিজ, চকলেট, প্রসেসড খাবার)। ⇨ হরমোন পরিবর্তন (বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে)। ⇨ চোখের সমস্যা। ⇨ শরীরের পানিশূন্যতা। ⇨ সঠিক ভঙ্গিতে না বসে দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটার বা মোবাইল ব্যবহার। ⇨ উচ্চ রক্তচাপ বা রক্তনালীর জটিলতা।

প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায় :

১. নিয়মিত ঘুম ও বিশ্রাম : প্রতিদিন কমপক্ষে ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমানো উচিত। পর্যাপ্ত ঘুম শরীর ও মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেয়।

২. পানি পান : ডিহাইড্রেশন মাথাব্যথার অন্যতম কারণ। দিনে ৮-১০ গ্লাস পানি পান করা উচিত।

৩. চাপ নিয়ন্ত্রণ : যোগব্যায়াম, মেডিটেশন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম মানসিক প্রশান্তি দেয়। নিয়মিত ব্যায়ামও মাথাব্যথা প্রতিরোধে সহায়ক।

৪. খাদ্যাভ্যাস : অনিয়মিত ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য এড়িয়ে চলুন। নির্দিষ্ট খাবার মাথাব্যথা তৈরি করে থাকলে তা চিহ্নিত করে খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিন।

৫. চিকিৎসকের পরামর্শ : যদি মাথাব্যথা ঘন ঘন হয়, অতিরিক্ত তীব্র হয় বা কোনো সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুসরণ করে (যেমন- সকালে ওঠেই ব্যথা), তবে অবশ্যই নিউরোলজিস্ট বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

উপসংহার : মাথাব্যথা যতটা সাধারণ, ততটাই উপেক্ষার অযোগ্য। অনেক সময় এটি বড় রোগের প্রাথমিক ইঙ্গিতও হতে পারে। তাই মাথাব্যথার প্রকৃতি বুঝে সঠিক সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সুস্থ ও সজীব জীবন যাপনের জন্য সচেতনতা, সঠিক জীবনধারা ও প্রয়োজনে চিকিৎসা গ্রহণই হতে পারে স্থায়ী সমাধান।

বিশেষ পরামর্শ : যেকোনো ধরনের দীর্ঘস্থায়ী বা অস্বাভাবিক মাথাব্যথাকে অবহেলা করবেন না। ব্যথার প্রকৃতি যদি বদলাতে থাকে, সঙ্গে জ্বর, দুর্বলতা, ঝাপসা দেখা বা অসংলগ্নতা দেখা দেয়, তবে তা হতে পারে জটিল কোনো সমস্যার ইঙ্গিত –এক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা নিন।

জমঈয়ত সংবাদ

[৪০ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

সাতক্ষীরার ঘোনা এলাকায় আহলে হাদীসের নতুন কমিটি গঠিত

গত ২৬ জুলাই, শনিবার বিকেল ৪টায় সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ঘোনা মোবারকের মোড় আহলে হাদীস জামে মসজিদে এক কাউন্সিল অধিবেশনে ঘোনা এলাকার আহলে হাদীস কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। সভাপতিত্ব করেন এলাকা সভাপতি মো. শওকাত আলী এবং সঞ্চালনায় ছিলেন মো. আসাদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি উপাধ্যক্ষ এ.এস.এম ওবায়দুল্লাহ গযনফর এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সেক্রেটারি শাইখ রবিউল ইসলাম ও সদর সেক্রেটারি অধ্যক্ষ কাজী আব্দুল্লাহ শাহীন।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাস্টার মাহফুজুর রহমানকে সভাপতি এবং প্রভাষক তৌহিদুজ্জামানকে সেক্রেটারি নির্বাচিত করা হয়।

সূচীপত্র

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১) : ***আমি যদি মসজিদে গিয়ে ইমাম সাহেবকে রুকূ‘ অবস্থায় পাই তাহলে সূরা ফাতিহাহ্ পড়তে না পারা সত্ত্বেও কি আমার ঐ রাক‘আতটি গণ্য হবে, নাকি গণ্য হবে না?***

আব্দুল জব্বার
রামপুরা, ঢাকা।

জবাব : রুকূ‘ পেলে রাক‘আত গণ্য হবে কি-না এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে বিতর্ক আছে। তবে এ মাসআলাতে সঠিক মত হলো– রুকূ‘ পেলে ঐ রাক‘আতটি গণ্য হবে, তাকে আর ঐ রাক‘আত কাযা করতে হবে না। এটিই অধিকাংশ আলেমের মত। আর এর দলিল হলো আবূ বাক্‌রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র হাদীস, যা সহীহুল বুখারীতে এসেছে–

একদা তিনি দৌড়িয়ে এসে কাতারের পিছন থেকে রুকূ‘ অবস্থায় জামা‘আতে শামিল হলেন। কিন্তু নবী (ﷺ) তাকে উক্ত রাক‘আত কাযা করতে বলেননি, তবে তাকে এভাবে দৌড়িয়ে হাঁপিয়ে এসে কাতারে শামিল হওয়ার আগে রুকূ‘ করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী- হা. ৭৮৩)*

জিজ্ঞাসা (০২) : ***ব্যবহৃত পানি দ্বারা ওযূ করা যাবে কি? দয়া করে জানাবেন।***

মোহাম্মদ সিয়াম শেখ
ইতনা, লোহাগড়া, নড়াইল।

জবাব : এখানে সম্ভবত ব্যবহৃত পানি বলতে পাত্র থেকে পানি উঠিয়ে ওযূ করার পর অবশিষ্ট পানি উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যদি তাই হয়, তাহলে এ রকম পানি দ্বারা ওযূ করতে কোনো বাধা নেই। যেমন কেউ একটি বালতি থেকে হাত দিয়ে পানি উঠিয়ে ওযূ করলো। তার ওযূ করা শেষ হলে আরেকজন এসে সেখান থেকে পানি উঠিয়ে ওযূ করলো। এভাবে একই পাত্র থেকে একাধিক ব্যক্তি পানি উঠিয়ে ওযূ করলে কোনো সমস্যা হবে না। রাসূল (ﷺ) এবং ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতেন। আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) وَالمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ».

রাসূল (ﷺ) এবং ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতেন। *(বুখারী- ২৬৪)*

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***জানাযার পরে সম্মিলিত মোনাজাত করার বিধান কী? কুরআন ও হাদীসের আলোকে উত্তর দেবেন।***

আল ফারুক
ঢাকা।

জবাব : সহীহ হাদীসে বর্ণিত বিশেষ কিছু স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে সম্মিলিত মুনাজাত করা বৈধ নয়। পাঁচ ওয়াক্ত ফর্‌য সালাত, দুই ঈদের সালাত, জুমু‘আর সালাত, জানাযার সালাতের পর সম্মিলিত মোনাজাত করা সুন্নাতের পরিপন্থি। এটা যদিও রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাতের পরিপন্থি; কিন্তু এমন বিদ‘আত নয়, যা কুফ্‌রী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাই যারা মাঝে মাঝে ফর্‌য সালাতের সম্মিলিত মুনাজাত করে, তাদেরকে হিকমতের সাথে এক্ষেত্রে রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাতটা বুঝনো উচিত। সেই সঙ্গে এটা নিয়ে দ্বন্দ্ব করা ও পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ করা ঠিক নয়। এতে করে মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***সালাত কায়েম করা বলতে কী বোঝায়? আর সালাত কায়েম কি শুধু নিজ ব্যক্তি জীবনে না-কি রাষ্ট্রীয়ভাবেও কায়েম করতে হবে? অনুগ্রহপূর্বক, কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানাবেন, ইন্ শা-আল্লাহ।***

মুহাম্মদ সালমান রহমান
গ্রাম: গান্দাইল, পোস্ট অফিস : ছোনটিয়া বাজার, থানা ও জেলা : জামালপুর।

জবাব : সালাত কায়েম করা বলতে সঠিক সময়ে পরিপূর্ণরূপে এবং সুন্দরভাবে সালাত আদায় করা উদ্দেশ্য। যেভাবে সালাত ফর্‌য করা হয়েছে, ঠিক সেভাবে আদায় করা, সালাতের যাবতীয় হুকুম-আহকামসহ আদায় করা, এর রুকন ও শর্তসমূহ পরিপূর্ণরূপে আদায় করা।

সালাত যেহেতু ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন ও ‘ইবাদত, তাই রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী তা আদায় করতে হবে। রাসূল (ﷺ) বলেন,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ.

“তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখো, তোমরা ঠিক সেভাবে সালাত আদায় করো।” *(সহীহুল বুখারী- হা. ১১০১)*

একশ্রেণীর গবেষক বলে থাকে যে, শুধু নিজে সালাত আদায় করলে সালাত কায়েম হবে না; বরং সমাজের সবাইকে নিয়ে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে সালাত কায়েম করতে হবে। এতেই ইকামাতুস সালাত বাস্তবায়িত হবে। এটা ইকামাতুস সালাত বা সালাত কায়েমের বানোয়াট ব্যাখ্যা। নির্ভরযোগ্য কোনো মুফাস্সির ইকামাতুস সালাতের ব্যাখ্যা এভাবে করেননি। আমাদের দেশের কতিপয় রাজনৈতিক দলের নেতারাই ইকামাতুস সালাতের এই বানোয়াট ব্যাখ্যা করে থাকে।

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***সফর মাসের খাস কোনো ‘আমল আছে কি?***

রুহুল আমীন
খিলগাঁও, ঢাকা।

জবাব : কিছু কিছু ইসলামী সমাজে সফর মাসে সিয়ামসহ আরো কিছু ‘আমল করে থাকে। আবার কোনো কোনো মুসলিম সমাজে সফর মাসকে কুলক্ষণ মনে করে। আসলে সফর মাসে কোনো খাস ‘আমল নেই। সেই সঙ্গে এই মাসকে কুলক্ষণ মনে করাও কুসংস্কার। যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ কেবল আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। তাই মহান আল্লাহর কাছেই কল্যাণ চাওয়া এবং অকল্যাণ দূর করার দু‘আ করা আবশ্যক।

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***আমাদের দেশের ইসলামী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠনের চেষ্টা করবে বলে মনে হচ্ছে। আমরা কি এই প্রচেষ্টায় যোগদান করতে পারবো? দয়া করে বিস্তারিত জানাবেন।***

মো. হোসেন
বংশাল, ঢাকা।

জবাব : নবী (ﷺ) এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীদেরকে আল্লাহ তা‘আলা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাই তাদের মানহাজ ছিল, তারা সর্বপ্রথম তাওহীদের দা’ওয়াত দিয়েছেন। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী (ﷺ) যখন মু‘আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ইয়ামানের গভর্নর ও শাসক নির্বাচন করে পাঠালেন তখন তাকে বলে দিলেন যে,

فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

“তুমি তাদেরকে সর্বপ্রথম এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার প্রতি আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা’বূদ নেই। তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয় তবে তুমি তাদেরকে বল যে, আল্লাহ দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফর্‌য করেছেন। যদি তারা এটিও মেনে নেয়, তখন তুমি তাদেরকে বলো যে, আল্লাহ তোমাদের সম্পদের ওপর যাকাত ফর্‌য করেছেন। ধনীদের নিকট থেকে তা আদায় করা হবে এবং দরিদ্রদের মাঝে তা বিতরণ করা হবে। একথা যখন তারা মেনে নেবে তখন যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে বেছে বেছে ভালো সম্পদগুলো গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর বিশেষ করে অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদু‘আ থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ অত্যাচারিতের বদদু‘আ এবং আল্লাহর মাঝে কোনো আবরণ নেই।” ***(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : কিতাবুয্ যাকাত)***

হাদীসটি সকলের কাছে পরিচিত। অতএব তাওহীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত না করে ইসলামী সরকার গঠন করার প্রচেষ্টা যথার্থ নয়। তাছাড়া আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের মাঝে তাওহীদের শিক্ষা নেই। এ কারণেই তাদের বিরাট সংখ্যক মানুষ কবর পূজা এবং মাজার পূজাসহ নানা ধরনের শির্‌ক-বিদ‘আতে লিপ্ত। তাই ইসলামী হুকুমত কায়েম করার আগে মানুষকে তাওহীদ বুঝানো জরুরি। আমাদের কথার অর্থ এটা নয় যে, আমরা সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শুধু তাওহীদ নিয়েই ব্যস্ত থাকবো; বরং আমাদের কথার অর্থ হলো– রাজনীতি করা ও হুকুমত কায়েম করার প্রয়াসের চেয়ে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক।

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***কাউকে শহীদ বলার হুকুম কী?***

আব্দুর রহিম
মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা।

জবাব : কাউকে শহীদ বলা দু’ভাবে হতে পারে। যথা-

(১) নির্দিষ্ট কোনো কাজকে উল্লেখ করে শহীদ বলা। এভাবে বলা, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে নিহত হলো

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

সে শহীদ, নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে শহীদ, প্লেগ রোগে মারা গেলে শহীদ...। এভাবে বলা জায়িয আছে। কেননা এখানে আপনি নবী (ﷺ)-এর হাদীস অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান করছেন।

(২) নবী (ﷺ) নির্দিষ্ট করে যাকে শহীদ বলেছেন এবং সমস্ত মুসলমান যাকে শহীদ বলে ঘোষণা দিয়েছে, তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে নির্দিষ্ট করে শহীদ বলা জায়িয নেই। ইমাম বুখারী এভাবে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন যে, "একথা বলা যাবে না যে, অমুক ব্যক্তি শহীদ"।

ইবনু হাজার আসকালানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ- ওহীর মাধ্যমে অবগত হওয়া ব্যতীত অকাট্যভাবে কারো জন্য শাহাদাতের ফায়সালা দেয়া যাবে না।

তিনি সম্ভবত 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র একটি ভাষণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে বলে থাক অমুক ব্যক্তি শহীদ, অমুক শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। খবরদার! এভাবে বলো না। কারণ তার অন্য উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। তোমরা নবী (ﷺ)-এর মতো বলো যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করল অথবা জীবন দিলো সে শহীদ।" *(মুসনাদে আহমাদ)*

কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হলে সে বিষয়ে ইল্ম থাকতে হবে। শহীদ হওয়ার শর্ত হলো– মহান আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করা। আর এটি অন্তরের গোপন অবস্থা। তা জানার কোনো উপায় নেই। এজন্য নবী (ﷺ) বলেন :

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِهِ.

"মহান আল্লাহর পথে জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত হলো, আর মহান আল্লাহই ভালো জানেন কে মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করে।" *(সহীহুল বুখারী- কিতাবুল জিহাদ)*

নবী (ﷺ) আরো বলেন :

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ.

"ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে শরীরে জখম হবে, আর আল্লাহই ভালো জানেন কে মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে আহত হয়, সে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার ক্ষত স্থান হতে রক্ত ঝরতে থাকবে, রং হবে রক্তের, কিন্তু তার গন্ধ হবে মিসকের সুঘ্রাণের ন্যায়।" *(বুখারী- কিতাবুল জিহাদ)*

যারা জিহাদ করে নিহত হয়, তাদের বাহ্যিক অবস্থা ভালো। তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করি। কিন্তু তাদেরকে জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রদান করি না। তাদের প্রতি খারাপ ধারণাও করি না। তবে দুনিয়াতে তাদের ওপর শহীদের হুকুম প্রযোজ্য হবে। জিহাদের ময়দানে নিহত ব্যক্তিকে তার পরিহিত কাপড়েই রক্ত সহকারে দাফন করা হবে এবং তার জানাযা পড়া হবে না। আর যদি অন্যভাবে শহীদ হয়ে থাকে, তবে তাকে গোসল দেয়া হবে, কাফন পরানো হবে এবং জানাযার নামায পড়া হবে।

জিজ্ঞাসা (০৮) : গতবছর জুলাই গণআন্দোলনে পুলিশের গুলিতে যেসব সাধারণ মানুষ মারা গেছে, তাদেরকে এক শ্রেণীর আলেম শহীদ বলে থাকে। ইসলামী শরীয়ত এ ব্যাপারে কী বলে?

মো. বদরুজ্জামান
চিটাগাং রোড, ঢাকা।

জবাব : কাউকে 'শহীদ' হিসেবে সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ তার জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দেয়া। এটি আহলে সুন্নাহর মাযহাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। আহলে সুন্নাতের লোকেরা নবী (ﷺ) যাকে শহীদ বলেছেন, তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে শহীদ বলেন না। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ)'র মতে মুসলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে যাকে শহীদ বলা হয়েছে, তাকে শহীদ বলা যাবে।

জিজ্ঞাসা (০৯) : ইসলামী চিন্তাধারা, ইসলামী চিন্তাবিদ –এ ধরণের কথা বলা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

আ. রশিদ উদ্দিন
পিরোজপুর।

জবাব : ইসলামী চিন্তাধারা বা অনুরূপ শব্দ বলা যাবে না। ইসলামকে যদি চিন্তাধারা বলি, তাহলে অর্থ দাঁড়ায় যে, এটি চিন্তাপ্রসূত বিষয় যা গ্রহণ বা বর্জন করার সম্ভাবনা রাখে। এটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট বাক্য, যা ইসলামের শত্রুরা আমাদের ভিতরে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। অথচ আমরা জানি না।

কাউকে ইসলামী চিন্তাবিদ বলাতে কোনো অসুবিধা নেই। একজন মুসলিম চিন্তাবিদ হবে এতে কোনো বাধা নেই। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৩-৪৪ সংখ্যা ❖ ১১ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৬ সফর- ১৪৪৭ হি.

প্রচ্ছদ রচনা

ষাট গম্বুজ মসজিদ : ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

–আবু ফাইয়ায জি. রহমান

বাংলাদেশ একটি প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দেশ, যেখানে ইসলামী সভ্যতার নানা নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে ষাট গম্বুজ মসজিদ। এটি একটি ঐতিহাসিক, স্থাপত্যিক ও ধর্মীয় নিদর্শন হিসেবে সমাদৃত। এটি একটি ‘ইবাদতের স্থান হলেও এ স্থানকে ঘিরে সমাজে কিছু প্রচলিত ধর্মবিরোধী বিশ্বাস ও চর্চা গড়ে উঠেছে, যা ইসলামের মৌলিক ‘আক্বিদাহ্ ও আহকামের পরিপন্থী।

ষাট গম্বুজ মসজিদ বাংলাদেশের ইসলামী স্থাপত্য ও ঐতিহ্যের এক অনন্য নিদর্শন। এটি শুধু একটি ‘ইবাদতগারই নয়; বরং একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস, স্থাপত্যশৈলী ও সংস্কৃতির ধারক। কিন্তু এ মসজিদ ও এর সংলগ্ন এলাকাকে কেন্দ্র করে কিছু কুসংস্কার, শির্ক এবং বিদ‘আত দীর্ঘদিন ধরে সমাজে প্রচলিত রয়েছে, যা ইসলামী ‘আক্বিদাহ্ ও তাওহীদের শিক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এ প্রবন্ধে মসজিদের ঐতিহাসিক, স্থাপত্যিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি প্রচলিত ভুল ধ্যানধারণাগুলোর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও অবস্থান : ষাট গম্বুজ মসজিদ অবস্থিত বাগেরহাট জেলার খানজাহান নগরে, যা একসময় খলিফার প্রতিনিধি ও সুফি সাধক খান জাহান আলী (রাহিমাহুল্লাহ)’র অধীনস্থ ছিল। মসজিদটি নির্মিত হয় আনুমানিক ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং এটি বর্তমানে ইউনেস্কো ঘোষিত একটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা (World Heritage Site)। খান জাহান আলী ইসলামী সংস্কৃতি, প্রশাসন ও সমাজসেবার পাশাপাশি একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র গড়ে তোলেন, যার অন্যতম নিদর্শন এই মসজিদ।

স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য : ষাট গম্বুজ মসজিদ মধ্যযুগীয় ইসলামী স্থাপত্যের অনন্য উদাহরণ। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

➪ **নির্মাণসামগ্রী :** সম্পূর্ণ ইটনির্মিত মসজিদ।

➪ **গঠন :** মোট ৬০টি স্তম্ভ ও ৭৭টি গম্বুজ, যদিও নাম ‘ষাট গম্বুজ’।

➪ **স্থাপত্যকলা :** মসজিদের দেয়ালে খোদাই করা নকশা, বায়ুচলাচলের সুব্যবস্থা, প্রশস্ত প্রার্থনাকক্ষ এবং টেরাকোটার ব্যবহার।

➪ **পার্শ্বস্থ স্থাপনা :** মসজিদের পাশেই অবস্থিত খান জাহান আলীর মাজার ও শতদলের দিঘি।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব : এই মসজিদ শুধুমাত্র ‘ইবাদতের স্থান ছিল না; এটি ছিল একটি কেন্দ্রীয় মিলনস্থল, যেখানে ধর্মীয় শিক্ষাদান, বিচারপ্রক্রিয়া এবং সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। এটি তৎকালীন বাংলার ইসলামিক সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত।

প্রচলিত শির্ক ও বিদ‘আত– একটি সমালোচনামূলক পর্যালোচনা : ষাট গম্বুজ মসজিদ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে কিছু অনৈসলামিক বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য–

১. মাজারপূজা ও মানত : অনেক দর্শনার্থী খান জাহান আলীর মাজারে গিয়ে দু‘আ প্রার্থনা করেন এবং মানত করেন। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, তিনি মৃত হলেও ‘আধ্যাত্মিক ক্ষমতা’ দ্বারা মানুষের প্রার্থনা পূরণ করেন। ইসলামী ‘আক্বিদাহ্ অনুযায়ী এটি স্পষ্ট শির্ক।

২. চাদর ও ফুল দেওয়া, মাথা নত করা : মাজারে চাদর চড়ানো, ফুল অর্পণ ও মাথানত করে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা একটি বিদ‘আত ও তাওহীদের পরিপন্থী কাজ।

৩. দিঘির কুমির ও অলৌকিক বিশ্বাস : ‘শতদলের দিঘি’র কুমিরকে কেউ কেউ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করেন এবং খাবার খাওয়ান বরকতের আশায়। এটি অযৌক্তিক এবং ইসলামী বিশ্বাসবিরোধী।

৪. মাজারকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ ও ওরস : মাজারের চারপাশে তাওয়াফ করা এবং বার্ষিক ওরস উপলক্ষে গান-বাজনা, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে অশালীন আচরণ –সবকিছুই শরীয়তবিরোধী বিদ‘আত হিসেবে গণ্য হয়।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিগত অবস্থান : ইসলামে একমাত্র মহান আল্লাহকেই ‘ইবাদতের উপযুক্ত বলা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের বহু জায়গায় শির্ক ও বিদ‘আতের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সঙ্গে শরিক স্থাপন করে।”[১২০] “তোমরা ‘ইবাদত করো শুধু তাঁরই, সাহায্য চাও কেবল তাঁরই কাছে।”[১২১]

---

১২০ *সূরা আন্-নিসা : ৪৮।*

১২১ *সূরা আল ফাতিহাহ্ : ৫।*

অতএব, কোনো ব্যক্তিকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করে তার কাছে চাওয়া বা তার নামে মানত করা ইসলামী 'আক্বিদার বিপরীত।

ষাট গম্বুজ মসজিদ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ইসলামী স্থাপত্যের গৌরবময় প্রতীক। এটি আমাদের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক পরিচয়ের একটি অংশ। তবে একে ঘিরে সমাজে যেসব শির্‌ক ও বিদ'আত ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলো ইসলামী শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমাদের উচিত– ঐতিহ্যকে সম্মান করা, তবে কুসংস্কার থেকে মুক্ত থেকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সঠিক ধর্মীয় চর্চা নিশ্চিত করা। শিক্ষিত ও সচেতন মুসলিম সমাজ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে নিজে মুক্ত থাকা এবং সমাজকেও তা থেকে সরিয়ে আনা।

তথ্যসূত্র : *১. ইসলামী 'আক্বিদাহ্ ও বিধান- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ২. ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট তথ্যভাণ্ডার। ৩. Sultans and Mosques- Dr. Perween Hasan, The Early Muslim Architecture of Bangladesh। ৪. কুরআন মাজিদ- সূরা আল ফাতিহাহ্, সূরা আন্-নিসা।*

উদাত্ত আহ্বান

জমঈয়তে আহলে হাদীস এ উপমহাদেশের আহলে হাদীস তথা কোরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম। শতাব্দীকাল ধরে এ উপমহাদেশের বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও যুগশ্রেষ্ঠ আহলে হাদীস ওলামায়ে কেরাম জমঈয়তের প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন এবং আছেন।

অতএব **সকলের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান** সর্বপ্রকার আমিত্ব, ব্যক্তিস্বার্থ, দলাদলি, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমর্থক গ্রুপ তথা দল এবং বিচ্ছিন্নতা পরিত্যাগ করে এক ও অবিভক্ত উম্মাহ গঠনের লক্ষ্যে জমঈয়তের প্লাটফর্মে আসুন ঐক্যবদ্ধ হই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ফিতনামুক্ত এবং তাক্বওয়াভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ জীবন-যাপন করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

ভদ্রতার স্বরূপ সন্ধানে

[৩৫ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

প্রিয় পাঠক! আপনি জানেন কি জাপান এত উন্নত কেন? কারণ জাপানে শিশু শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত একটা বিষয় পড়ে তার নাম "চলো ভদ্রতা শিখি"। তারা শিখে কিভাবে অন্যের সাথে কথা বলতে হয়, কিভাবে অন্যের সাথে ওঠাবসা করতে হয়, কিভাবে বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলা, সম্মান করা ছাড়াও ভদ্রতার গুণ অর্জন করে নিজের ব্যক্তিত্ব গঠনে বিশেষ শিক্ষা নেয়। আপনি আমি তো দিবারাত্রি মোবাইল ফোন ব্যবহার করি। কোন পরিস্থিতিতে কিভাবে ফোনে কথা বলতে হবে সেটাও আমরা বেমালুম ভুলে যাই। অথচ জাপানের ট্রেন, রেস্তোরাঁ এবং বদ্ধ পরিবেশে ফোনে কথা বলা নিষিদ্ধ। এমনকি মোবাইল ফোন সাইলেন্ট মুডে রাখাই হচ্ছে ভদ্রতা।

প্রিয় পাঠক! এতক্ষণ পরে মনে হয় আপনার বোধোদয় হয়েছে! আপনি প্রতিদিনই তো ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে মানুষকে কষ্ট দেন, আজ আমি আপনাকে এই কল্যাণকর কথা শুনিয়ে বিরক্ত করলাম তবুও যেন আপনার সুমতি হয় এই আশায়। ☒

দৃষ্টি আকর্ষণ

আপনি কি কোরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক 'আমল করে উন্নত জীবন গড়তে আগ্রহী? তাহলে নিয়মিত পাঠ করুন– মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক **"সাপ্তাহিক আরাফাত।"** বর্ধিত কলেবরে, আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ প্রবন্ধসম্বলিত সাপ্তাহিক আরাফাত প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে নিয়মিত প্রশ্নোত্তর বিভাগ। আপনার অজানা মাসআলা-মাসায়েল জানতে নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রশ্ন করুন আমাদের ফাতাওয়া বিভাগে। প্রশ্ন পাঠাতে খামের ওপর অবশ্যই **"পাঠকের জিজ্ঞাসার জবাব"** কথাটি লিখতে হবে।

নিজে গ্রাহক হোন, অপরকেও উৎসাহিত করুন।

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা–

ফাতাওয়া বিভাগ, সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, বিবির বাগিচা ৩ নং গেইট, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪। ✆ ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭

E-mail: weeklyarafat@gmail.com

কোরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৫ ইং অনুযায়ী

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (আগস্ট-২০২৫ ঈসায়ী)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	‘ঈশা
০১	০৪ : ০৭	০৫ : ২৮	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪১	০৮ : ০৪
০২	০৪ : ০৭	০৫ : ২৮	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪১	০৮ : ০৩
০৩	০৪ : ০৮	০৫ : ২৮	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪০	০৮ : ০২
০৪	০৪ : ০৮	০৫ : ২৯	১২ : ০৫	০৩ : ৩০	০৬ : ৪০	০৮ : ০১
০৫	০৪ : ০৯	০৫ : ২৯	১২ : ০৫	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৯	০৮ : ০১
০৬	০৪ : ১০	০৫ : ৩০	১২ : ০৫	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৮	০৮ : ০০
০৭	০৪ : ১০	০৫ : ৩০	১২ : ০৫	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৮	০৭ : ৫৯
০৮	০৪ : ১১	০৫ : ৩১	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৭	০৭ : ৫৮
০৯	০৪ : ১২	০৫ : ৩১	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৬	০৭ : ৫৭
১০	০৪ : ১২	০৫ : ৩১	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৬	০৭ : ৫৬
১১	০৪ : ১৩	০৫ : ৩২	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৫	০৭ : ৫৫
১২	০৪ : ১৩	০৫ : ৩২	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৪	০৭ : ৫৪
১৩	০৪ : ১৪	০৫ : ৩৩	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৩	০৭ : ৫৩
১৪	০৪ : ১৫	০৫ : ৩৩	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৩	০৭ : ৫২
১৫	০৪ : ১৫	০৫ : ৩৩	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ৩২	০৭ : ৫১
১৬	০৪ : ১৬	০৫ : ৩৪	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ৩১	০৭ : ৫০
১৭	০৪ : ১৬	০৫ : ৩৪	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ৩০	০৭ : ৪৯
১৮	০৪ : ১৭	০৫ : ৩৫	১২ : ০৩	০৩ : ২৯	০৬ : ২৯	০৭ : ৪৮
১৯	০৪ : ১৭	০৫ : ৩৫	১২ : ০২	০৩ : ২৯	০৬ : ২৮	০৭ : ৪৭
২০	০৪ : ১৮	০৫ : ৩৫	১২ : ০২	০৩ : ২৯	০৬ : ২৮	০৭ : ৪৬
২১	০৪ : ১৮	০৫ : ৩৬	১২ : ০২	০৩ : ২৯	০৬ : ২৭	০৭ : ৪৫
২২	০৪ : ১৯	০৫ : ৩৬	১২ : ০২	০৩ : ২৯	০৬ : ২৬	০৭ : ৪৪
২৩	০৪ : ২০	০৫ : ৩৭	১২ : ০১	০৩ : ২৯	০৬ : ২৫	০৭ : ৪৩
২৪	০৪ : ২০	০৫ : ৩৭	১২ : ০১	০৩ : ২৮	০৬ : ২৪	০৭ : ৪২
২৫	০৪ : ২১	০৫ : ৩৭	১২ : ০১	০৩ : ২৮	০৬ : ২৩	০৭ : ৪১
২৬	০৪ : ২১	০৫ : ৩৮	১২ : ০১	০৩ : ২৮	০৬ : ২২	০৭ : ৪০
২৭	০৪ : ২২	০৫ : ৩৮	১২ : ০০	০৩ : ২৮	০৬ : ২১	০৭ : ৩৯
২৮	০৪ : ২২	০৫ : ৩৮	১২ : ০০	০৩ : ২৮	০৬ : ২০	০৭ : ৩৮
২৯	০৪ : ২৩	০৫ : ৩৯	১২ : ০০	০৩ : ২৭	০৬ : ১৯	০৭ : ৩৭
৩০	০৪ : ২৩	০৫ : ৩৯	১২ : ৫৯	০৩ : ২৭	০৬ : ১৮	০৭ : ৩৬
৩১	০৪ : ২৪	০৫ : ৩৯	১১ : ৫৯	০৩ : ২৭	০৬ : ১৭	০৭ : ৩৫

সূচীপত্র

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

মেধাবৃত্তির সুবিধা

ভর্তি চলছে

Fall Semester 2025

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

৫০% টিউশন ফি ছাড়

ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)
  Master of Business Administration (MBA-Regular)
  Master of Business Administration (MBA-Executive)

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

সূচীপত্র

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

HAS

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER
ATAB
MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice